আমেরিকার নিগ্রো মনীষা

অনুবাদক—কুণালকুমার

হোমশিখা প্রকাশনী বিভাগ
কৃষ্ণনগর

প্রথম প্রকাশ :

স্বাধীনতা দিবস ১৩৬৪

প্রকাশক :

শ্রীমুরারীমোহন রায়

হোমশিখা প্রকাশনী বিভাগ

কৃষ্ণনগর

প্রচ্ছদশিল্পী :

মৈত্রেয়ী ব্যানার্জী

কলিকাতা

মুদ্রাকর :

শ্রীসুভাষচন্দ্র মিত্র

প্রিণ্টারস্ এণ্ড পাব্লিশার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রোড

কৃষ্ণনগর

ব্লক নির্মাণ :

ষ্ট্যাণ্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং কোং,

কলিকাতা—১২

বাঁধিয়েছেন :

হোমশিখা বন্ধনী বিভাগ

কৃষ্ণনগর

সূচি

অবতরণিকা

ক্রীতদাস হিসাবেই আমেরিকায় নিগ্রোদের প্রথম আগমন হয়েছিল ব'লে সাধারণের বিশ্বাস—আসলে কিন্তু তা ঠিক নয়। আমেরিকায় এমন অনেক নিগ্রো ছিলেন যাঁরা কোনদিনই দাস ছিলেন না। এঁদের মধ্যে অনেকে পৃথিবীর এই পশ্চিমভাগে এসেছিলেন আবিষ্কার করার প্রেরণায়। ক্রিষ্টোফার কলম্বাসের সঙ্গে যে সমস্ত নাবিকেরা এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে পেড্রো এ্যালনসো নিনো নামক ব্যক্তিটি কৃষ্ণকায় ছিলেন ব'লেই অনেক ঐতিহাসিকের বিশ্বাস। ১৫১৩ খৃষ্টাব্দে যখন বালবোয়া প্রশান্ত মহাসাগর আবিষ্কার করেন, তখন তাঁর এই অভিযানে অনেকগুলি নিগ্রো তাঁর সঙ্গী হয়েছিলেন। আটলান্টিক মহাসাগর থেকে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত বর্তমানের যে পানামা যোজক, আগে সেটা ছিল একটা সুবিস্তৃত সড়ক। সেই সড়ক তৈরীতে এই নিগ্রোরাও অংশ গ্রহণ করেছিল। দক্ষিণ-পশ্চিম আমেরিকার যা সর্ব-প্রাচীন লিখিত ইতিহাস পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় যে, চারশো বছর আগে ফ্লোরিডার নিকট যে জাহাজ-ডুবি হয়েছিল সেই জাহাজের একদল স্পেনবাসীর সঙ্গে এস্তাভ্যানিকো নামক একজন কৃষ্ণকায় ব্যক্তি এই নূতন পৃথিবীতে এসেছিলেন। চারজন লোক বাদে আর সবাই ডুবে গিয়েছিল। এস্তাভ্যানিকোসহ এই অবশিষ্ট চারজন আট বছর ধ'রে রেড ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন এবং শেষে দক্ষিণের মেক্সিকো সহরে পৌঁছেছিলেন। ঐখান থেকেই ১৫৩৯ খৃষ্টাব্দে মারকস ডি নিজা নামক একজন সন্ন্যাসীর সঙ্গে উনি

উত্তরে সিবোলার সপ্ত সহরের (সেভেন সিটিজ অব সিবোলা) সন্ধানে এক দুঃসাহসিক অভিযানে বা'র হন। রূপকথার ঐসব স্বর্ণনির্মিত সহরগুলি তাঁরা খুঁজে পান নি। কিন্তু রিও গ্র্যাণ্ডির কাছে পেঁাছে স্পেনীয় লোক তিনটি মরুভূমির গরম আর সহ্য করতে না পেরে নিগ্রোটিকে একাই এগিয়ে গিয়ে খবর নিয়ে আসবার জন্য কয়েকজন রেড ইণ্ডিয়ান দৌড়ানিয়ার (সংবাদ আদান প্রদানের জন্য এদের ব্যবহার করা হত) সঙ্গে পাঠিয়ে দিলেন। আজ যে ঐশ্বর্যশালী অঞ্চল অ্যারিজোনা নামে খ্যাত, এস্তাভ্যানিকোই সেটা আবিষ্কার করলেন এবং ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকরা পরবর্তীকালে সেখানে বসবাস সুরু করে। তাঁর এই আবিষ্কারের আশী বছর পরে জেমস্ টাউনে সর্বপ্রথম ক্রীতদাস বোঝাই জাহাজ এসে লাগে ও তখন থেকেই উত্তর আমেরিকায় মানুষ কেনাবেচার প্রচলন আরম্ভ হয়।

আমেরিকার ইতিহাসের প্রথম দিকেও সমস্ত ক্রীতদাসেরাই দাসত্ব নিগড়ে বাঁধা ছিল না। অনেকে পালিয়ে গিয়ে স্বাধীন হয়েছিল— যেমন ক্রীসপাস আত্তুকস্ নামীয় নাবিকটি। ইনি আমেরিকার বিপ্লবের প্রারম্ভে বৃটিশের সঙ্গে লড়তে গিয়ে প্রাণ দিয়েছিলেন। কিছু সংখ্যক দাস বাইরে কাজ ক'রে রোজগার করবার অনুমতি পেত এবং তাদের মুক্তিমূল্য সংগ্রহ করতে সমর্থ হ'তো। কবি ফিলিস হুইট্লের মত কেউ কেউ তাঁদের মালিকদের কাছ থেকেই স্বাধীনতা লাভ করেছিলেন, এবং সোজোর্ণার ট্রুথ, হ্যারিয়েট টাবম্যান এবং ফ্রেডারিক ডগলাসের মত অনেকে শুধু নিজেরাই পালিয়ে যান নি, অন্য সকলের মুক্তির জন্যও তাঁদের জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করেছিলেন। উত্তর এবং দক্ষিণের যুদ্ধের আগে, প্রায় আড়াইশো বছর ধ'রে আমেরিকার কি স্বাধীন, কি পরাধীন সমস্ত নিগ্রোদের জীবনই যে কোন দিক দিয়েই হোক না কেন—দাসপ্রথার দ্বারা প্রভাবিত ছিল একথা খাঁটি সত্য। রাজ্যগুলির মধ্যে অন্তর্যুদ্ধ হবার সময়ের সমস্যা-

গুলির মত সেই যুদ্ধ থেকে উদ্ভূত সব সমস্যা কৃষ্ণকায়দের জীবন বিশেষভাবে বিপর্যস্ত করেছিল। ১৮৬৩ সালে এব্রাহাম লিঙ্কনের মুক্তি ঘোষণায় স্বাক্ষর করার দিন থেকে নিগ্রোরা হোলো মুক্ত, কিন্তু ভূমিহীন, ধনহীন, বিদ্যাহীন নিগ্রোর জীবনে আরম্ভ হোল পূর্ণ নাগরিক অধিকারে উন্নত হওয়ার উদ্দেশ্যে এক অবিরাম সংগ্রাম। কয়েকটা অঞ্চলে এখনও তাদের সফলতা আসেনি একথা অবশ্য সত্য, তবে তাদের অগ্রগতি হয়েছে অত্যন্ত বিপুল।

যে সমস্ত বিখ্যাত নিগ্রোদের জীবনী এই পুস্তকে সন্নিবেশিত হয়েছে, সাধারণ আমেরিকানরা প্রতিনিয়ত যে সমস্ত অসুবিধার সম্মুখীন হন তাঁরা শুধুমাত্র সেইগুলিকেই জয় ক'রে অগ্রসর হন নি, অধিকন্তু তাঁদের অতিক্রম ক'রতে হয়েছে আরও কতকগুলি প্রতিবন্ধক, যেগুলো শুধু কেবল নিগ্রো আমেরিকানদেরই ভোগ ক'রতে হয়। এই অসুবিধা বা প্রতিবন্ধকের সুরু দাসপ্রথায়, যার ফলে মানুষের নিজের ওপরও নিজের অধিকার ছিল না—সে ছিল অপরের অধিকারে। তদানীন্তন জাতি বৈষম্যের অত্যাধিক্যের ফলে তাঁদের ভোট দেবার অধিকার ছিল না, ছিল না রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের অনুমতি।

সাধারণ পাঠাগার থেকে একখানা বই নেবার অধিকার নিগ্রোদের ছিল না, কিংবা কোন বিশেষ একটা পল্লীতে বাড়ী ভাড়া নেবার বা বাড়ী কেনবার ও যুক্তরাষ্ট্রের কোন কোন অঞ্চলের কনসার্ট হলে পাদপ্রদীপের সামনে এসে আত্মপ্রকাশ করবার অনুমতি তাদের ছিল না। এই বইতে যাঁদের জীবনী লিপিবদ্ধ, জীবন সংগ্রামে তাঁদের যে সমস্ত প্রতিবন্ধকের সম্মুখীন হতে হয়েছে, উল্লিখিত অসুবিধাগুলি একভাবে না একভাবে সেই সমস্ত প্রতিবন্ধককে অধিকতর দুরতিক্রম্য করে তুলেছিল। তবুও গণতন্ত্রের উদারতার সুযোগে তাঁরা তাঁদের বিরাট শক্তি বা অদ্ভুত প্রতিভার সাহায্যে অসাধারণ মানব বা মানবী হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। কেমন করে তাঁরা এ কাজ করতে সক্ষম

হয়েছিলেন সেটা তাঁদের উপাখ্যানের একদিক। আর কি অবস্থার মধ্য দিয়ে তাঁদের অগ্রসর হ'তে হয়েছিল সেটি উপাখ্যানের অপর দিক। যদি আমরা তাঁদের স্বকীয় প্রচেষ্টা এবং গণতান্ত্রিক সমাজে সুযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁদের কর্মজীবন অনুধাবন করবার চেষ্টা করি, তাহলে এই দুটি বিষয়কে পৃথক করলে চলবে না।

আমেরিকার গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে যত নিগ্রো বিশ্রুত ও খ্যাতিমান হয়েছেন পৃথিবীর আর কোথাও তত হয়নি—ঔপনিবেশিক কবি ফিলিস হুইট্লে থেকে আরম্ভ ক'রে সমসাময়িক পুলিট্জার পুরস্কারপ্রাপ্ত কবি গিউয়েন্‌ডোলিন ব্রুকস, শতাব্দীর পূর্বে স্বাধীনতার নির্ভীক যোদ্ধা ফ্রেডরিক ডগলাস থেকে আরম্ভ ক'রে বর্তমানে মুষ্টিযুদ্ধের ঘেরা আঙিনায় বিশ্বের শ্রেষ্ঠ জো লুই, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে সেক্সপীয়রের নাটকের বিখ্যাত চরিত্রাভিনেতা ইরা এ্যালড্রিজ থেকে আরম্ভ ক'রে আজকের দিনের মঞ্চ, বেতার ও পর্দার ইথেল ওয়াটারস্ অথবা স্বর্গীয় ক্যানাডা লীর মত তারকা, দাসপ্রথার যুগের রিচার্ড এ্যালেনের মত পাত্রী থেকে আরম্ভ ক'রে বস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডীন অফ দি চ্যাপেল হাওয়ার্ড থারম্যান পর্যন্ত। আমেরিকায় অনেক সম্ভ্রান্ত নিগ্রো নাগরিকও আছেন। মানবিক উদ্যমের সমস্ত ক্ষেত্রেই এঁরা কাজ করছেন—বিজ্ঞান থেকে রাজনীতি, কলা থেকে খেলাধুলা, ধর্ম থেকে বাণিজ্য পর্যন্ত। এখানে শুধুমাত্র কয়েকজনের কথা লিখবার সুযোগ পেয়ে ধন্য হয়েছি। কিন্তু এ'দের মত আরও বহু নিগ্রো আমেরিকান আছেন যাঁদের নিয়ে আমেরিকা গর্ব অনুভব করতে পারে।
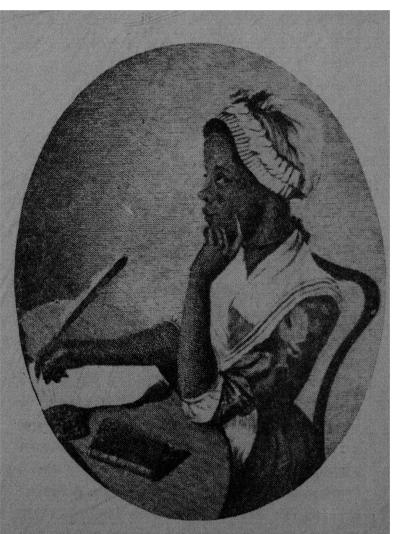
ফিলিস্ হুইট্লে

ফিলিস্ হুইট্‌লে

(জর্জ ওয়াশিংটন যাঁর কবিতার প্রশংসা করেছিলেন)

জন্ম—আনুমানিক ১৭৫৩ : মৃত্যু—১৭৮৪

ক্ষীণকায়া ছোট্ট শিশু, গায়ের রং চকোলেটের মতই কালো, লাজুক, আর বেশ চালাক চতুর, বিদেশাগত আফ্রিকানদের মতই চমৎকার দেখতে। তার সুন্দর মুখে, উজ্জ্বল চোখে, এমন একটা জিনিষ ছিল যাতে জন হুইট্‌লে মুগ্ধ হয়েছিলেন। সেনেগ্যাল থেকে যে জাহাজ তাকে বয়ে এনেছিল, সেটা কূলে ভিড়বার সঙ্গে সঙ্গেই তাকে তিনি কিনে নিয়েছিলেন স্ত্রী এবং যমজ ছেলেমেয়ের পরিচারিকা হিসাবে। ডক থেকে তাকে সঙ্গে নিয়ে মিঃ হুইট্‌লের বষ্টন সহরের রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় এক অপরিচিত নতুন জগতের আশ্চর্যময় কর্মচাঞ্চল্য দেখে বিস্ফারিত হ'য়ে উঠেছিল ছোট্ট মেয়ের চোখ দু'টি। শুধু পায়ের তলার পাথরগুলো বড় ঠাণ্ডা মনে হচ্ছিল। কোথায় যেতে হবে সে জানত না—জানত না তাকে হাসতে হবে না কাঁদতে হবে।

জন হুইট্‌লে একজন সম্পন্ন দরজি ছিলেন এবং তাঁর স্বাচ্ছন্দ্যময় গৃহে সবাই ঐ ছোট্ট মেয়েটিকে বেশ সহৃদয়তার সঙ্গেই গ্রহণ করেছিল। মেয়েটির বয়স কেউই জানত না—কিন্তু ঐ সময় তার মুখে দাঁতের শেষটি পড়ে যাওয়ায় তার কর্ত্রী তার বয়স ছয় কি সাত বৎসর ব'লে ধরে নিয়েছিলেন। মেয়েটি একটাও ইংরাজি কথা জানত না,

আর সেই সময় অর্থাৎ ১৭৬১ সালে বষ্টনে সেনেগ্যালের ভাষাও কারুর জানা ছিল না। তাই মেয়েটির নাম পর্যন্ত সকলের অজানাই রয়ে গেল, পরিচয় তো বটেই। হুইট্‌লেরা তার নাম দিলেন ফিলিস্ আর দিলেন তাঁদের নিজেদের পদবী হুইট্‌লে। একুশ বছর বয়স হবার আগেই ফিলিস্ হুইট্‌লে সমগ্র উপনিবেশে এমন কি ইংল্যাণ্ডে পর্যন্ত বিখ্যাত হ'য়ে উঠলেন। এই ছোট্ট কাফ্রী দাসীই বড় হ'য়ে তৎকালীন পরিচিত শ্রেষ্ঠ কবিদের একজন হ'য়ে উঠেছিলেন।

ফিলিসের সহৃদয়া কর্ত্রী তাঁর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পেয়ে তাঁকে লিখতে পড়তে শিখিয়েছিলেন। তখন ঔপনিবেশিক আমেরিকার বহুস্থানে ক্রীতদাসদের লিখতে পড়তে শেখানো আইনবিরুদ্ধ ছিল—রীতিবিরুদ্ধ ত' বটেই। অবশ্য ভাগ্যবলে কয়েকজন ক্রীতদাস লেখা-পড়া শিখেছিলেন, এবং তাঁদের কয়েকজন ফিলিসের কবিতা প্রকাশিত হওয়ার আগেই কবি ব'লে পরিচিত হয়েছিলেন। ১৭৪৬ সালে মাসাচুসেট্‌সের অন্তর্গত ডিয়ারফিল্ডের এক কৃষ্ণকায়া মহিলা লুসী টেরী আরও কতকগুলো কবিতার সঙ্গে 'বারস্ ফাইট' নামে একটি কবিতা লিখেছিলেন—সেটি তাঁরই সহরের ওপর রেড ইণ্ডিয়ানদের হামলার এক জলন্ত, ছন্দোময় আলেখ্য। ১৭৬০ সালে লঙ্ আইল্যাণ্ডের কুইন্‌স্ ভিলেজে আর একজন নিগ্রো, জুপিটার হ্যামণ্ড তাঁর নিজস্ব পরাধীনতার মাঝেও পর পর কবিতা প্রকাশ করলেন এবং আঠার বছর পরে ইনি "ফিলিস্ হুইট্‌লের প্রতি কবির অভিনন্দন" এই নাম দিয়ে একটি কবিতায় অর্ঘ পাঠালেন সেই ক্রীতদাস। বালিকার উদ্দেশ্যে যাঁর সাথে তাঁর কোনদিনই দেখা হয়নি।

যে সময় বষ্টনের বন্দরে সেই ছোট্ট কচি মেয়েটিকে নিয়ে, তবিক্রতের

সেই ফিলিসকে নিয়ে, ক্রীতদাসবাহী জাহাজটি এসে পৌঁছেছিল, সেই সময় ওখানকার তেরটি উপনিবেশই বৃটিশ শাসনের ওপর হ'য়ে উঠেছিল বিরূপ। রাজা তৃতীয় জর্জের সেনাবাহিনী তখন বষ্টন সহরে রাস্তায় রাস্তায় টহল দিয়ে বেড়াত। ফিলিসের যখন তের চোদ্দ বছর বয়স, সেই সময় তাদের বাড়ী যে রাস্তায় সেই রাস্তার ওপরই একদল বিদ্রোহী নাগরিকদের সঙ্গে বৃটিশ সৈন্যদের সংঘর্ষ বাধে। এই ক্রুদ্ধ বষ্টনবাসীদের সঙ্গে সেই রাত্রে ক্রীসপাস আত্তুক্‌স্‌ নামেএক দীর্ঘকায় নিগ্রো ছিলেন। লাল কোর্তাধারী ইংরাজ সৈন্যেরা যখন গুলি চালালো, তখন প্রথম প্রাণ দিলেন ক্রীসপাস আত্তুক্‌স্‌। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে প্রথম রক্ত দিলেন তিনি। ফেন্থুয়িল হলে তাঁর দেহ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সমাহিত রয়েছে, এবং আজও বষ্টন কমনে রয়েছে তাঁর স্মৃতিস্তম্ভ।

পাঁচ বছর পরে সত্যিকারের বৈপ্লবিক যুদ্ধ আরম্ভ হ'লো জেনারেল জর্জ ওয়াশিংটনের নেতৃত্বে। বষ্টন অবরোধের সময় ফিলিস্‌ জর্জ ওয়াশিংটন সম্বন্ধে একটি কবিতা লিখেছিলেন—সেখানে তাঁকে উল্লেখ করেছিলেন 'শান্তির অগ্রদূত' বলে। কবিতাটির শেষ ক'টি পংক্তি—

"চলো হে প্রধানতম, ধর্ম তব সাথে নিয়ে,
প্রতিটি কাজ চলুক তোমার দেবীর আশিস নিয়ে।
মুকুট আর সৌধ আর সিংহাসনের স্বর্ণদ্যুতি,
ওয়াশিংটন। তোমারি হোক, অমর হোক তোমার গীতি।"

আর কিছুদিন পরেই জাতির জনক হিসাবে যিনি হ'লেন পরিচিত,

সেদিন তিনিই তাঁর শিবির থেকে এই তরুণী নিগ্রো কবিকে তার কবিতার জন্যে জানিয়েছিলেন ধন্যবাদ, অতি আন্তরিকতাপূর্ণ একখানি চিঠিতে লিখেছিলেন—"এতখানি উচ্চ প্রশংসার যতই না অযোগ্য আমি হই।" তিনি তাঁর অসামান্য কাব্য প্রতিভাকে অভিনন্দিত ক'রে তাঁর চিঠির শেষে লিখেছিলেন—

"যদি কখনও আপনি কেম্ব্রিজে অথবা নিকটবর্তী আমার কোন কর্মকেন্দ্রে আসেন, তাহ'লে আমি ছন্দকলার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর আশীর্বাদপুষ্ট ও প্রকৃতিদেবীর উদার দানে ঐশ্বর্যময়ী আপনার সাক্ষাৎ লাভে প্রীত হব।

শ্রদ্ধাবনত,
আপনার বিশ্বস্ত বিনীত সেবক
জর্জ ওয়াশিংটন"

যখন বৈপ্লবিক যুদ্ধ শেষ হ'য়ে গেল এবং স্বাধীনতা পেল আমেরিকা সেই সময় ফিলিস্ হুইট্‌লে লিখলেন তাঁর আর একটি শ্রেষ্ঠ কবিতা—"স্বাধীনতা ও শান্তি।"

"হের আগত স্বাধীনতা!
যদিও মোদের ধ্যানের মাঝারে পূর্বের সব কথা,
বলে দেওয়া আছে সব চোখে চোখে ভবিষ্য বারতা:
তাঁর আলেখ্য তাও আছে বলা—স্বর্গের রূপ নিয়ে তাঁর চলা,
সোনালি চিকুরে জড়ানো তাঁহার অলিভ লরেল পাতা।"

এর শেষ কটি পংক্তি :—

"শুভ সে আকাশ ভ'রে দেবে শুধু অনুকূল বহা ঝড়ে,
সেথা যেথা যাবে কলাম্বিয়া তার গর্বিত পাল ভরে,
প্রতিটি রাজ্যে শান্তি আনিবে মোহময়ী রূপায়িতা
স্বর্ণচ্ছটায় ছড়াবে তাহার স্বর্গীয় স্বাধীনতা।"

নিউ ইংল্যাণ্ডবাসীরা আমেরিকার বিপ্লবের পরেও ক্রীতদাস রাখতেন। কিন্তু হুইট্‌লে পরিবার ১৭৭২ সালে হয়ত' এই তরুণী কবির গুণাবলীতে মুগ্ধ হয়েই তাঁর ব্যক্তিগত স্বাধীনতা প্রদান করেছিলেন। ফিলিসের দাসত্ব কষ্টকর ছিল না। একজন ক্রীতদাসীর পক্ষে একা একখানা ঘর পাওয়া তখন খুবই অস্বাভাবিক ছিল। কিন্তু ফিলিস্ এমনই এক কৃষ্টিসম্পন্ন গৃহে পালিত হয়েছিলেন যেখানে তাঁর কাজের শেষে লেখাপড়া করার মত আলো-তাপযুক্ত একটি নিজস্ব ঘর তিনি পেয়েছিলেন। সত্যাই এই সমস্ত সুবিধা পেয়ে তিনি লাভবতী হয়েছিলেন, এবং তাঁর সময়ের তথ্য থেকে জানা যায়, তিনি বষ্টনের মধ্যে সবচেয়ে উন্নত তরুণীদের একজন হ'তে পেরে-ছিলেন এবং সেটি এমনই এক সময়ে যখন যে কোন জাতের মেয়েদের পক্ষেই শিক্ষিত হওয়া, কবিতা লিখতে পারা, অথবা ল্যাটিন শিক্ষা করা অস্বাভাবিক ছিল। ফিলিস্ শুধু বাইবেলই পড়েন নি; তিনি মিল্টন, ড্রাইডেন ও অন্যান্য জনপ্রিয় লেখকদের লেখাও ভালভাবে পড়েছিলেন। তাঁর প্রিয় বই ছিল আলেকজাণ্ডার পোপের হোমারের অনুবাদ। পোপের নিয়মমাফিক ছন্দগুলির, তাঁর সযত্নে রচিত পংক্তিগুলির প্রভাবই এঁর লেখায় সবচেয়ে বেশী ছিল। সেই সময়ে কবিতা লেখার পদ্ধতিতে কারুর ব্যক্তিগত কিছু বলার রীতি ছিল না;

সে কবিতা ছিল আড়ম্বরপূর্ণ, এবং শোকব্যঞ্জকও—প্রচুর প্রাচীন দেব-দেবীর কথায় পূর্ণ।

এই বিস্ময়কর তরুণী আফ্রিকান কবি হুইট্‌লে পরিবারের অনেক বন্ধুবান্ধবের গৃহেই নিমন্ত্রিত হ'তেন। তিনি ওল্ড সাউথ চার্চের সভ্যাও হয়েছিলেন। বষ্টন সহরের কয়েকজন বিশিষ্ট নাগরিক ছিলেন তাঁর পৃষ্ঠপোষক এবং বহু স্থানেই তাঁর কবিতার বিস্তারিত আলোচনা চলত'। কিছু লোকের ধারণা ছিল—সম্ভবত কোন ক্রীতদাসীর দ্বারা এই কবিতাগুলি লিখিত নয়; কিন্তু অপর ব্যক্তিরা আবার খবরের কাগজে এই ব'লে লিখতেন যে, তাঁরা নিশ্চিতভাবেই জানেন কবিতাগুলি তাঁর দ্বারাই রচিত। ক্রীতদাসীর ব্যবহার তিনি নিজে কখনো পাননি ব'লে, তাঁর কবিতাতেও তিনি কুচিৎ এই পরাধীনতার কথার উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তিনি বষ্টন সহরেই তাঁর চেয়ে কম সৌভাগ্যবতী ক্রীতদাসদের কথা জানতেন। আর্ল অফ্‌ ডার্টমাউথের উদ্দেশ্যে লিখিত তাঁর কবিতার এক অংশ থেকে পরিষ্কার-ভাবে জানা যায় যে, তিনি দাসপ্রথার নিন্দা করেছেন:—

"নিষ্ঠুর ভাগ্য বুঝি বা আমার জীবনের অঙ্কুরে
সুখ-সুন্দর আফ্রিকা হ'তে ছিঁড়ে নিয়ে এলো দূরে।
কত যাতনার দুঃসহ ব্যথা, কত বেদনা সে আনে,
কত শোক তাপে মা-বাপের বুকে কঠিন আঘাত হানে।
ইস্পাত দিয়ে গড়া সে হৃদয়, কৃপণতা নেই তাতে
পিতার দুলালী শিশুরে যাহারা ছিনায় কঠিন হাতে।
এইত' আমার জীবন কাহিনী। তাই আমি শুধু প্রার্থনারতা,
আর কেহ যেন নাহি পায় কভু শাসন-পীড়ন-ব্যথা।

তের বছর বয়সে ফিলিস্ প্রথম পদ্য লেখেন। যখন তাঁর বয়স ষোল, সেই সময় তাঁর "রেভারেণ্ড জর্জ হুইট্‌ফিল্ডের মৃত্যুতে" এই কবিতাটি প্রকাশিত হয়। তিনি যখন মাত্র কুড়ি বছর বয়সে পদার্পণ করলেন দুর্বল স্বাস্থ্যের জন্য তাঁর কর্ত্রী তাঁকে সমুদ্রপথে ইংল্যাণ্ড যেতে দিয়েছিলেন। লণ্ডনেই প্রকাশ করার ব্যবস্থা হ'য়েছিল তাঁর বইএর প্রথম খণ্ড—"বিভিন্ন বিষয়, ধর্ম ও নীতি সম্পর্কিত কবিতা।" ইংল্যাণ্ডে ফিলিস্ কাউণ্টেস্ হান্টিংডনের অতিথি হয়েছিলেন। তিনি যাতে 'ওখানকার অনেক মনীষীর সঙ্গে মিশতে পারেন সে বিষয়ে কাউণ্টেস্ নজর রেখেছিলেন। কাউণ্টেস্ রাজার সঙ্গেও ওঁর সাক্ষাৎ করবার ব্যবস্থা প্রায় করেছিলেন, কিন্তু ঐ সময়ে বষ্টনে শ্রীমতী হুইট্‌লে বিশেষভাবে অসুস্থ হ'য়ে পড়ায় ফিলিস্‌কে জাহাজে ক'রে গৃহে ফিরে আসতে হয়েছিল। তাঁর ফিরে আসবার আগে লণ্ডনের মহামান্য মেয়র তাঁকে ১৭৭০ সালের গ্লাসগোর সুন্দর বাঁধাই করা সংস্করণ মিল্টনের "প্যারাডাইস লষ্ট" উপহার দিয়েছিলেন।

ফিলিসের বষ্টন প্রত্যাগমনের পর আর শ্রীমতী হুইট্‌লে বেশী দিন বেঁচে থাকেন নি, এবং এর কয়েক বছর পরেই জন হুইট্‌লে মারা যান। ওঁদের যমজ সন্তান মেরী এবং ন্যাথানিয়েলও আর ওঁদের ঐ পারিবারিক গৃহে বাস করলেন না, কারণ মেরীর বিয়ে হয়ে গিয়েছিল এবং তাঁর ভাই ইউরোপে থাকতেন। হয়ত তাই নিজের ঘর বাঁধবার উদ্দেশ্যে ও নিজের নিরাপত্তার জন্য ফিলিস্ একজনকে বিয়ে ক'রলেন। ঐ লোকটি দেখা গেলো সব কাজই কিছু কিছু জানে, কিন্তু কোন কাজই ভালভাবে জানে না। এই স্বামীটি—জন পিটারস্ কখনো রুটিওয়ালা হিসাবে কাজ ক'রতো, কখনো ক'রতো ক্ষৌরকার্য, কখনো মুদীর দোকানের কেরাণী, আবার কখনো বা

সোনার মুণ্ডিওয়ালা বেত হাতে পাউডার মাখা পরচুলা প'রে নিজেকে উকিল বা ডাক্তার ব'লে জাহির করতো। জন পিটারস্ হয়ত ফিলিসের খ্যাতির জন্য এবং নিজে কোন চেষ্টা না করেই একটা 'কেউ কেটা' হবার উদ্দেশ্যে তাঁকে বিয়ে করেছিলো। তাঁদের তিনটি সন্তান হয়েছিল, কিন্তু জন তাদের ভালভাবে যত্ন নিত না। ওদের দুটি শিশু অবস্থাতেই মারা যায়। তৃতীয় সন্তানটি হবার পর জন পিটারস্ ফিলিস্‌কে পরিত্যাগ ক'রে চলে গেলো এবং ফিলিস এক বোর্ডিং গৃহের বিরক্তিকর কঠোর পরিশ্রমের মধ্যে নিজেকে ব্যাপৃত রাখতে বাধ্য হলেন। শিশুটি এবং ফিলিস্ দু'জনেই কিছুদিনের মধ্যে অসুস্থ হ'য়ে পড়লেন এবং বড়দিনের কিছু আগে শীতের ঠাণ্ডার মধ্যে দু'জনেরই প্রায় একই সময়ে মৃত্যু ঘটল। একই সঙ্গে সমাহিত হলেন মা ও সন্তান। সেটি ১৭৮৭ সাল। ঠিক সেই সময় বষ্টনে ফিলিস্ হুইট্‌লের কবিতাবলীর প্রথম আমেরিকা সংস্করণ প্রকাশিত হ'ল।

আজকের মত সেকালেও কবিতায় বিশেষ পয়সা আসত না। ফিলিসের মৃত্যু হ'লো দারিদ্র্যের মধ্যেই। তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর স্বামীর কৃত ঋণ পরিশোধের জন্যে তাঁর সেই দুষ্প্রাপ্য ও সুদর্শন 'প্যারাডাইস লষ্টে'র সংস্করণটি বিক্রয় ক'রতে হ'য়েছিল। বর্তমানে বইটি হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির পাঠাগারে সংরক্ষিত আছে। ফিলিস্ হুইট্‌লের মৃত্যুর পর থেকে আজ পর্যন্ত তাঁর কবিতাবলীর অন্ততঃ আটটি সংস্করণ প্রকাশিত হ'য়েছে। যে কবির স্বল্পস্থায়ী জীবন আফ্রিকা, বষ্টন ও লণ্ডনকে কেন্দ্র ক'রে গড়ে উঠেছিল, যিনি ভোগ করেছিলেন দাসত্বের বাধানিষেধ আর রাজার আতিথ্য; যশ আর দারিদ্র্য; হোমার, মিল্টন ও পোপের ছন্দের ঐশ্বর্য, আর আবাসগৃহের একঘেয়ে কাজের লাঞ্ছনা—সেই কবির নামে নামকরণ হচ্ছে আজ

আমেরিকার বহু বিদ্যালয়ের, মহিলা সমিতির, আর ওয়াই, ডব্লিউ, সি, এ-র বহু শাখার। জীবনের শেষদিকে ফিলিস্ হুইট্‌লে হয়ত' লজ্জায় বা দারিদ্র্যের জন্যই তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখতেন না। খবরের কাগজে তাই তাঁর মৃত্যু সংবাদটি পাঠ ক'রে তাঁরা আঘাত পেয়েছিলেন, আশ্চর্যও হয়েছিলেন।

যে সৌভাগ্যের ফলে তাঁর প্রথম জীবনে তিনি সুসানা হুইট্‌লের সদয় অভিভাবকত্ব লাভ করেছিলেন, ফিলিস বরাবরই তার জন্যে ছিলেন কৃতজ্ঞ। শ্রীমতী হুইট্‌লের মৃত্যুতে ফিলিস্ তাঁর এক বন্ধুকে লিখেছিলেন,—

"আমার কর্ত্রীর মৃত্যুতে সম্প্রতি আমি এক বিরাট মনোবেদনার সম্মুখীন হ'য়েছি, কল্পনায় এ যেন আমার পিতৃমাতৃ-বিয়োগ, ভ্রাতা বা ভগ্নীর বিচ্ছেদ। একাধারে সকলকার স্নেহই যে পেয়েছি আমি তাঁর মধ্যে। তিনি যখন আমাকে গ্রহণ করেছিলেন তখন আমি ছিলাম অসহায়, অচ্ছুৎ এবং অপরিচিত এক হতভাগ্য। তাঁর গৃহেই যে আমি শুধু স্থান পেয়েছিলাম তা নয়, পরিচারিকার বদলে তাঁর কাছ থেকে সন্তানের মতই ব্যবহার পেয়েছিলাম। আমাকে ভাল ভাল উপদেশ দিয়ে উন্নত করবার কোন সুযোগই তিনি বাদ দেন নি—কিন্তু কত স্নেহের সঙ্গে, কত বুঝিয়ে তিনি এসব আমায় বলতেন তা আমার চিরদিন মনে থাকবে। তাঁর উপদেশ বা তাঁর শিক্ষার চেয়েও অনেক বেশী উপদেশাত্মক ছিল তাঁর নিজস্ব আদর্শময় জীবন। উপদেশের চেয়ে উদাহরণ যে অনেক বেশী ফলপ্রসূ সে জ্ঞান আমরা এখান থেকে পাই

আবেগময়ী এক ক্ষুদ্র আফ্রিকান বালিকার পক্ষে দাসপ্রথার আবর্তের মাঝে সৌভাগ্য এর চেয়ে বেশী দাক্ষিণ্য আর কি দেখাতে পারত'?

হুইট্‌লে পরিবারের লোকেরা ভালই ছিলেন। তবু তাঁদের সদয় ব্যবহার সত্ত্বেও রাত্রের কোন সময়ে বালিকা ফিলিসের নিশ্চয় অশ্রু ঝরে পড়ত তাঁর নিজের মায়ের জন্য। নিউ ইংল্যাণ্ডের শীতের ঠাণ্ডা দিনে কখনো কখনো তাঁর নিশ্চয় মনে প'ড়ত সুদূর সেনেগ্যালের রোদের উজ্জ্বলতার কথা, তাল বনানীর কথা। তাঁর তের চোদ্দ বছর বয়সে যখন তিনি প্রদীপের মৃদু আলোয় পোপের ছন্দোবদ্ধ কবিতা পড়তেন, হয়'ত তখন তাঁর আধোস্মৃতির মধ্য দিয়ে মনের মাঝে বাজত' আফ্রিকার দুন্দুভির শব্দ। তিনি কি সেই সব আর কখনো শুনতে পাবেন না ব'লে—স্মরণ করবার কোন চেষ্টাই করতেন না? কাঁদতেন কি তিনি? তাঁর কি কখনো নিজেকে মাতৃহীন সন্তানের মত একা ব'লে, বিচ্ছিন্ন ব'লে মনে হ'তো? যদিও তা হ'তো—তবু সেদিনের রীতিতে কবিতায় ব্যক্তিগত অভিব্যক্তি কিছু করার রীতি ছিল না ব'লে তিনি এ সম্বন্ধে কিছুই লেখেন নি কখনও।
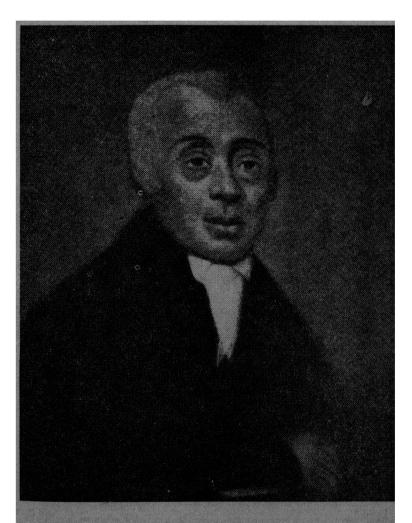
রিচার্ড অ্যালেন

রিচার্ড অ্যালেন

(আফ্রিকান মেথডিস্ট এপিস্কোপাল চার্চের প্রতিষ্ঠাতা)

জন্ম—আনুমানিক ১৭৬০ : মৃত্যু—১৮৩১

ধর্মের মধ্য দিয়ে মনে যে শান্তি পাওয়া যায় তা সার্বজনীন, এমন কি ক্রীতদাসকেও তা থেকে বঞ্চিত করা যায় না। কার্যক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে ক্রীতদাসদের কোন কোন প্রভু কাফ্রী 'অবিশ্বাসী'কে খৃষ্টধর্মের দোহাই দিয়ে ক্রীতদাস ক'রতেন, বলতেন, এতে তারই আত্মার কল্যাণ হবে। ক্রীতদাসকে এইভাবে নিজের কবলিত করবার পর প্রভুরা এমন অবস্থার সৃষ্টি করতেন যাতে তার পক্ষে ভগবানের উপাসনা করা কঠিন হ'য়ে উঠত'। আনুমানিক ১৭৬০ সালে ফিলা-ডেলফিয়ায় ক্রীতদাস অবস্থাতেই জন্মেছিলেন রিচার্ড অ্যালেন—আমেরিকার নিগ্রোদের মধ্যে প্রথম যাঁরা যাজক হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য তিনি। শৈশবেই ওঁকে ডেলাওয়ারের এক বাগিচা-মালিকের কাছে বিক্রয় করা হয়। তরুণ বয়সে উনি খৃষ্টধর্মের মেথডিস্ট সম্প্রদায়ের একজন ধর্মপ্রচারক হ'য়ে ওঠেন এবং মালিকের অনুমতি নিয়ে বাগিচার মধ্যেই ধর্মীয় অনুষ্ঠান আরম্ভ করেন। বাকপটুতা এবং আন্তরিকতার জোরে উনি ওঁর প্রভুকে পর্যন্ত দীক্ষিত করেছিলেন। বৈপ্লবিক যুদ্ধের সময় রিচার্ড অ্যালেন শকটচালক হিসাবে কিছু অর্থ উপার্জন করেন এবং ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই সঞ্চিত অর্থে তিনি তাঁর

মুক্তি ক্রয় করেন। মুক্ত জীবন যাপন ক'রতে তিনি যখন ফিলাডেলফিয়ায় ফিরে আসেন তখন তাঁর বয়স ছাব্বিশ বছর।

ধর্মীয় বক্তৃতায় এবং জন-নেতৃত্বে অ্যালেনের এমন এক বিশেষ ক্ষমতা ছিল, যার ফলে তাঁর প্রার্থনা সভায় যথেষ্ট জন-সমাগম হ'ত। সেই সময় ফিলাডেলফিয়ায় নিগ্রোদের জন্য কোনও মেথডিষ্ট ধর্মসভা না থাকাতে যুবক রিচার্ড সেণ্ট জর্জ গীর্জায় যোগ দেন। ওখানে স্বাধীন এবং ক্রীতদাস, উভয় পর্যায়ের কৃষ্ণকায় ব্যক্তিরাই আসতেন। সেণ্ট জর্জে তিনি মাঝে মাঝে ধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়ার অনুমতি পেতেন। সেই সমস্ত অনুষ্ঠানে গীর্জায় নিগ্রোদের সমাবেশ খুব বেশী হ'তে থাকায় কর্তৃপক্ষ কৃষ্ণকায়দের জন্য পৃথক ধর্মসমাবেশের ব্যবস্থার জন্যে প্রস্তাব এনেছিলেন। শ্বেতকায় সভ্যদের অনেকে অ্যালেনের ধর্মোপদেশে অত্যন্ত আপত্তি করতেন এবং অনেকে আবার গীর্জায় নিগ্রোদের উপস্থিতিই চাইতেন না। এক রবিবার রিচার্ড অ্যালেন এবং তাঁর দুই বন্ধু এ্যাবসোলম জোনস্ এবং উইলিয়াম হোয়াইট যখন নতজানু হ'য়ে প্রার্থনা করছেন, সেই সময় একজন প্রহরী অত্যন্ত অভদ্রভাবে ওঁদের বাধা দেয়। বলতে গেলে তাঁদের একরকম নতজানু অবস্থা থেকে টেনে তোলে এবং পরিষ্কার ভাবেই জানিয়ে দেয় যে গীর্জায় তাঁদের উপস্থিতি অবাঞ্ছনীয়। এই ঘটনার পরই অ্যালেন, জোন্সের সাহায্যে "ফ্রী আফ্রিকান সোসাইটি"র প্রতিষ্ঠা করেন। এটি একদিকে যেমন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান আবার তেমনই নাগরিক সংস্থাও বটে। এরই থেকে ১৭৯৪ সালে ফিলাডেলফিয়ায় আফ্রীদের শান্তিতে উপাসনা করবার জন্য উৎসর্গীকৃত বেথেল মেথডিষ্ট এপিস্কোপাল চার্চের সৃষ্টি।

এই গীর্জাটি প্রতিষ্ঠিত হবার ঠিক আগের বছরে ইওলো

ফিভারের (পীতজ্বর) মড়ক দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে সারা ফিলাডেলফিয়া সহরে। চিকিৎসক এবং শুশ্রূষাকারীর অভাব ঘটে, রোগীদের ঔষধপথ্য জোটে না, যত্ন-আত্তি হয় না, মৃতের দেহ সমাহিত হয় না লোকাভাবে। শ্বেতকায়রা ভাবে—কাফ্রীরা এ রোগে শ্বেতাঙ্গদের মত অত বেশী সংখ্যায় মরছে না। তা'ছাড়া শ্বেতকায়দের অনেকে সহর ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছে, আর রোগী অথবা মৃতের ধারে কাছে যেতে ভয় পায় তারা। এই অবস্থায় প'ড়ে শ্বেতাঙ্গরা রোগীর শুশ্রূষা এবং মৃতদেহ সমাহিত করার জন্যে কাফ্রী নাগরিকদের উদ্দেশে ছাপানো এক আবেদন প্রচার করে। যারা ক্রীতদাস তাদের দিয়ে অবশ্য জোর করেই এ কাজ করানো হচ্ছিল। কিন্তু বিশেষ ক'রে তাদের জাতকেই এই ধরণের অস্বাভাবিক এবং বিপজ্জনক অনুরোধ করাতে, স্বাধীন নিগ্রোরা খুব চটে গেল। নিগ্রোদের একটি জনসভা আহূত হয় এবং এবিষয়ে শ্রদ্ধেয় ধর্মযাজকদ্বয় রিচার্ড অ্যালেন ও এ্যাবসোলম জোন্সের পরামর্শ চাওয়া হয়। প্রার্থনাসভা এবং গভীর আলোচনার পর সবাই এ বিষয়ে একমত হলেন যে আপৎকালে প্রত্যেক খৃষ্টানের কর্তব্য হ'ল সামর্থ্য অনুযায়ী সাহায্য করা। সুতরাং কৃষ্ণকায়দের একটি কমিটি গঠিত হ'ল এবং কমিটি মেয়রের কাছে গিয়ে নাগরিকদের প্রয়োজনে নির্বিচারে তাঁদের সেবা ক'রবেন বলে জানিয়ে দিলে।

ফিলাডেলফিয়ার নিগ্রোরা দলে দলে শুশ্রূষাকারী ও সেবাব্রতী হিসাবে শ্বেতকায়দের বাড়ী বাড়ী যেতে লাগলেন। মুমূর্ষুর ভার নেন তাঁরা, অবহেলিত মৃতদেহের দেন কবর। তখনকার দিনের বিখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ বেঞ্জামিন রাশ অ্যালেন এবং জোন্সকে নিজের বিশেষ সহকারী ক'রে নেন। অনেক শ্বেতকায় চিকিৎসকের মৃত্যু

হয়েছে, অনেকে শ্রান্ত হ'য়ে পড়েছেন, এবং কেউ কেউ তাঁদের পরিবারবর্গ সমেত নিজেরা পালিয়ে গিয়েছেন। এই অবস্থায় ডাঃ রাশ ওঁদের দু'জনকে স্বল্পকালের মধ্যে শিখিয়ে দেন কেমন করে রোগীর যত্ন নিতে হয়, কেমন ক'রে ঔষধ প্রয়োগ করতে হয়। এদিকে সমস্ত সহর ত্রস্ত হ'য়ে উঠেছে। ছোঁয়াচ লাগার ভয়ে কোনও সুস্থ লোক রোগীর কাছে যেতে চায় না। কৃষ্ণকায়রা সেবাব্রত নিয়ে এগিয়ে না এলে এই ভীষণ মড়কে হয়ত' সহরের সমগ্র জনসংখ্যাই নিঃশেষ হয়ে যেত'।

যাই হোক, যখন মহামারী শেষ হয়ে গেল, ঐ সহরেরই জনৈক শ্বেতাঙ্গ অধিবাসী ম্যাথু কেরী লিখলেন, "ফিলাডেলফিয়ার সাম্প্রতিক ম্যালিগন্যাণ্ট জ্বরের প্রকোপের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস" (A Short Account of the Malignant Fever Lately Prevalent in Philadelphia)। তাতে তিনি অ্যালেন এবং জোন্সের প্রশংসা করেছিলেন। তবে তিনি বইখানায় লিখেছিলেন যে কাফ্রীদের আরও বেশী করা উচিত ছিল। তিনি আরও বলেছিলেন যে, এদের কিছু লোক তাদের কাজের দরুণ অর্থও উপার্জন করেছে। শুধু কাফ্রী সহরবাসীদের লক্ষ্য করেই তিনি এই ধরণের নিন্দা করেছিলেন। পরে প্রকাশ পায় যে, মহামারীর চরম অবস্থায় কেরী নিজেই সহর ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু অ্যালেন, জোন্স এবং তাঁদের ধর্মসভার অধিকাংশ নিগ্রো সদস্যই সেই সময় সহরে হাজির ছিলেন। কেরীর অভিযোগের জবাবে অ্যালেন এবং জোন্স 'ফিলাডেলফিয়ায় সাম্প্রতিক ভীষণ দুর্গতির সময়ে কৃষ্ণকায়দের কার্যপদ্ধতির বিবরণী," (A Narrative of the Proceeding of the Black People during the late Awful Calamity in Philadelphia) এই নামের একখানা

বইয়ে সমস্ত তথ্য উদ্‌ঘাটিত করেন। এতে সংগৃহীত সমগ্র অর্থের হিসাব দিয়ে তাঁরা দেখান যে ঐ অর্থ দিয়ে মৃতের সৎকারের জন্য কফিন কেনা এবং মজুরদের মজুরীও পুরাপুরি মিটিয়ে দেওয়া সম্ভব হয় নি। ওঁদের কাজের সম্বন্ধে ওঁরা বিশদ বর্ণনা দিয়ে বলেন—কেমন ক'রে ধর্মের মধ্যে দিয়ে "সেই জ্বলন্ত চুল্লীর মাঝেও যিনি রক্ষা ক'রতে পারেন, তাঁর প্রতি বিশ্বাস রেখে, তাঁরা স্বাধীনভাবে এগিয়ে গেছেন।" তাঁরা লিখেছিলেন, "ঈশ্বর আমাদের শক্তি দিয়েছিলেন, ভয়কে আমাদের কাছ থেকে দূর ক'রে দিয়েছিলেন, এবং যতদূর সম্ভব আমাদের হৃদয়কে সেবাকার্যে উদ্বুদ্ধ ক'রে তুলেছিলেন।" অবশ্য মেয়র এবং নগর পরিষদ (পৌরসভা) ফিলাডেলফিয়ায় ভীষণতম মড়কের সময়ে জনসাধারণের দুর্গতি অপনোদনে কাফ্রী নগরবাসীর দান স্বীকার করেছিলেন, এবং তাঁদের ধন্যবাদ দিয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলেন।

ধর্মযাজক হিসাবে এবং জননেতা হিসাবে রিচার্ড অ্যালেনের খ্যাতি বিস্তৃতি লাভ করে। কাফ্রী মেথডিষ্টদের সংখ্যা তাঁর নেতৃত্বে অনেক বেড়ে যায়। মাদার বেথেল নামে পরিচিত ওঁর গীর্জারও উন্নতি হয়। ১৮২০ সালের মধ্যে ফিলাডেলফিয়াতে কৃষ্ণকায় মেথডিষ্টদের সংখ্যা হয় চার হাজারেরও অধিক। আফ্রিকান মেথডিষ্ট এপিস্কোপালের উদ্যোগে সুদূর পশ্চিমের পিট্‌সবার্গ এবং সুদূর দক্ষিণাঞ্চলের দক্ষিণ ক্যারোলাইনার চার্লস্‌টোন পর্যন্ত অনেক মেথডিষ্ট গীর্জা স্থাপিত হয়েছিল। ১৮২২ খৃষ্টাব্দে চার্লস্‌টনে ডেনমার্ক ভেসির ক্রীতদাস বিদ্রোহের ফলে দক্ষিণাঞ্চলে কাফ্রীদের পৃথক গীর্জার প্রতিষ্ঠা বন্ধ হ'য়ে যায়। ক্রীতদাসদের মধ্যে এই রকমের ধর্মসভার মাধ্যমে ঐক্য গড়ে উঠতে দেখে তাদের মালিকেরা ভয় পেয়ে গেলেন। কৃষ্ণকায় যাজকদের কারারুদ্ধ করা হ'লো এবং ক্রীতদাসদের গীর্জায় যাওয়ার

অঙ্গে কশাঘাত করা হ'তে লাগল। অপর দিকে ১৮৩০ সালে ভার্জিনিয়াতে ন্যাট টার্নারের নেতৃত্বে আর একবার ক্রীতদাস বিদ্রোহ হবার পর আইন ক'রে কাফ্রী ধর্মযাজকদের প্রচারকার্য বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়েছিল। তবুও খৃষ্টানেরা বনের মধ্যে বা কুঁড়ে ঘরের মাঝে বসে ধর্মসভা ক'রতে আরম্ভ করলো এবং সময় সময় যখন যে কোনও রকম জনসমাবেশ কঠোর ভাবেই নিষিদ্ধ হ'তো, ওঁরা একজন পুরুষ বা একজন নারী একাকীই ভগবানের উপাসনা ক'রতেন—সেই আধ্যাত্মিক স্তোত্রের মত :—

"আমার সামনে কোন যায়গাতেই
কাহারও প্রার্থনা শুনিতে না পাই।"

ক্রীতদাসদের মালিকদের গীর্জার মাধ্যমে নিগ্রোদের অভ্যুত্থানে ভীত হবার যথেষ্ট কারণ ছিল। মাঠে মাঠে ক্রীতদাসরা যে সব গান গেয়েছে এতদিনে তারা তার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে শুরু করেছে :

"যাও মোজেস্
চলে যাও মিশর ভূমে
সেথা বলে দিও প্রাচীন ফ্যারাওকে
যেন তিনি মুক্তি দেন মম সম্প্রদায়ে……"

এ গান প্রাচীন ইসরায়েলীদের সম্বন্ধেই শুধু নয়, এযে তাদেরই মাঝে কর্মক্লান্ত ক্রীতদাস নরনারীর শ্রান্ত ওষ্ঠাধরনিঃসৃত অন্তরের স্বাধীনতার ধ্বনি। কাফ্রী গীর্জা থেকে সেই সময় হ'তে আজ পর্যন্ত অনেক বিশিষ্ট নেতা বার হ'য়ে এসেছেন। এ'দের মধ্যে আছেন বষ্টন টি পার্টির সমকালীন কেম্ব্রিজে একটি গীর্জার স্থাপয়িতা এবং কাফ্রীদের মাঝে বিশ্বভ্রাতৃত্বের আদর্শে তৈরী গুপ্ত সমিতির (Freemasonry)

প্রতিষ্ঠাতা—প্রিন্স হল থেকে সুরু ক'রে আবিসিনিয়ার ব্যাপ্টিষ্ট গীর্জার (যা পৃথিবীর মধ্যে এই ধর্মের সবচেয়ে বড় ধর্মসভা) ধর্মযাজক, এবং নিউইয়র্ক কেন্দ্র থেকে কংগ্রেসের সভ্য—এ্যাডাম পাওয়েল পর্যন্ত বিভিন্ন খ্যাতনামা পুরুষ।

রিচার্ড অ্যালেন স্বীয় প্রতিষ্ঠিত গীর্জার বিশপ হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর কর্মতৎপরতা তাঁর ধর্মের বাইরেও বহুদূর বিস্তৃত ছিল। ফ্রী আফ্রিকান সোসাইটির নায়ক হিসাবে তিনি দাসপ্রথার উচ্ছেদের জন্য বহু আবেদন প্রচার করেছিলেন। আমেরিকায় কাফ্রীদের প্রথম পত্রিকা "ফ্রীডম্স্ জার্ণালেও" তিনি লিখতেন। ১৮১৭ সালে ফিলাডেলফিয়ায় অ্যালেনের নেতৃত্বে তিন হাজার কাফ্রী জমায়েৎ হন। আমেরিকার বর্ণ-সমস্যার সমাধানকল্পে, আফ্রিকার জন্মভূমিতে স্বাধীন কৃষ্ণকায় ব্যক্তিদের পাঠিয়ে দেবার জন্য আমেরিকান কলোনাইজেসন্ সোসাইটি যে পরিকল্পনা করেছিল, তারই প্রতিবাদে এঁরা উক্ত সভায় জমায়েৎ হয়েছিলেন। এই সময় পৃথকীকরণের উদ্যোক্তা কিছু শ্বেতকায়ের দল এতদূর পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিল যে তারা স্বাধীন কাফ্রীদের রাতের আঁধারের মধ্যে ধরে আনত' এবং যতক্ষণ না পর্যন্ত তাঁরা আফ্রিকা প্রত্যাগমনে স্বীকৃত হতেন, ততক্ষণ তাঁদের বেত্রাঘাত করত। এই ধরণের অসম্মান থেকে বাঁচবার জন্যে নিউইয়র্ক, পেনসিলভেনিয়া, ডেলাওয়ার এবং মেরিল্যাণ্ডের কাফ্রীরা আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান গঠনের চিন্তা আরম্ভ করেন। স্বাধীন কৃষ্ণকায় ব্যক্তিদের স্বাধীনতার সুযোগ সুবিধা সংযত করার নিমিত্ত আইনের ক্রমবর্ধমান ধারাগুলিও এঁদের ভীত করে তুলেছিল।

১৮৩০ সালে বিশপ অ্যালেনকে নিয়ে একটি কমিটি গঠিত হয়। এঁরা ফিলাডেলফিয়ায় সম্মিলিত হ'য়ে প্রথম কৃষ্ণকায় প্রতিনিধি-

সভা (Convention) গঠন করেন। অ্যালেন সভাপতি নির্বাচিত হন। সভায় স্থির করা হয় যে প্রতিনিধি সভা "আমাদের এবং ভ্রাতৃবৃন্দকে মানুষের অবস্থায় ও পর্যায়ে দ্রুত উন্নতি করবার নিমিত্ত সমস্ত রকম আইনসঙ্গত পন্থা উদ্ভাবন ক'রবেন এবং তা অনুসরণ ক'রবেন।" কাফ্রীদের কাছে তাঁদের নেতারা এই আবেদন জানান যে, তাঁরা যেন পরিশ্রমী হন, জমি খরিদ করেন, একতা লাভের চেষ্টা করেন এবং "স্বাধীন মানুষের পর্যায়ে উন্নীত হওয়ার নিমিত্ত মানবপ্রেমিক সুহৃদদের প্রতিটি সুযোগের সদ্ব্যবহার করার চেষ্টা করেন।" স্পষ্টতই বোঝা যায় কাফ্রীরা তাঁদের নিজেদের জন্য পূর্ণ নাগরিক অধিকার চান, চান তাঁদের ক্রীতদাস ভ্রাতৃবৃন্দের মুক্তি, এবং তাঁরা যেখানে জন্মেছেন, সেই আমেরিকাতেই নাগরিক হিসাবে স্থান—আফ্রিকায় নয়। কৃষ্ণকায়দের এই প্রথম প্রতিনিধিসভার গঠনতন্ত্রে বিশপ রিচার্ড অ্যালেনই স্বাক্ষর করেন। মৃত্যুর বহু পূর্বেই অ্যালেন "সিটি অব ব্রাদারলি লাভ"-এর অন্যতম বিশিষ্ট নাগরিক হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন। আজ তাঁকে আফ্রিকান মেথডিষ্ট এপিস্কোপাল গীর্জার প্রতিষ্ঠাতারূপেই প্রধানতঃ স্মরণ করা হয়। এই সম্প্রদায়ের প্রায় দশ লক্ষাধিক সভ্য। এ'দের নিজেদের কয়েক শ' সুন্দর গীর্জা আছে। অনেকগুলো অনুমোদিত কলেজ এ'রা স্থাপন করেছেন। একটি বিরাট পুস্তক প্রকাশনী ব্যবসায়েরও এ'রা মালিক। এবং সমগ্র আমেরিকায়, এমন কি সাগর পারেও, যেখানেই মিশনারীরা যাজক বা শিক্ষক হিসাবে গিয়েছেন, সেখানেই এ'রা আমেরিকার জাতীয়তা-বাদের এক চিরস্থায়ী শক্তি হিসাবে পরিগণিত হয়েছেন।
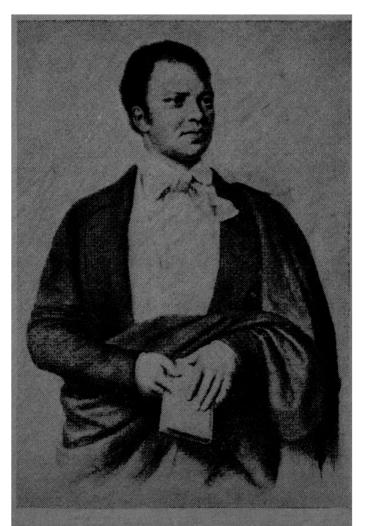
ইরা এ্যালড্রিজ

ইরা এ্যালড্রিজ

(যে তারকা কোনদিন গৃহে ফেরেনি)

জন্ম—১৮০৭ ঃ মৃত্যু—১৮৬৭

প্রথম বিখ্যাত আমেরিকাজাত কাফ্রী-অভিনেতার পিতা রেভারেণ্ড ড্যানিয়েল এ্যালড্রিজ ছিলেন একজন ধর্মযাজক। নিউইয়র্কের প্রেস-বিটেরিয়ান চ্যাপেলের তিনি ছিলেন ধর্মোপদেশক। ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে তাঁর পুত্র জন্মালে তার খৃষ্টান নাম দেওয়া হ'লো ইরা। ইরা এ্যালড্রিজ মানহাট্টানে বা মেরীল্যাণ্ডের কোন জায়গায়, কোথায় যে জন্মেছিলেন সঠিক কেউ তা লিপিবদ্ধ করে যায় নি। কিন্তু নিউইয়র্ক নগরীর আফ্রিকান ফ্রি স্কুলের তালিকায় শৈশবাবস্থাতেই তাঁর নাম দেখা গিয়েছিল। এবং প্রায় সেই সময় থেকেই ওঁর জীবনী জনসাধারণের স্মরণযোগ্য হ'য়ে ওঠে। শীঘ্রই তিনি অভিনেতা হ'য়ে ওঠেন।

স্কুলে পড়ার সময়তেই ব্লীকার ষ্ট্রীটের আফ্রিকান গ্রোভের অভিনয়-গুলোতে বর্শা নিয়ে জনতার দৃশ্যে কিংবা ভীড়ের মাঝে একজন হ'য়ে নামতো তরুণ ইরা এ্যালড্রিজ। ঐখানেই ১৮০০ দশকের গোড়ার দিকে একদল কাফ্রী অভিনেতা সেক্সপীয়ারের নাটক এবং অন্যান্য কয়েকটি নাটক অভিনয় করেন। পরিচালক জেমস্ হিউলেট নামেন 'তৃতীয় রিচার্ড' এবং 'ওথেলোর' পার্ট নিয়ে। ওঁরই লেখা একটি ব্যালেতে উনি নিজেই নৃত্যে যোগ দেন। কাফ্রী মালিকের সরাইখানা ফ্রান্সিস ট্যাভার্ণ থেকে থিয়েটারটি বেশী দূরে ছিল না। অল্প

ওয়াশিংটন প্রায়ই এই ট্যাভার্ণে খেতে আসতেন। এটি আফ্রিকান ফ্রি স্কুলেরও খুব কাছেই ছিল, যার ফলে বালক ইরার পক্ষে এখানে আসা সহজ হয়ে উঠেছিল।

শ্বেতকায় তরুণ দাঙ্গাকারীর দল যখন আফ্রিকান গ্রোভের অনুষ্ঠান-গুলোকে ভেঙে দিতে আরম্ভ করে, পুলিশ থিয়েটারটিকে জোর ক'রে বন্ধ ক'রে দেয়। বাড়ন্ত ইরা এ্যালড্রিজ তখন রাত্রে চ্যাথাম থিয়েটারের একটা চাকরী জোগাড় ক'রে নেন, যাতে অভিনেতাদের কথাবার্তা অন্ততঃ যবনিকার অন্তরাল থেকেও শুনতে পারেন। সখের দলের থিয়েটারেও পার্ট নেন উনি এবং শেরীডানের নাটক "পীজারো"তে এক বিশিষ্ট ভূমিকায় নামেন। ওঁর থিয়েটার-প্রীতি নিশ্চয়ই ওঁর ধর্মযাজক পিতাকে বিচলিত করে, কারণ সেই সময় ধর্মপ্রবণ মানুষেরা থিয়েটারের বাড়িগুলোকে অসাধুদের আড্ডাখানা হিসাবেই ধরতেন, এবং অভি-নেতার পেশাও মর্যাদা পেত না। এই কারণেই বোধহয় রেভারেণ্ড এ্যালড্রিজ তাঁর নাবালক ছেলেটিকে আরও পড়াশুনা করানোর উদ্দেশ্যে বিদেশে পাঠাতে মনস্থ করেন।

গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয় সেই সময় কাফ্রী ছাত্রদের প্রতি আগ্রহশীল ছিল বলে জানা যায়, এবং দাসপ্রথার বিরোধী অনেক নেতাই ওখান থেকে শিক্ষিত হয়েছিলেন। ইরা স্কটল্যাণ্ডে ভালভাবেই পড়াশুনা করতেন, কিন্তু স্নাতক হওয়ার মত যথেষ্ট সময় যে তিনি সেখানে ছিলেন, তার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। রঙ্গমঞ্চের প্রলোভন তিনি পুনরায় অনুভব করেন, এবং কুড়ি বছর বয়স হবার আগেই তিনি লণ্ডনের রয়্যালটি থিয়েটারে 'ওথেলোর' কঠিন ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। সঙ্গে সঙ্গেই সফলতাও লাভ করেন। তখন থেকেই তিনি নিয়মিতভাবে ইউরোপের রাজধানীগুলিতে ঘুরে আসতেন, এমন কি

যে সমস্ত দেশে তাঁর ভাষা কেউ বুঝতো না, সেখানেও ভীড় জমে যেত তাঁর অভিনীত রঙ্গমঞ্চের সামনে। কাগজে প্রচুর লেখা হ'তো ওঁর সম্বন্ধে। দু' পুরুষ ধরে চলেছিল তাঁর তারকাজীবন। কারণ চল্লিশ বছর ধ'রেই ইরা এ্যালড্রিজ ছিলেন একজন তারকা।

বিখ্যাত ইংরাজ অভিনেতা এডমণ্ড কীন, ডাবলিনের এক রঙ্গমঞ্চে এ্যালড্রিজের অভিনয় দেখেন। ওঁর অভিনয় নৈপুণ্যে তিনি এতখানি মুগ্ধ হন যে তিনি ইরার সাথে একত্রে 'ওথেলো' অভিনয় করার প্রস্তাব করেন—এবং কীন তাতে শয়তান ইয়াগোর পার্ট নিতে চান। ১৮৩৩ সালে লণ্ডনের কভেণ্ট গার্ডেনে ওঁরা সেক্সপীয়রের এই বিখ্যাত বইয়ের যে অভিনয় করেন তা চিরকালের জন্য রঙ্গজগতে সর্বোত্তম বলে পরিচিত। দুই অভিনেতা হ'য়ে পড়লেন ঘনিষ্ঠ বন্ধু, অনেকদিন ধরেই তাঁরা একত্রে ঘুরে বেড়ালেন ইংল্যাণ্ডের প্রদেশগুলোয় এবং মহাদেশাঞ্চলে। সেক্সপীয়রের জনপ্রিয় মুর অভিনয় করার সময়, পিঙ্গলবর্ণ, দীর্ঘদেহ, রাজার মত সুন্দর চেহারার এ্যালড্রিজের কোনও ছদ্মবিন্যাসের প্রয়োজন হ'তো না। তাঁর উচ্চারণভঙ্গী ছিল স্পষ্ট, তাঁর গলার স্বরও অনুনাদিত।

যদিও ওথেলোতেই এ্যালড্রিজ সবচেয়ে বেশী প্রশংসা পেয়েছিলেন, তবুও অন্যান্য উচ্চশ্রেণীর অভিনয়েও তিনি দক্ষতা লাভ করেছিলেন। "টাইটাস এণ্ড্রোনিকাসকে"ও মঞ্চস্থ করেন, যা ইংল্যাণ্ডে প্রায় গত দু শতাব্দীর মধ্যে অভিনীত হয়নি। ফরাসীদেশে 'দি কাউণ্ট অফ্ মন্টিক্রীষ্টোর' লেখক আলেকজাণ্ডার ডুমা নিজে ছিলেন কৃষ্ণকায় এবং ইরার একজন গুণগ্রাহী। সুরকার রিচার্ড ওয়াগনার ছিলেন এঁর অনুষ্ঠানের অনুগামী। সুইডেনের রাজা ব্যক্তিগতভাবে নিমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন এ্যালড্রিজকে ষ্টক্‌হোলমে উপস্থিত হওয়ার

জন্মে। প্রুশিয়ার রাজা ওঁকে দিয়েছিলেন অর্ডার অফ শেভালিয়র পদক, রাশিয়ার জার দিয়েছিলেন ক্রশ অফ্ লিওপোল্ড। ওঁর অভিনয়ের সময় মস্কো এবং সেণ্ট পিটার্সবার্গে হ'তো চাঞ্চল্যের সৃষ্টি। মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা এ্যালড্রিজকে প্রায়ই তাদের ক্ষমতা অনুযায়ী সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান জানাতো। থিয়েটার থেকে বার হওয়ার পর তারা তাঁর "ড্রসকি" (গাড়ী) থেকে ঘোড়াগুলোকে খুলে দিত, নিজেরাই রাস্তার ওপর দিয়ে টেনে নিয়ে যেত তাঁর গাড়ীটাকে হোটেল পর্যন্ত।

তাঁর সময়ের শ্রেষ্ঠ অভিনেতাগণের অন্যতম হিসাবে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন তারকা—ইরা এ্যালড্রিজ, দীর্ঘ বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবন কাটিয়ে গেছেন। সর্বত্রই তাঁকে আদর আপ্যায়ন এবং শ্রেষ্ঠ শিল্পী বলে অভিনন্দন জানান হো'ত। খ্যাতি অর্জন করার পর তিনি কখনও তাঁর জন্মভূমিতে ফিরে যাননি, ইউরোপেই বিবাহ ক'রে বাকী জীবন ওইখানেই যাপন করেন। ষাট বছর বয়সেও তিনি ছিলেন তারকা। সেই সময় পোল্যাণ্ড ভ্রমণকালে তিনি মারা যান। ষ্ট্রাট-ফোর্ড-অন এ্যাভনে আজও সেক্সপীয়র মেমোরিয়াল থিয়েটারে ইরা এ্যালড্রিজের স্মরণে একটা চেয়ার রয়েছে।
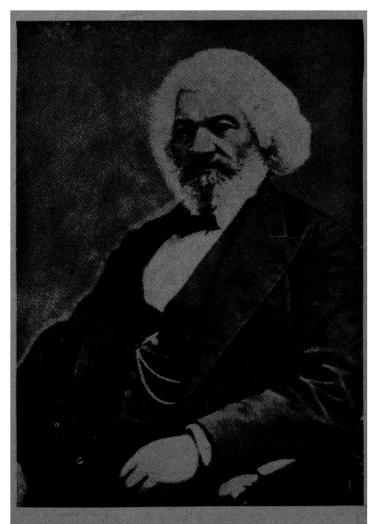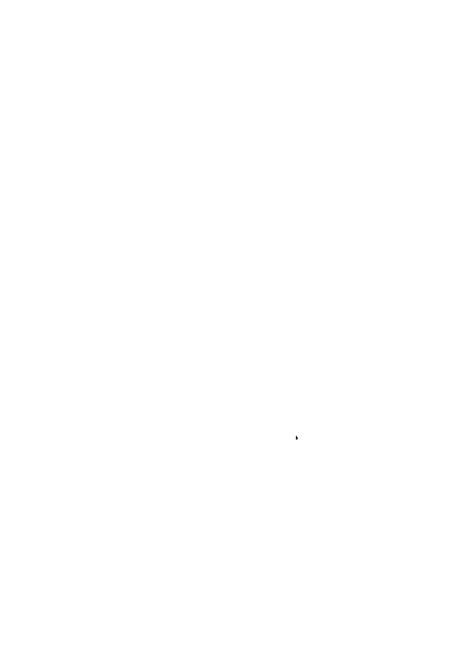
ফ্রেডরিক ডগলাস

ফ্রেডরিক ডগলাস

(স্বাধীনতার যোদ্ধা)

জন্ম—আনুমানিক ১৮১৭ ঃ মৃত্যু—১৮৯৫

ইরা এ্যালড্রিজ যখন সেক্সপীয়ারের নাটকের অভিনয় করে চলেছেন, সেই সময় আর একজন আমেরিকান নিগ্রোও ইউরোপে খ্যাতিমান হ'য়ে ওঠেন। তিনি তিনবার সমুদ্র অতিক্রম করেছিলেন। এর মধ্যে একবার জীবনরক্ষার্থে আমেরিকা থেকে পালিয়ে যান। কিন্তু তিনি একবারও সাগরপারে বেশী দিন থাকেননি। তাঁর স্বজাতীয়দের স্বাধীনতার সংগ্রামের জন্যেই তিনি সর্বদা দেশে ফিরেছেন। এঁর নাম ফ্রেডরিক ডগলাস। তাঁর বাবা ছিলেন শ্বেতকায়, কিন্তু তবুও ফ্রেডরিক ছিলেন আজন্ম ক্রীতদাস। তাঁর মাতামহীই তাঁকে পালন করেন, মায়ের দেখা জীবনে বার ছয়েকের বেশী পেয়েছেন বলে ওঁর কখনও মনে পড়ে না।

শেষের বার ওঁর দেখা, বারো মাইল পথ হেঁটে এসে সন্ধ্যার পর মা ওঁকে কোলে তুলে নিয়েছিলেন। মায়ের কোলে বসেই সেদিন ঘুমিয়ে পড়েছিলেন ফ্রেডরিক। তারপর মাকে আবার বারো মাইল হেঁটে ফিরে যেতে হয়েছিল দূরের সেই বাগিচায়—সূর্যোদয়ের আগেই আবার নামতে হবে মাঠের কাজে।

ফ্রেডরিক যখন মেরীল্যাণ্ডের জঙ্গলা অঞ্চলে জন্মেছিলেন, সে সময় তাঁর পদবী ডগলাস ছিল না, ছিল বেলী। ওঁর দুধে দাঁত

পড়ার সময় আরও অনেকগুলো ক্রীতদাস ছেলের সঙ্গে ওঁকে ওঁর দিদিমার কাছ থেকে নিয়ে আবাদের এক নীচমনা ব্যক্তির হাতে অর্পণ করা হয়। সেখানে কাজ করতে হ'ত তাদের। সে প্রায়ই ঘন ঘন ওদের চাবুক মারত', আর প্রায়ই রাত্রে কোন আহার না দিয়ে, চাবুক মেরে ওদের নোংরা একটা ঘরে শুতে পাঠাত। অত্যন্ত অবহেলার মধ্যে ফ্রেডরিকের জীবন কাটছিল, তার পরনে থাকত শতচ্ছিন্ন বস্ত্র। মাঝে মাঝে ক্ষুধার জ্বালায় জমিদার বাড়ীর রান্নাঘরের দরজার পাশে অপেক্ষা করতেন, পরিবেশনকারিণী মেয়েদের টেবিল ক্লথ ঝেড়ে ফেলে দেওয়া হাড় আর রুটির টুকরোর সন্ধানে। উঠানের মাঝে ফেলে দেওয়া খাবারের জন্যে কুকুরদের সঙ্গে পর্যন্ত তিনি কাড়াকাড়ি করতেন। সৌভাগ্যের বিষয়, শৈশব অবস্থাতেই তাঁকে তাঁর প্রভুর এক আত্মীয়ের কাছে কাজ করবার জন্যে বাল্টিমোরে পাঠানো হয়। সেখানে তিনি সেই পরিবারের একটি ছোট্ট ছেলের তদারক করতেন এবং সকলের ফাইফরমাস্ খাটতেন। ছেলেটার বুদ্ধিশুদ্ধি আছে মনে হওয়ায় ওঁর নতুন প্রভুপত্নী ওঁকে পড়াতে শেখান। কিন্তু তাঁর স্বামী শীঘ্রই এতে বাধা দিলেন। "তুমি যদি ওকে পড়তে শেখাও, তাহ'লে ও কেমন করে লিখতে হয় তাও শিখতে চাইবে, এবং এইভাবে সুশিক্ষিত হ'য়ে ও নিজেই পালিয়ে যাবে,"—স্ত্রীকে বললেন তিনি। যাই হোক, রাস্তার শ্বেতকায় খেলার সাথীরা মাঝে মাঝে নীলরংএর বাঁধাই করা বানানের বই ওঁকে ধার দিত, শব্দ শিক্ষায় সাহায্যও করত। তেরো বছর বয়সে, জুতো পালিস ক'রে উনি যে পঞ্চাশ সেণ্ট জমিয়েছিলেন তাই দিয়ে একখানা "কলাম্বিয়ান অরেটর" কেনেন। এতে উইলিয়ম পিট এবং বিখ্যাত আরও অনেকের বক্তৃতা ছিল। এইটাই ছিল তাঁর একমাত্র বই,

তাই তিনি বার বার বইটা পড়া শেষ করেছিলেন। অনেকগুলো বক্তৃতাই ছিল মুক্তি এবং স্বাধীনতা সম্বন্ধে—অবশ্য শ্বেতকায়দের সম্বন্ধেই। কিন্তু তরুণ ফ্রেডরিকের অন্তরে সেগুলো গভীর ছাপ এঁকে দিয়েছিল। তিনি বলতেন, "ক্রীতদাস হওয়ার চেয়ে আমি পশু, পাখী, বা অন্য যে কোনও একটা কিছুই হ'তে চাই।"

উত্তরকালে তিনি স্বজাতীয়দের স্বাধীনতার জন্য জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। তখন একটা প্রাচীন সঙ্গীত চালু ছিল। সেটা নিশ্চয়ই তিনি শুনেছিলেন। এ গানটি ছিল "কঠোর বিচার, আর নির্যাতন" সম্পর্কে। এই বিচার যে কি, তরুণ ফ্রেড ভালভাবেই জানেন। ইতিমধ্যে, তিনি লসন নামে এক বৃদ্ধ দয়ালু কাফ্রীর কাছ থেকে ধর্মের মধ্যে নিহিত শান্তির সন্ধান লাভ করেন। লসন ভালভাবে পড়তে জানতেন না। তরুণ ফ্রেডরিক লসনকে বাইবেলের 'অক্ষর' পরিচয় করান। প্রতিদানে লসন্ ফ্রেডরিককে অধিগত করালেন বাইবেলের বক্তব্য। ফ্রেডরিকের মুক্তির আকাংক্ষাকে লসন আরও তীব্র করে তুলেছিলেন। লসন বলেছিলেন, "তুমি যদি মুক্তি চাও, প্রভুর উপরে বিশ্বাস রেখে তাঁরই কাছে মুক্তি চাও, তিনি তোমাকে মুক্তি দেবেন।" ফ্রেডরিক আরও লক্ষ্য করতে আরম্ভ করেন যে আমেরিকায় অনেক শ্বেতকায় ব্যক্তি আছেন যাঁরা অন্যকে দাসত্বের নিগড়ে বেঁধে রাখতে চান না। এঁদের বলা হ'তো "অ্যাবলিসনিষ্ট" বা উচ্ছেদকামী। বাল্টিমোরের কাগজগুলো সর্বদাই তাদের নিন্দা ক'রত। পরিষ্কারভাবে ব'লত ওরা শয়তানদের সঙ্গে ঘোঁট পাকিয়েছে, ওরা চায় অরাজকতা। কিন্তু ফ্রেডরিক চিন্তা করে নিশ্চিত হলেন যে, এই উচ্ছেদকামীরা যাই হোক না কেন তাঁরা ক্রীতদাসদের প্রতি বিরূপ নন, এবং ক্রীতদাসদের মালিকদের প্রতিও সহানুভূতিশীল নন।

ফ্রেডরিক যত বেশী বাইবেল এবং খবরের কাগজ পড়তে আরম্ভ করলেন, ততই তাঁর ধারণা হ'লো যে বিদ্যাশিক্ষাই কার্যসাধনের পথ উন্মুক্ত ক'রে। তাঁর প্রভুর আশঙ্কা এবার সত্য প্রমাণিত হলো। অচিরেই ফ্রেডরিক লিখতে শিখবার জন্যে আগ্রহান্বিত হ'য়ে উঠলেন। রাত্রে তাঁর সেই ওপর তলার ছোট্ট কুঠুরিতে যেখানে তিনি ঘুমোতেন, সেই ঘরেই একটা ময়দার পিপেকে টেবিল ক'রে নিয়ে এই সুকুমার তরুণ নিজে নিজেই লিখতে শেখার সাধনা সুরু করলেন। একাজে তাঁর অনুলেখনী হ'লো বাইবেল এবং একটি স্তোত্র। যখন কেউ বাড়ী থাকতো না তখন মাঝে মাঝে তিনি গোপনে তাঁর শ্বেতকায় প্রভুর দোয়াত কলম নিয়ে এসে লিখতেন। যথাসময়ে তিনি লিখতে শিখে ফেললেন। এরপর ঐ পরিবারের আর এক শাখায় কাজ করবার জন্যে একটা ছোট্ট সহরে তাঁকে পাঠান হয়। সেখানে তিনি দেখেন এক স্বাধীন কাফ্রীর বাড়ীতে প্রতি রবিবারে একটী বিদ্যালয় বসছে। ফ্রেডরিককে সেখানে শিক্ষকের কাজ ক'রতে বলা হয়। প্রথম রবিবার ভালই কাটল। কিন্তু দ্বিতীয় রবিবারেই একদল শ্বেতকায় লাঠিসোটা নিয়ে ওদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং সকলকেই তাড়িয়ে দেয়। তরুণ ফ্রেডকে সাবধান করে দেওয়া হ'ল যে তিনি যদি এই রবিবারের বিদ্যালয়ে পড়িয়ে চলেন তবে তাঁকে গুলি করা হবে। এই ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে এই ষোল বছর বয়সের ক্রীতদাসটি লিখতে এবং পড়তে জানাতে 'বিপজ্জনক কাফ্রী' হিসাবে আখ্যা পেলেন। তিনি নাকি তাঁর অপর নিগ্রোদের মাথায় সব চিন্তা ভাবনা ঢুকিয়ে দিচ্ছেন। কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর শঙ্কিত প্রভু তাঁকে ভাল ক্রীতদাস হিসাবে গড়ে তোলবার নিমিত্ত এক 'কাফ্রী শায়েস্তাকারীর' কাছে পাঠিয়ে দিলেন—যাতে তিনি পোষ মানেন, বিনীত হন, এবং ক্রীতদাস

হিসাবেই সন্তুষ্ট থাকতে পারেন—এক কথায় "ভেঙ্গে পড়েন।"

লোকটার নাম ছিল কোভে। চীজাপিক উপসাগরের এক জনশূন্য বালুকাময় অঞ্চলে ওর জোত খামারটা সংশোধনাগার গোছের। বছর খানেকের মধ্যেই বাগ-না-মানা তরুণ ক্রীতদাসদের 'মানান্ সই ক'রে গড়ে তুলতে' কোভে ছিল বিশারদ। এরপর আর তাদের প্রভুদের তাদের নিয়ে কোনও অসুবিধায় প'ড়তে হ'তো না। ফ্রেড-রিক ওখানে পৌঁছানোর তিনদিন পরে, কোভে ওঁকে পোষ-না-মানা একদল ষাঁড় দিয়ে জঙ্গল থেকে এক বোঝা কাঠের গুঁড়ি আনতে দিল। পূর্বে উনি কখনো ষাঁড় খেদিয়ে নিয়ে যাননি, কিন্তু একাজে আপত্তি করারও তাঁর সাহস হ'লো না। ষাঁড়গুলো পালিয়ে গেল, গাড়ীটা গেল উল্টে, একটা ফটক গেল চূর্ণ হ'য়ে। এই অপরাধের জন্যে কোভে ষোল বছরের ফ্রেডরিকের জামা কাপড় ছিঁড়ে দিয়ে আদুড় গা করে দিল আর তারপর একটা ষাঁড় ঠেঙ্গান চাবুক নিয়ে আচ্ছা করে ক্রীতদাসকে শায়েস্তা করলে। অনেক বছর পরে তাঁর আত্মজীবনীতে ফ্রেডরিক কোভের হাতে সেই নির্যাতনের বর্ণনা দিয়ে-ছেন। তিনি লিখেছেন, "প্রচণ্ড মারের চোটে অবিরাম রক্তপাত হতে লাগল, চাবুকের চোটে পিঠে কড়ে আঙ্গুলের মত মোটা কাল-শিরা পড়ে' গেল। চাবুকের চোটে পিঠে ঘা হয়েছিল, বিনা চিকিৎসায় আর পরণের মোটা জামার ঘষায় সেগুলো রয়ে গেল বেশ কয়েক সপ্তাহ,—আমার থাকাকালীন প্রথম ছ মাস প্রতি সপ্তাহে হয় লাঠি দিয়ে আর না হয় গরুর চামড়ার চাবুক দিয়ে আমাকে চাবকানো হ'তো। হাড় টাটানি আর পিঠের ঘা, এ ছিল আমার সবসময়ের জন্যে সঙ্গী।" যে ক্ষতচিহ্ন কোভে ফ্রেডরিকের গায়ে এঁকে দিয়েছিল, তা কখনো মেলায়নি।

ভোরের আগে থেকে সূর্যাস্তের পরও বহুক্ষণ পর্যন্ত কাজ করানই ছিল কোভের নিয়ম। একদিন গম মাড়াই করার উঠানে যেখানে ডালপালা থেকে গম ঝেড়ে আলাদা করা হয় সেইখানে প্রচণ্ড রোদের তাপে ফ্রেডরিক অজ্ঞান হ'য়ে গেলেন। ওঁর মাথা ঘুরছে, ভীষণ যন্ত্রণাও হচ্ছিল। সাংঘাতিক অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন তিনি। কোভে যখন তাঁকে ওঠবার জন্যে হুকুম করলো, উনি পারলেন না। শায়েস্তা-কারী তখন তাঁকে অমানুষিকভাবে পদাঘাতের পর পদাঘাত ক'রতে আরম্ভ ক'রলো। লাথির চোটে শেষ পর্যন্ত ফ্রেডারিক উঠে দাঁড়ালেন বটে, কিন্তু আবার টলে পড়ে গেলেন। এরপর কোভে একটা মোটা কাঠ দিয়ে ওঁর মাথায় সজোরে মারলেন। অঝোরে রক্ত ঝরতে লাগল, বেড়ার পাশে পড়ে রইলেন ফ্রেডরিক। সেই রাত্রেই ফ্রেডরিক মরিয়া হ'য়ে বনের মধ্যে দিয়ে সাত মাইল পথ হিঁচড়াতে হিঁচড়াতে নিজের প্রভুর বাড়ী পৌঁছে প্রার্থনা করেন, তাঁকে যেন ক্রীতদাস শায়েস্তাকারীর হাত থেকে ফিরিয়ে নেওয়া হয়। কিন্তু প্রভু এসব কথায় কান না দিয়ে ছেলেটিকে তার কাজে ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা করছে বলে গালাগাল দিলেন এবং বছর কাবার করে আসার জন্যে পরের দিন কোভের কাছে ফেরৎ পাঠিয়ে দেন। এরপরেই ফ্রেডরিক আত্মরক্ষা করতে এবং কেউ যাতে তাঁর উপর দুর্ব্যবহার আর ক'রতে না পারে, তার জন্যে মনে মনে সঙ্কল্প করেন। তিনি বাগিচায় ফিরে যান, কিন্তু রবিবার হওয়াতে কোভে সেদিন আর কিছু বললেন না, ঠিক করলেন, সোমবার আচ্ছা করে চাবকে দেবেন ছেলেটাকে। কিন্তু চাবুক মারতে যেয়ে দাসপ্রভু মহামুস্কিলেই পড়লেন। ফ্রেডরিক তখন স্থির করে ফেলেছেন কোভের সঙ্গে সমানে সমানে লড়াই করবেন। কোভে তো থ', ক্রোধে ফেটে পড়ে দাসমালিক। যতবারই সে চাবুক

কসাতে আসে, দীর্ঘদেহ তরুণ নিগ্রো ক্রীতদাস শায়েস্তাকারীকে ভূপতিত করে দেয়, নির্বিবাদে তাকে বেত মারতে দেন না ফ্রেডরিক। কোভে শেষ পর্যন্ত নিরস্ত হয়। ফ্রেডরিক যতদিন ওখানে ছিলেন ওঁকে আর বেত্রাঘাত করা হয়নি, কিন্তু কোভে ওঁকে খাটিয়ে খাটিয়ে প্রায় মেরে ফেলেছিল।

ডগলাস ওঁর আত্মকথা 'লাইফ এণ্ড টাইম্‌সে' লিখেছেন, "ওই লড়াইয়ের পর থেকে আমি নতুন মানুষে পরিণত হলাম। এর আগে আমি কিছুই ছিলাম না, এখন আমি মানুষ হলাম।" ১৮৩৪ সালের ক্রীস্‌মাসের দিনে, ক্রীতদাস শায়েস্তাকারীর কাছে ওঁর এক বছর পূর্ণ হ'লো। কিন্তু তাঁর মনোবল ভেঙ্গে না পড়ে বরং বহুগুণে বেড়ে গেলো। দাসত্বের নিষ্ঠুরতার প্রতি তাঁর ঘৃণা তীব্র হ'য়ে উঠলো, এবং প্রবল হ'য়ে উঠলো তাঁর মুক্তি পাওয়ার দৃঢ়প্রতিজ্ঞা। এরপর এই বালকের মালিক বদল হল। সেখানকার পরিবেশ অনেক ভাল ছিল। কিন্তু তবুও তিনি মুক্তিলাভের জন্য পালিয়ে যাবার মতলব ভাঁজতে আরম্ভ করেন। ফ্রেডরিক আরও পাঁচজন তরুণ ক্রীতদাসকে তাঁর সঙ্গে পালিয়ে যেতে প্ররোচিত করলেন। কিন্তু তাঁদের পালিয়ে যাওয়ার পূর্বমুহূর্তে কেউ একজন বিশ্বাসঘাতকতা করে। ফ্রেডারিককে বেঁধে এনে জেলে পুরে দেওয়া হয়। জেল থেকে ছাড়া পাবার পর সেই আবাদে তাঁকে আর রাখতে চাইলো না। (এ নিগ্রোটা যে সাংঘাতিক)। (তিনি যে একজন বিপজ্জনক কাফ্রী) সুতরাং তাঁকে বাল্টিমোরে ফেরৎ পাঠানো হোলো এবং সেখানে জাহাজ নির্মাণের কাজে লাগানো হলো। এইখানেই তিনি দড়ি বেঁধে জাহাজের কাঠামোর জোড় বন্ধ করার কাজ শেখেন। কিন্তু শ্বেতকায় কর্মীরা তাদের সঙ্গে কাফ্রী কর্মীদের কাজ করায় আপত্তি জানায়। একদিন

তাদের কিছু লোক দল বেঁধে ফ্রেডরিকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে (তবে ওখানে আসায় ওর নিজের কোন অপরাধ ছিল না)। শ্বেতাঙ্গরা সেদিন ওঁকে প্রায় মেরে ফেলেছিল। এই ধরণের ভীষণ মার খাওয়া দেখে, এই কাজে ক্রীতদাসটির জীবন সম্পর্কে শঙ্কিত হয়ে ফ্রেডরিকের মালিক তাঁকে আর জাহাজ নির্মাণের জায়গায় যেতে দিলেন না। এর বদলে তিনি ফ্রেডরিককে বাইরে মজুরের কাজ করবার অনুমতি দিয়েছিলেন। অবশ্য প্রতি শনিবার রাত্রে তিনি তাঁর সমগ্র পারিশ্রমিক প্রভুকে দেবেন—এই সর্তে। সময় সময় তিনি ফ্রেডরিককে তাঁর আয়ের সিকি ভাগ রাখতে দিতেন। ফ্রেডরিক নিজের মজুরী থেকে গোপনে কিছু রেখে দিতেন। এইভাবেই তাঁর হাতে নিউ ইয়র্ক পর্যন্ত যাবার গাড়ীভাড়া ও আরও কিছু সঞ্চিত হয়। ধরা পড়লে জীবন সংশয় হবে, তৎসত্বেও দাসত্ব শৃঙ্খল থেকে মুক্তিলাভের জন্য আবার পালিয়ে যাবার সংকল্প করলেন ফ্রেডরিক। নাবিকের ছদ্মবেশে এবং একজন নাবিকের কাগজপত্র চেয়ে নিয়ে ফ্রেডরিক চললেন পালিয়ে। ট্রেণখানা বাল্টিমোর ছাড়ে ছাড়ে এমন সময় তিনি লাফিয়ে উঠে পড়েন তাতে। একদিন পরে নিউইয়র্কে পৌঁছান তিনি। দাসত্ব-মুক্ত ভূমিতে যখন তিনি পদার্পণ করলেন ফ্রেডরিকের বয়স তখন একুশ বছর। অবশেষে স্বপ্ন হয় সত্যে পরিণত—তিনি নিজেই হন নিজের মালিক।

নতুন পৃথিবী উন্মুক্ত হয় ওঁর চোখের সামনে। তিনি তাঁর এক বন্ধুকে প্রথম চিঠিতে জানালেন, "ক্ষুধার্ত সিংহের গহ্বর থেকে পালিয়ে আসার যে অনুভূতি, সেই অনুভূতি আমি লাভ করলাম"। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁর টাকা ফুরিয়ে গেল। বড় সহর, কেউ ওঁর দিকে ফিরেও দেখল না। উনি কাউকে কিছু বলতেও ভয় পেলেন।

কাকে বিশ্বাস করবেন তা ওঁর জানা নেই—ভয় হ'লে [illegible] ক্রীতদাস অঞ্চলে ওঁকে ফেরৎ পাঠিয়ে দেওয়া হবে। পরে উনি ওঁর অবস্থা বর্ণনায় বলেছেন, "আমি ছিলাম গৃহহীন, পরিচয়হীন, অর্থহীন, কর্মহীন, কেউ ধার দেয় না। আমার কি করা উচিত এবং কোথা থেকে সাহায্য পাওয়া যায় সে সম্বন্ধে কোন ধারণাই ছিল না। এই চরম অবস্থায় মানুষকে তার নবলব্ধ স্বাধীনতা ছাড়াও অন্য অনেক বিষয় সম্বন্ধেও ভাবতে হয়। এইভাবে নিউইয়র্ক সহরের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছি, আমাকে এক রাত্রি জেটিতে পিপের মধ্যে কাটাতে হয়েছে—সত্যই আমি ত' স্বাধীন—দাসত্ব থেকে মুক্ত—কিন্তু খাদ্যহীন, আশ্রয়হীন।"

ডকের কাছে এক নাবিক বাস করতেন। তিনি ওঁকে ডেকে শুতে জায়গা দেন, এবং পলাতক ক্রীতদাসদের সাহায্য করে এমনই এক সমিতির সঙ্গে ওঁর পরিচয় করিয়ে দেন। নিউইয়র্কে লুকিয়ে থাকা কালে ফ্রেডরিক একটী মেয়েকে বিয়ে করেন। বল্টিমোরেই তিনি এই মেয়েটির প্রেমে পড়েছিলেন, এবং মেয়েটিও তাঁর পিছু পিছু এই বৃহৎ সহরে এসে পৌঁছেছিলেন। এরপর তাঁরা উভয়েই একটি জাহাজের ডেকে চড়ে ম্যাসাচুসেট্‌সে যাত্রা করেন, কারণ কাফ্রী যাত্রীদের কেবিনে জায়গা দেওয়া হ'তো না। নিউ বেডফোর্ডে উনি জেটিতে একটা চাকরী পান। সেইখানেই তিনি তাঁর দাসত্বকালীন পদবী, বেলী, ত্যাগ করে, "লেডী অফ্‌ দি লেকের" এক চরিত্র অনুযায়ী নাম নেন—ডগলাস। তখন থেকে তিনি ফ্রেডরিক ডগলাস নামেই পরিচিত। এই নামই অচিরে সমস্ত পৃথিবীর সংবাদপত্রের শিরোনামায় ছাপা হয়েছিল। কারণ এই তরুণ স্বাধীন ব্যক্তি নিজের মুক্তিতেই সন্তুষ্ট ছিলেন না—তিনি একজন দাসপ্রথার উচ্ছেদকারীও হ'য়ে উঠলেন।

১৮৪১ সালে নানটুকেটের দাসপ্রথা বিরোধী সমিতির সভায় ডগলাস তাঁর প্রথম বক্তৃতা দেন। এর আগে তিনি কখনও সভায় বক্তৃতা করেননি, তাই তাঁর মুখে কথা জোগায় না। শেষ পর্যন্ত তিনি সেই সভায় তাঁর শৈশবের গল্প, তাঁর বন্ধনদশার কথা, তাঁর পালানোর কাহিনী বর্ণনা করেন। লোকে গভীরভাবে বিচলিত হ'য়ে পড়ে। ওঁর পরবর্তী বক্তা উইলিয়ম লয়েড গ্যারিসন চীৎকার ক'রে ওঠেন, "উনি মানুষ, না একটা নিষ্প্রাণ জিনিস?" এরপর তিনি প্রমাণ দিয়ে দিয়ে বলতে থাকেন কেমন ক'রে দাস প্রভুরা তাঁকে নিষ্প্রাণ বস্তুর মত ব্যবহার করলেও স্বাধীন লোকেরা তাঁকে মানুষ হিসাবে এবং মানুষের মত ব্যবহার পাওয়ার যোগ্য হিসাবেই দেখতে পারছেন।

ডগলাসের তখন চব্বিশ বছর বয়স, ছ'ফুট লম্বা, সিংহের মত কেশদাম, সুন্দর চেহারা। যত বেশী তিনি বক্তৃতা দিতে থাকেন, ততই তাঁর বক্তৃতা বেশী কার্যকরী হতে থাকে। অচিরেই সকলের পীড়াপীড়িতে তিনি ডকের কাজ ছেড়ে দেন এবং স্বজাতীয়দের মুক্তি সংগ্রামের সৈনিক হিসাবে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতে থাকেন। ১৮৪৫ সালে আমেরিকার লক্ষ লক্ষ ক্রীতদাসদের দুরবস্থা সম্বন্ধে সহানুভূতি সম্পন্ন ব্যক্তিদের ওয়াকিবহাল করবার জন্যে তিনি ইংলণ্ড যান, সেখানে এই তাঁর প্রথম গমন। ফিরে এসে তিনি রচেষ্টারে 'দি নর্থ ষ্টার' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। তখন থেকেই পঞ্চাশ বছর ধরে ডগলাস ছিলেন এক মহান জননায়ক। তিনি তাঁর সময়ের বহু স্মরণীয় মহিলা ও পুরুষদের সঙ্গে একই সভায় বক্তৃতা করেছেন। এ'দের মধ্যে ওয়েনডেল ফিলিপস্, হ্যারিয়েট বীচার ষ্টো, চার্লস্ সামনার এবং লিউক্রেসিয়া মট প্রমুখের নাম

উল্লেখযোগ্য। তিনি তাঁর জীবনী প্রকাশ করেছেন। ১৮৫০ সালের ফেরারী ক্রীতদাস আইন তিনি অমান্য করেছেন এবং পলাতকদের নিজগৃহে আশ্রয় দিয়েছেন। বহুবার মারমুখী জনতা তাঁর সভায় হামলা করেছে, মাঝে মাঝে তাঁকে ইট পাথরের ঘা খেতে হয়েছে। জন ব্রাউনের বিখ্যাত হারপার ফেরী আক্রমণে তিনি কোনও অংশ গ্রহণ করেননি। তবুও সংবাদপত্র সমূহ এবং দাস প্রভুরা তাঁকে তাতে জড়িয়ে ফেলার চেষ্টা করেছিলেন। ডগলাসের প্রাণ বাঁচাতে কানাডায় পালাতে হয়েছে, এবং সেখান থেকেই তিনি দ্বিতীয়বার ইংলণ্ড গমন করেন। যখন গৃহযুদ্ধ বাধে তখন তিনি দেশে ফিরে এসেছেন। ঐ সময় ফ্রেডরিক প্রেসিডেণ্ট লিঙ্কনের সঙ্গে পরামর্শ করে ইউনিয়ন সৈন্যদলের জন্য লোক সংগ্রহ আরম্ভ করেন। এই সৈন্যদলে তাঁর নিজের ছেলেরাও যোগ দেয়। নিগ্রোদের স্বাধীনতার এই যুদ্ধে ইউনিয়নের রক্ষণায় প্রায় দুইলক্ষ নিগ্রো সৈন্য যোগ দেয়। ফ্রেডরিক ডগলাসের ওজস্বিণী বক্তৃতাতেই অনেকে এই যুদ্ধে যোগদানের অনুপ্রেরণা পেয়েছিল।

যুদ্ধের শেষে ডগলাস রিপাবলিকান পার্টির একজন নায়ক হ'য়ে উঠলেন। তাঁকে যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম মার্শাল করা হয়। পরে তিনি কলম্বিয়া জেলার দলিল নিবেশক নিযুক্ত হন। ১৮৮৯ সালে তিনি হাইতি প্রজাতন্ত্রে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি নিযুক্ত হয়েছিলেন। কাফ্রীদের নেতা হিসাবেই শুধু নয়, মেয়েদের ভোটাধিকার সম্বন্ধে প্রথম সম্মেলনে সকল জাতের পুরুষদের মধ্যে একমাত্র ডগলাসই সভায় দাঁড়িয়ে উঠে পুরুষদের সঙ্গে মেয়েদের যে ভোট দেবার সমান অধিকার—তারই সমর্থন করেন। 'দি নর্থ ষ্টারের' প্রথম সংখ্যাতেই তিনি বলেন, "অধিকার লিঙ্গভেদে নয়।" জাতীয় মিতাচার সংগঠনে, এবং সামাজিক

উন্নতিকরণের অন্যান্য অনেক আন্দোলনেও তিনি ছিলেন সচেষ্ট। দাসত্বের নিগড় থেকে নিগ্রোরা মুক্তি পাওয়ার পর ডগলাস স্বজাতীয়দের জন্য কোনও বিশেষ সুযোগ সুবিধা চাননি। প্রতিটি দেশবাসীর যতটুকু পাওয়া উচিত, ততটুকু কাজের স্বাধীনতাই তিনি শুধু এদের জন্য চেয়েছিলেন। তাঁর এক বিখ্যাত বক্তৃতা "হোয়াট দি ব্লাক ম্যান ওয়াণ্টস্"-এ তিনি বলেছেন, "আমেরিকাবাসী সব সময়েই একটা বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে—আমাদের নিয়ে তারা কি ক'রবে। বরাবরই আমি এর একই জবাব দিয়ে আসছি। আমাদের নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না!.........নিগ্রোরা যদি নিজের পায়ে দাঁড়াতে না পারে, তবে তাদের পতনই হোক। আমি শুধু ব'লব—তাকে শুধু নিজের পায়ে দাঁড়ানোর মত সুযোগ দাও। তাকে একা থাকতে দাও, জ্বালাতন কোর না। যদি দেখ সে বিদ্যালয়ে চলেছে, তাকে নিশ্চিন্তে যেতে দাও—বাধা দিও না। যদি দেখ, সে হোটেলের কোন খাবার টেবিলে খাচ্ছে, তাকে খেতে দাও। যদি দেখ সে ব্যালট ভোট দিতে চলেছে, তাকে যেতে দাও—তাকে বাধা দিওনা। যদি দেখ সে কারখানায় কাজ করতে চলেছে, তাকে নিশ্চিন্তে যেতে দিও।"

ডগলাস বহুবার বলেছেন যে, একটি মাত্র বিদ্যালয়েই তাঁর যাবতীয় শিক্ষা দীক্ষা হয়েছে, সে বিদ্যালয় হোল দাসত্বের বিদ্যালয়। তাঁর উপাধি-পত্র, তাঁর পিঠের নির্যাতনচিহ্ন। কিন্তু যে বুদ্ধি এবং জ্ঞান তাঁর ছিল, তা অনেক সুশিক্ষিত ব্যক্তিরও ছিল না। তাঁর বক্তৃতায় বিচলিত হ'য়ে হাজার হাজার লোক কাজে এগিয়ে যেত। লেখক হিসাবে তিনি রেখে গেছেন তাঁর 'লাইফ এণ্ড টাইমস্।' এখানা তাঁর আত্মজীবনী। বইখানি আমেরিকার সাহিত্যে এক মহান অবদান বলে স্বীকৃত হয়েছে। তাঁর অনাড়ম্বর ভাষা মনে রেখাপাত

করত। মাঝে মাঝে তাতে থাকত বাঁকা বিদ্রুপ। তাঁর স্বাধীনতার জন্য পালিয়ে আসার দশম বার্ষিকী উপলক্ষ্যে ডগলাস পুরাতন মনিবকে একখানি চিঠি লিখেছিলেন। সেই চিঠির শেষ পরিচ্ছেদে তাঁর ভাষার সৌকর্য পরিস্ফুট হয়েছে। এই চিঠিতে তাঁর প্রতি মনিবের সমুদয় অন্যায় আচরণের এক ফিরিস্তি দিয়ে উপসংহারে তিনি লিখেছেন :

পৃথিবীতে এমন কোনও আশ্রয় নেই যেখানে আপনি আমার বাড়ীর চেয়ে নিরাপদে থাকতে পারবেন। আপনার স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য আমার বাড়ীর কোন কিছুর যদি প্রয়োজন হয় সঙ্গে সঙ্গেই তা দিতে আমি অরাজী হব না। মানব সমাজে একের প্রতি অপরের ব্যবহার কিরূপ হওয়া উচিত তার একটা উদাহরণ স্থাপন করবার সুযোগ যদি আমাকে দেন, তাহলে আমি সেটাকে সৌভাগ্য বলেই মনে করব।

আমি আপনার সমগোত্রীয় মানুষ, ক্রীতদাস নই।

ফ্রেডরিক ডগলাস।

হ্যারিয়েট টাবম্যান

হ্যারিয়েট টাবম্যান

(স্বজাতীয়দের যিনি নেতৃত্ব দিয়েছিলেন)

জন্ম—আনুমানিক ১৮২৩ ঃ মৃত্যু—১৯১৩

"তারপর দেখলাম সেই বিজলী ঝলক, এবং সেগুলি বন্দুক ছোড়ার ঝিলিক ; তারপর শুনলাম বজ্রপাতের শব্দ, সেগুলি কামানের গর্জন ; তারপর শুনলাম বৃষ্টি পড়ার শব্দ, সেগুলি ফোঁটা ফোঁটা রক্ত ঝরার ; এবং যখন শস্য সংগ্রহের জন্য আমরা এলাম, তখন মৃতদেহই ফসল হিসাবে সংগ্রহ করলাম।" এইভাবেই পলাতকা ক্রীতদাসী হ্যারিয়েট টাবম্যান উত্তর এবং দক্ষিণের মধ্যে গৃহযুদ্ধের বর্ণনা দিয়েছিলেন। এই যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন তিনি, এবং যুদ্ধের কেন্দ্রস্থলেই উপস্থিত ছিলেন। ফ্রেডরিক ডগলাসের মতই হ্যারিয়েট টাবম্যানও যুদ্ধের আগে নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন কৃষ্ণাঙ্গদের স্বাধীনতা অর্জনের উদ্দেশ্যে, এবং যুদ্ধের পরে নিজের জাতির কল্যাণে।

ডগলাসের মতই তিনিও আজন্ম ক্রীতদাসী। মেরীল্যাণ্ডে তাঁর জন্ম। তাঁরা এগার ভাইবোন। তাঁর জন্মের কোনও বিবরণী না থাকাতে, ঠিক কোন সালে তিনি জন্মেছিলেন, তা অজানাই রয়েছে। কিন্তু তিনি এত বেশী দিন বেঁচে ছিলেন এবং তাঁর সম্বন্ধে এত বেশী কথা লেখা হয়েছিল যে তাঁর জীবনের অন্যান্য ঘটনা নিখুঁতভাবেই হয়েছিল লিপিবদ্ধ। তিনি ছিলেন সাদাসিধে ধরণের মেয়ে, বিষন্ন প্রকৃতির, জেদী, দুর্দ্দান্ত এবং দাসপ্রথার প্রতি চিরবিদ্রোহিনী।

ফিলিস্ হুইটলে এবং ডগলাসের সঙ্গে হ্যারিয়েটের তফাৎ, একমাত্র বেত্রাঘাত ব্যতিরেকে ইনি আর কোন শিক্ষা পাননি। নিতান্ত বালিকা অবস্থাতেই, প্রকাণ্ড বাড়ীটাতে তাঁকে কাজ করতে পাঠানো হ'লে, কাজের প্রথম দিনেই তাঁকে তাঁর প্রভুপত্নী চারবার বেত্রাঘাত করেন। একবার পালিয়ে গিয়ে পাঁচদিন তিনি শুয়োরের খোঁয়ারের মধ্যে লুকিয়ে ছিলেন—খেতেন শুয়োরদের জন্য ফেলে দেওয়া খাবারের টুক্‌রো। এক সময় তিনি বলেছিলেন "লোকে বলে ভাল প্রভু এবং প্রভুপত্নী মেলে ; কিন্তু আমার ভাগ্যে তাদের কারুর দেখা মেলেনি।"

হ্যারিয়েট বাড়ীর ঝি-এর কাজ ক'রতে পছন্দ ক'রতেন না, সেই কারণে এবং সম্ভবতঃ তাঁর বিদ্রোহী মনোভাবের জন্যই তাঁকে শীঘ্রই ক্ষেতখামারের কাজ করবার জন্য পাঠানো হয়। ওঁর তখন তের চোদ্দ বছর বয়স, একদিন এমন একটা ঘটনা ঘটে যার প্রভাব থেকে যায় ওঁর সমস্ত জীবনটার ওপর। সন্ধ্যাবেলায় এক তরুণ ক্রীতদাস অনুমতি না নিয়েই গাঁয়ের এক দোকানে গিয়েছিল। তত্ত্বাবধায়ক তাকে বেত্রাঘাত করবার জন্যে অনুসরণ ক'রলেন। হ্যারিয়েটকে তিনি হুকুম ক'রলেন ওকে বাঁধবার জন্য। হ্যারিয়েট রাজি হল না, ক্রীতদাসটি দৌড়তে আরম্ভ করলো। তত্ত্বাবধায়ক দাঁড়িপাল্লা থেকে একটা লোহার ভারী ওজন তুলে নিয়ে ছুড়ে মারেন। কিন্তু লোকটির গায়ে লাগল না, হ্যারিয়েটের মাথায় আঘাত করল বাটখারাটা। ওঁর মাথার খুলি প্রায় গুঁড়িয়ে যায়, গভীর দাগ থেকে যায় চিরকালের জন্য। অনেকদিন ধরেই মেয়েটি থাকে অচৈতন্য—জীবন মৃত্যুর মাঝখানে। হ্যারিয়েট আবার যখন কার্যক্ষম হয়ে ওঠেন, তখনও তাঁকে আকস্মিক মুর্চ্ছাতে ভুগতে হয়। এই অবস্থা তাঁর চিরজীবন ধরেই চলে। এ অবস্থা যখন তাঁর হোত, যে কোনও জায়গাতেই, মনে হ'তো তিনি যেন হঠাৎ

ঘুমিয়ে পড়লেন। কখনো মাঠের মাঝে, কখনো বেড়ায় হেলান দিয়ে, কখনো গীর্জার মধ্যেই তিনি এইভাবে ঘুমিয়ে পড়তেন, এবং যতক্ষণ না মুর্চ্ছার ভাব কেটে যেত, কেউ তাঁকে জাগাতে পারত' না। যখন তিনি জেগে উঠতেন একেবারে স্বাভাবিক মানুষ। এতে তাঁর চিন্তাধারার কোন বৈলক্ষণ্য দেখা যায়নি। মনিব অবশ্য ভাবলেন এই আঘাতে হয়ত' তাঁর বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছে। হ্যারিয়েট তাঁর আচরণে মনিবের এই আশংকা কখনও দূর হতে দেননি। এই সময় ঈশ্বরের কাছে তিনি অবিরত প্রার্থনা করতেন, তাঁর এই বন্ধনদশা থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য।

যখন তাঁর প্রায় চব্বিশ বছর বয়স, সেই সময় টাবম্যান নামে এক প্রফুল্লচিত্ত, ভাবনাশূন্য ব্যক্তির সঙ্গে ওঁর বিয়ে হয়। কিন্তু ক্রীতদাস অঞ্চল পরিত্যাগ করা সম্বন্ধে স্ত্রীর মত ওর কোনই চিন্তা ছিল না। কয়েক বছর পরে, ওঁর বৃদ্ধ প্রভুর মৃত্যুর পর হ্যারিয়েট শুনলেন ওঁকে এবং ওঁর দুই ভাইকে বিক্রয় করে দেওয়া হবে, তাই তাঁরা একই সঙ্গে পালিয়ে যাওয়া ঠিক করলেন। কাউকে বলা বিপজ্জনক ; হ্যারিয়েট তাঁর মাকেও সোজাসুজি একথা জানানোর সাহস পাননি। শুধু যাওয়ার দিন সন্ধ্যাবেলায় তিনি মাঠের মধ্যে দিয়ে এবং ক্রীতদাসদের বস্তিগুলোর পাশ দিয়ে গাইতে গাইতে গিয়েছিলেন :

যখন সেই প্রাচীন যুদ্ধরথ এসে পৌঁছবে
আমি ছেড়ে চলে যাব তোমাদের।
আমি যে সেই আশাময় দেশেরই যাত্রী···।

যেভাবে তিনি গান গেয়ে চলেছিলেন, তাতে তাঁর বন্ধু ও আত্মীয় স্বজনেরা বুঝতে পেরেছিলেন যে হ্যারিয়েটের কাছে সেই আশাময় দেশ স্বর্গ নয়—সেটা উত্তরাঞ্চল। সেই রাত্রেই তিনি বিগ্ ব্লাকওয়াটার নদীর ধারের ব্রোডাস্ উপনিবেশ ছেড়ে চলে যান, আর ফিরে আসেন

না। ভয় পেয়ে ওঁর ভাইরা কিন্তু বস্তিতে ফিরে আসে প্রত্যুষের আগেই, যাতে তাদের অনুপস্থিতি ধরা না পড়ে। হ্যারিয়েট কিন্তু বনের মধ্যে দিয়ে রাত্রে একাকীই এগিয়ে যান—দিনের বেলায় থাকেন লুকিয়ে। সঙ্গে কোন মানচিত্র নেই। লিখতে বা পড়তে জানেন না, শুধু নিজের দুর্দম স্বাধীনতা লিপ্সার বশেই ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস রেখে, মানস ধ্রুবতারা উত্তরাঞ্চলকে লক্ষ্য করে এগিয়ে চলেন তিনি। অলৌকিক প্রভাবেই তিনি ফিলাডেলফিয়াতে এসে পৌঁছান, এবং সেখানে কাজ পান। ক্রীতদাসীর জীবন তাঁর এখানেই শেষ হয়।

কিন্তু হ্যারিয়েটের মনে শান্তি নেই, তাঁর পরিবারের আর সবাই যে তখনও ক্রীতদাস। তাঁদেব সম্বন্ধেই তিনি চিন্তা করতে থাকেন। কয়েক মাস পরে তাই আবার তিনি মেরীল্যাণ্ডে ফিরে যান, আশা—হয়ত' তাঁর স্বামীকে তাঁর সঙ্গে উত্তরদেশে যাওয়ায় রাজি করাতে পারবেন। কিন্তু স্বামী জানান তিনি যেতে ইচ্ছুক নন। অবশ্য তিনি অপর সকলকে পথ দেখিয়ে উত্তরের দাসমুক্ত অঞ্চলে নিয়ে যেতে সমর্থ হয়েছিলেন; তাঁর পলায়নের দু'বছরের মধ্যেই তাঁর দুই ভাই, এক বোন ও তাঁর ছেলেমেয়েদের এবং আরও জন বারো ক্রীতদাসকে উদ্ধার ক'রতে তিনি তিনবার গোপনে দক্ষিণে ফিরে যান। ১৮৫০ সালের "ফেরারী ক্রীতদাস" আইন প্রণয়নের পর যুক্তরাষ্ট্রের যে কোনও স্থানেই পলাতকদের স্থিতি বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। তাই এই সময় হ্যারিয়েট তাঁর অনুগামীদের নিয়ে ক্যানাডায় চলে যান। সেখানে একটা শীত কাটে তাঁর ভিক্ষা ক'রে, পরের বাড়ী রন্ধন ক'রে। সকলের কল্যাণে অবিরত ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেন তিনি। তারপর তিনি আবার ফেরেন মেরীল্যাণ্ডে, আরও ন'জন কাফ্রীকে উদ্ধার করে নিয়ে যান।

তাঁর মুক্তিলাভের প্রথম কয়েক বছরে হ্যারিয়েট অপর সকলকে

প্রদর্শন করান কেমন করে তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে স্বাধীন হওয়া যায়। মুক্তিদলের নির্ভীক নেত্রী হিসাবে তাঁর নাম অচিরে বিস্তৃতি লাভ করে। শীঘ্রই দাস মালিকরা তাঁকে গ্রেপ্তার করবার জন্য প্রচুর পুরস্কার ঘোষণা করেন। কিন্তু তিনি নিজে কোনদিন ধরা পড়েন নি, এবং ক্রীতদাস ধরা লোকদের হাতে তাঁর কোন অনুগামীকেও ধরা পড়তে হয়নি। এর কারণ, একবার যে ক্রীতদাস মনস্থির ক'রে তাঁর সঙ্গে যাত্রা সুরু করেছে হ্যারিয়েট তাকে আর কখনও ফিরে যেতে দেননি। হয়ত' এ তাঁর সেই দুই ভাইকে নিয়ে প্রথম পলায়নের অভিজ্ঞতা এবং যার জন্যে এই সংকল্প। স্বাধীনতার পথে ভীরু এবং দুর্বল ব্যক্তিরা যাতে দাসত্বে প্রত্যাগমন করতে না পারে এবং মারের চোটে অন্যের প্রতি বিশ্বাসভঙ্গ করে তাদের ধরিয়ে দিতে না পারে—সেজন্য তাদের কোনরকমেই ফিরতে না দেওয়ার পন্থাটি তাঁর অতি পরিষ্কার। হ্যারিয়েট টাবম্যানের সঙ্গে একটা পিস্তল থাকত। যখন কেউ বলত' সে আর পারছে না, বা সে রাজি নয়, হ্যারিয়েট তাঁর পোষাকের ভিতর থেকে পিস্তলটা বার করে নিয়ে বলতেন, "তোমাকে যেতেই হবে, না হলে মরতে হবে। হ্যারিয়েটের উদ্যত পিস্তল লক্ষ্য করেই বিভ্রান্ত সঙ্গীরা আবার চলার শক্তি বা সাহস ফিরে পেত। জলা এবং জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে, বর্ষা এবং শীতের ভেতর দিয়েই তারা উত্তরের দিকে এগিয়ে যেত। এইভাবে যারা হ্যারিয়েট টাবম্যানের সঙ্গে যাত্রা সুরু ক'রত, তারা সকলেই স্বাধীন হয়েছে আর এর জন্য তাঁকে আশীর্বাদ করেছে।

রাজ্যগুলির মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভের বহু পুর্বেই এত ক্রীতদাস পালাতে আরম্ভ করলে এবং উত্তরের এক শ্বেতকায় ব্যক্তির দল তাঁদের সাহায্য ক'রতে আরম্ভ ক'রলেন, যাতে এই স্বাধীনতার যাত্রাপথ আখ্যা পেল

'গোপন রেলপথ' বলে। পলাতক ক্রীতদাসেরা যাতে লুকিয়ে থাকতে পারে, বিশ্রাম পেয়ে চাঙ্গা হতে পারে এবং যাতে তাদের খাওয়া দাওয়ার বন্দোবস্ত হতে পারে তার জন্য গোপন ঘাঁটি বা ষ্টেশন তৈরী হয়েছিল সারা যাত্রাপথে—কারও বাড়ীতে, বা কারও খামারে, এমন কি গীর্জাতেও। কোয়েকার সম্প্রদায় এই ব্যাপারে বিশেষভাবে সাহায্য করেছিলেন এবং সক্রিয় ছিলেন। একটি শক্তিশালী দাসপ্রথা বিরোধী সমিতি এই ধরণের কার্যকলাপকে সমর্থন করত। এইভাবে পালানোর জন্য দাসপ্রভুরা প্রতিবছর হাজার হাজার ডলার মূল্যের ক্রীতদাস হারাতে থাকেন। হ্যারিয়েট টাবম্যানও এই গোপন রেলপথের কণ্ডাক্টর বা নির্দেশিকারূপে পরিচিত হন। তিনি শুধু 'কণ্ডাক্টর' নামেই পরিচিত থাকেন না, বিখ্যাত হয়ে ওঠেন এবং অত্যন্ত দুঃসাহসী হ'য়ে পড়েন। এক সময় তিনি এই স্বাধীনতার নিমিত্ত একই দলে পঁচিশজন পর্যন্ত ক্রীতদাস নিয়ে এসেছিলেন।

একবার তিনি তাঁর পলাতকদের দলে এক বিশাল দেহ, সরল ক্রীতদাসকে নিয়ে আসেন। এর মূল্য ছিল ১৫০০ ডলার, নাম ছিল—জোসিয়া বেলী। একে গ্রেপ্তার করবার জন্যে পুরস্কার ঘোষণা ক'রে মেরীল্যাণ্ড অঞ্চল প্রাচীর-পত্রে ছেয়ে ফেলা হয়েছিল। তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে খবরের কাগজেও বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল। নিউ ইয়র্কের পথে স্বাধীনতার এক সুহৃদ খবরের কাগজের বর্ণনা অনুযায়ী বেলীকে চিনতে পেরে বলেছিলেন, "পনের শ' ডলার যার মাথার মূল্য, আমি তার দেখা পেয়ে সুখী হলাম।" জোসিয়া তাকে চিনতে পারা গেছে জেনে ধরা পড়ে যাবার ভ'য়ে এত ঘাবড়েছিল যে তার মধ্যে একটা হতাশার ভাব ফুটে উঠে। বাকি পথ সে আর কোন কথা বলেনি। পলাতকদের নিয়ে ট্রেণ ক্যানাডার বাফেলো ব্রীজ

অতিক্রম করার সময়েতেও বেলী বিস্ময়কর নায়াগ্রা প্রপাতের দিকে তাকিয়েও দেখেনি। অবশেষে মুক্তিভূমিতে উপনীত হবার পর নিরাপদ হয়ে বেলী ভেঙ্গে পড়লো গানে, তার গান কেউ থামাতে পারে নি। শেষে সে চেঁচিয়ে ওঠে, "ধন্যবাদ ঈশ্বরকে, আমি আজ স্বর্গে পৌঁছেছি।" হ্যারিয়েট টাবম্যান বলে ওঠেন "আচ্ছা, বোকা বুড়ো তুমি। স্বর্গের পথে নায়াগ্রার দিকেও ত' একবার তাকিয়ে দেখলে পারতে।"

হ্যারিয়েট বেশ হাস্যরসিকা ছিলেন। নিজের সম্বন্ধে রসিয়ে গল্প ক'রে তিনি আনন্দ পেতেন। তিনি বলতেন, পড়তে না জানাতে একবার তিনি এক পার্কে তাঁরই গ্রেপ্তারের পুরস্কার দেওয়ার প্রকাশ্য বিজ্ঞাপনের ঠিক তলায় এক বেঞ্চিতে কেমন গিয়ে বসেছিলেন এবং পরে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। স্বাধীনতার নিমিত্ত অর্থ সংগ্রহের জন্য বক্তৃতা দেওয়ার সময়ে মাঝে মাঝে তিনি রসিকতা করতেন, গান গাইতেন, এমন কি সময় সময় নাচও আরম্ভ ক'রতেন। তিনি খুব বড় অভিনেত্রী হ'তে পারতেন। লোকে ব'লত কোন রকম ছদ্মবেশ না ক'রেই তিনি তাঁর গাল তোবড়া ক'রে কপালে খাঁজ ফেলতে পারতেন। তখন তাঁকে অতি বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের মত দেখাত। ইচ্ছামত ছদ্মরূপ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর দেহকে সঙ্কুচিত করে পা দুটোকে নড়নড়ে ক'রে ফেলতে পারতেন। একসময় মেরীল্যাণ্ডের পথে কয়েকজন আত্মীয়কে উদ্ধার করার জন্য তাঁকে এক গ্রামের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছিল। ওই গ্রামে উনি পরিচিতা ছিলেন। উনি দুটো মুরগী কিনে ফেললেন। তারপর তাদের পাগুলো বেঁধে ওঁর কাঁধের দুদিকে ওদের ঝুলিয়ে দিয়ে থুরথুরে পায়ে এগিয়ে চললেন। একজন ক্রীতদাস ধরা লোক সেই সময় রাস্তা দিয়ে আসছিল। তিনি থুরথুরে

ভাবে চলুন আর যাই করুন, সে যে ওঁকে চিন্‌তে পারবে এ আশঙ্কা তাঁর মনে হয়েছিল। তাই পথের মধ্যেই চীৎকাররত মুরগী দুটোকে ছেড়ে দিয়ে উনি তাদের দিকে গোত্তা মেয়ে এগিয়ে গেলেন। ইচ্ছা করেই তাদের ধরলেন না, যাতে তাদের ধরবার জন্য তিনি রাস্তা ধরে ছুটে ক্রীতদাস ধরা লোকটির দৃষ্টির বাইরে চলে যেতে পারেন। পথ চলতি লোকেরা হেসে উঠ্‌লো।

কখনও কখনও তাঁর পলাতকদের দল রাগান্বিত দাসপ্রভু কতৃক অনুসৃত হচ্ছে জানতে পেরে তিনি দক্ষিণগামী ট্রেণে উঠে পড়তেন—কারণ পলাতক ক্রীতদাসেরা দক্ষিণ দিকে যেতে পারে, এ সন্দেহ কারও আসত না। সময় সময় তিনি তাঁর দলের মেয়েদের এবং নিজেকে পুরুষের ছদ্মবেশে সাজাতেন। শিশুদের ঘুমের ঔষধ খাইয়ে শান্ত রেখে বোঁচকার মত কাপড়ে জড়িয়ে নেওয়া হোত। কখনও কখনও তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে নদীর স্রোতের উজানে কষ্ট ক'রে হেঁটে যেতেন যাতে শীকারী কুকুরেরা গন্ধ না পায়। অন্ধকার রাত্রে যখন ধ্রুবতারাও দেখতে পাওয়া যেত না, তখন তিনি গাছের গুড়ির সেই শেওলাগুলোকে হাতড়ে দেখতেন, যেগুলো ওর উত্তরধারে জন্মায়—আর সেইগুলোই ওঁকে প্রদর্শন করাতো স্বাধীনতার পথ। যখন কোনই আশা নেই দেখতেন, তখন হ্যারিয়েট তাঁর এই অনুভূতি তাঁর অনুচরদের কাছে কখনও প্রকাশ না কোরে প্রার্থনা আরম্ভ করে দিতেন। তাঁর প্রার্থনার মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় ছিল, "ঈশ্বর, তুমি ছ'বার বিপদের সময় আমার সাথে ছিলে, সপ্তমবারেও তুমি উদ্ধার করো।" অনেকে মনে করতেন হ্যারিয়েট টাবম্যান যাদু জানেন—ক্রীতদাসদের উদ্ধারের জন্য বারো বছরে উনিশবার বিপদপুর্ণ পথে দক্ষিণে যাওয়ায় তিনি নিজে বলতেন,

"আমি কখনও বিপথে দলকে চালাইনি এবং কোনও সঙ্গীকে কখনও খোয়াইনি।"

তাঁর বাপমায়ের উভয়েরই যখন সত্তর বছরের ওপর বয়স, সেই সময় উনি তাঁদের উদ্ধার ক'রে উত্তরে ওঁর নিজের বাড়ীতে নিয়ে আসেন। নিউ ইয়র্কের অবার্ণে এই বাড়িটি তিনি ক্রয় করতে আরম্ভ করেছিলেন। ১৮৩৩ সালে, রাণী ভিক্টোরিয়া সমস্ত রকম দাস প্রথা বেআইনী ঘোষণা করার আগে পর্যন্ত ক্যানাডার সেণ্ট ক্যাথারিণেই তিনি ছিলেন। এখানে পলাতক ক্রীতদাসেরা থাকত নিরাপদে। কিন্তু ঐ জায়গায় অত্যন্ত ঠাণ্ডা, বুড়োদের পক্ষে কষ্টকর। হ্যারিয়েটের কাজও নিজের দেশে, তাঁর নিজের ধরা পড়ার কোন ভয়ও ছিল বলে মনে হয় না। তিনি নিজের ইচ্ছামতই যুক্তরাষ্ট্রে যাতায়াত করেছেন। নিজে খ্যাতি না চাইলেও তিনি এত বেশী বিখ্যাত হয়ে ওঠেন যে, যে কোন জায়গাতেই তাঁর পক্ষে পরিচিতি গোপন করা শক্ত হয়ে ওঠে। একবার ভোটাধিকার সম্বন্ধে এক বিরাট সভায় ওঁর মাথার সেই পুরানো আঘাতের জন্যে শ্রোতাদের মাঝখানেই উনি গভীরভাবে ঘুমিয়ে পড়েন। লোকে ওঁকে চিনে ফেলে। উনি জেগে উঠে দেখেন মঞ্চের উপরে সবাই তাঁকে তুলে দিয়েছে। মেয়েদের অধিকার সম্বন্ধে ওঁর বক্তৃতা প্রশংসিত হয়। সেই সময় কাফ্রী বা মহিলারা কেউই ভোট দিতে পেতেন না। হ্যারিয়েট বিশ্বাস করতেন এঁদের উভয়েরই ভোটাধিকার থাকবে। তাই ফ্রেড্‌রিক ডগলাসের মতই তিনি ঘনিষ্টভাবে মহিলাদের ভোটাধিকার আন্দোলনকে সমর্থন করে চলেন।

চেহারায় "এঁর চেয়ে সাধারণ মানুষ দেখতে পাওয়া কষ্টসাধ্য," কিন্তু ওঁর যা গুণাবলী ছিল, তা তখন তাঁর চেয়ে বেশী আর কারোই

বড় একটা ছিল না। যে সমস্ত ক্রীতদাসদের মাঝে হ্যারিয়েট গোপনে চলাফেরা করতেন, তাঁরা তাঁকে 'মোজেসের' মত নিজেদের ত্রাতা বলেই মনে ক'রত। ১৮৫৪ সালে কাফ্রী ঐতিহাসিক উইলিয়ম ওয়েল্‌স্‌ ব্রাউন লিখেছেন: "উত্তরদেশে যাঁরা প্রায়ই ক্রীতদাস প্রথা বিরোধী সম্মেলন, বক্তৃতা, বনভোজন এবং মেলাতে যেতেন, তাঁরা একজন মধ্যম চেহারার কৃষ্ণকায়া মহিলাকে সে সব জায়গায় হামেশাই দেখতে পেয়েছেন। তাঁর সামনের উপরকার দাঁত নেই, হাসিভরা মুখ, পরণে মোটা কিন্তু পরিচ্ছন্ন পোষাক। পাশে ঝুলে থাকা পুরানো ধরনের জালের থলে অথবা ব্যাগ। তিনি আসন গ্রহণের পরই গভীরভাবে ঘুমিয়ে পড়তেন। .... যে পলাতক এই রকম 'মোজেসে'র মত নেতা পেয়েছিল সে কখনও ধরা পরেনি।" তিনি ছিলেন অত্যন্ত আত্মনির্ভরশীল। উদ্ধার সাধনের জন্য ভ্রমণের সময় বা বক্তৃতার দিনগুলি বাদে তিনি রন্ধনের কাজ বা ঘসামাজার কাজ ক'রতেন। তিনি হয়ত' ধার চাইতেন, কিন্তু কখনও নিজের জন্য ভিক্ষা চাইতেন না। তাঁকে লোকে যে অর্থ দান করত, নিজের রোজগারের প্রায় সমস্ত অর্থের মতই, একভাবে বা অন্যভাবে তা স্বাধীনতার কাজে ব্যয় হতো।

গৃহযুদ্ধ বেধে ওঠায় তিনি ইউনিয়ন সৈন্যবাহিনীর নার্স হলেন, এবং তারপর তিনি হলেন সন্ধানী সৈন্য বা মিলিটারী স্কাউট এবং বিদ্রোহীদের এলাকায় যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে গুপ্তচরের কাজ করতেন। তাঁর এই কাজের দাম অসামান্য। এজন্য তাঁকে প্রতিদান দেওয়ার অঙ্গীকার করা হয়েছিল। বস্তুত তিনি একজন তালিকাভুক্ত শুশ্রূষাকারিণী ছিলেন না, এবং মেয়ে বলে সৈন্যও হ'তে পারেন নি। তবুও তাঁর সঙ্গে ইউনিয়নের (যুক্তরাষ্ট্র সরকার) ছাড়পত্র থাকত, সরকারী যানবাহনে তিনি যাতায়াত করতেন এবং কন্‌ফেডারেট (বিরোধী) রাজ্যসমূহে

তিনি বিপজ্জনক কার্যের ভার নিয়ে যেতেন। সেনানায়কদের তিনি পরামর্শ দিতেন। কিন্তু এর জন্য তিনি কখনও বেতন পাননি; তবে কয়েকটা কাজের জন্য তাঁকে ১৮০০ ডলার দেওয়া হ'বে বলে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। হ্যারিয়েটের এতে কিছু ইতর বিশেষ বোধ হয়নি, কিন্তু যুদ্ধের পরে তাঁর বৃদ্ধ বাপমায়ের যত্নের জন্য তাঁর অত্যন্ত অর্থের প্রয়োজন হয়। তাঁর প্রাপ্য ১৮০০ ডলার পাওয়ার চেষ্টায় যুদ্ধ দপ্তরে এবং কংগ্রেসে দরখাস্ত পাঠানো হয়। কিন্তু তা আর কোনও দিন মঞ্জুর হয় নি।

যুদ্ধে হ্যারিয়েট টাবম্যানের কার্যকলাপ ছিল বিস্ময়কর। দক্ষিণ ক্যারোলাইনার বোফোর্টে জেনারেল ষ্টীভেন্সের অধীনে কাজ করেন তিনি; তাঁকে ফ্লোরিডায় পাঠানো হয়েছিল আমাশা, বসন্ত এবং পীতজ্বরে আক্রান্তদের শুশ্রূষার জন্য। তিনি ওয়াগনার দুর্গে কর্ণেল রবার্ট গোল্ড শ'এর সঙ্গে ছিলেন। তিনি ন'জন কাফ্রী সন্ধানকারী এবং নদীপথ প্রদর্শকের একটি দলকে সংগঠিত করেন এবং কর্ণেল মণ্টোগোমারীর সাথে মিলিত হয়ে ভারী কামানওয়ালা তিনটি ছোট যুদ্ধ জাহাজ এবং ১৫০ জন কাফ্রী সৈন্যের একটি আক্রমণকারী ইউনিয়ন সৈন্যদল চালনা ক'রে কোমবাহী নদীর উজানে অগ্রসর হন। ১৮৬৩ সালের ১০ই জুলাই-এর বষ্টন কমনওয়েলথের খবর অনুযায়ী "একজন কৃষ্ণকায়া মহিলার নেতৃত্বে তারা শত্রুর দেশের মাঝে আক্রমণ ক'রে সাহসের সঙ্গে দুঃসাহসিকভাবে যে আঘাত হেনেছে তা অত্যন্ত কার্যকরী হয়েছিল। লক্ষ লক্ষ ডলার মূল্যের সৈন্যদলের রসদের গুদাম, পোষাক পরিচ্ছদ এবং প্রাসাদোপম অট্টালিকা তারা নষ্ট করে। বিদ্রোহী রাজ্যের কেন্দ্রস্থলে ভীতির সঞ্চার ক'রে তারা প্রায় ৮০০ ক্রীতদাস ও হাজার হাজার ডলার মূল্যের সম্পত্তি নিয়ে আসে।" হ্যারিয়েট টাবম্যান

সম্বন্ধে এরা আরও বলে, "শত্রুব্যূহের মধ্যে তিনি অনেক, অনেকবার ঢুকে তাদের অবস্থা ও পরিস্থিতি জেনে এসেছিলেন, এবং অতি সংকটের মধ্যে পড়েও আহত না হয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন।" যুদ্ধের সময় হ্যারিয়েটের গানের মধ্যে একটি ছিল:

"সমগ্র সৃষ্টির মাঝে, পুব বা পশ্চিম দেশে,
গৌরবময় ইয়াঙ্কীজাত সবার সেরা যে সে।
এগিয়ে আয়, এগিয়ে আয়, ভয় পাসনা ওরে,
শ্যামচাচা যে ধনী অতি, জমি দেবে তোরে।"

কিন্তু হ্যারিয়েট টাবম্যানের নিজেরই কোনও কৃষির জমি ছিল না। তাঁর সহৃদয় মনোভাবের জন্যে তাঁর হাতে যা কিছু অর্থ সমাগম হ'তো, সমস্তই তিনি দান ক'রে দিতেন—সর্বদাই হয় পলাতকরা বা আত্মীয়েরা না হয় বন্ধুরা আসতেন প্রয়োজনে; বা এমন কোনও কারণ ঘটতো যাতে তাঁকে অর্থ দিতে হোতো। সারা জীবন যে স্বাধীনতা অর্জন করবার জন্য হ্যারিয়েট সংগ্রাম করে এসেছেন, এব্রাহাম লিঙ্কন মুক্তি ঘোষণা পত্রে স্বাক্ষর করে সেই স্বাধীনতা আইনসিদ্ধ করেন। তখন তাঁর বয়স চল্লিশ পার হ'য়ে গেছে। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর তিনি প্রায় পঞ্চাশ বছর বেঁচে ছিলেন। ১৯১৩ সালে যখন তিনি মারা যান, অনেকের মতে তখন ওঁর বয়স একশ' বছর হয়ে গেছে। যাই হোক, তাঁর বয়স যে নব্বই বছরের বেশী হয়েছিল এটা নিঃসন্দেহ।

ও'র সম্বন্ধে অনেক বই লেখা হয়েছিল। প্রথম বই প্রকাশিত হয় ১৮৬৯ সালে, সারা এইচ, ব্র্যাডফোর্ডের লেখা "সিন্‌স্ ইন দি লাইফ অফ

হ্যারিয়েট টাবম্যান।" এ বইখানির বিক্রয়লব্ধ অর্থ থেকে হ্যারিয়েট তাঁর ছোট বাড়ীর দাম শোধ করতে পেরেছিলেন। সুহৃদ ফ্রেডরিক ডগলাসকে উনি এই বই-এর পরিচিতি লিখে দেবার জন্যে অনুরোধ করেছিলেন। ফ্রেডারিক ওঁকে এবং ওঁর সঙ্গে পলাতক ক্রীতদাসদের রোচেষ্টারে তাঁর গৃহে একাধিকবার লুকিয়ে রেখেছিলেন। ফ্রেডারিক তাঁর চিঠির উত্তরে দুজনের জীবনের গতির তুলনা করেন: "আমাদের দুজনের মধ্যেই তফাৎ খুব লক্ষণীয়। আমাদের উদ্দেশ্যের সার্থকতার জন্যে আমি যা করেছি, তার বেশীরভাগই ঘটেছে প্রকাশ্যে, এবং চলার পথে প্রতি পদক্ষেপেই আমি পেয়েছি প্রচুর উৎসাহ। অপর দিকে তুমি কিন্তু কষ্ট করেছ গোপনে। আমি কাজ করেছি দিনের বেলায়—তুমি রাত্রে। আমার ছিল জনতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা, বহুজনার সম্মতিপ্রসূত পরিতৃপ্তি। কিন্তু তোমার কাজের সাক্ষ্য শুধু কয়েকজন ভীতি-কম্পমান, ব্যথিতপদ ক্রীতদাস, ও ক্রীতদাসী। এদেরই অন্তরের অনুভূতি—"ঈশ্বর আপনাকে আশীর্বাদ করুন," তাইত' হ'লো তোমার একমাত্র পুরস্কার। মধ্যরাত্রির আকাশ, নীরব তারকাবৃন্দ এরাই তোমার স্বাধীনতাপ্রীতির এবং বীরত্বের সাক্ষী।" অনেক বছর পরে বৃদ্ধ বয়সে তাঁর অবার্ণের গৃহে 'দি নিউইয়র্ক হেরাল্ড ট্রিবিউনের' এক সাংবাদিক এক সন্ধ্যায় তাঁর সাথে সাক্ষাৎকারে আসেন। তিনি লিখেছেন যে, তিনি যখন বিদায় নিচ্ছেন সেই সময় হ্যারিয়েট নিকটের এক ফলবাগানের দিকে তাকিয়ে বলেন, "তুমি আপেল খেতে ভালবাস?"

তরুণ ব্যক্তিটি আপেল খেতে ভালবাসে জানার পর তিনি জিজ্ঞাসা করেন, "তুমি কখনও আপেল গাছ পুঁতেছ?"

লেখক স্বীকার করেন, তিনি পোঁতেন নি।

"নিজে পোঁতনি," বৃদ্ধা বলেন, "কিন্তু অপর কেউ তোমার জন্যে

পুঁতেছে। আমি ছোটবেলায় আপেল ভালবাসতাম, বলেছিলাম—অন্যান্য তরুণরা যাতে আপেল খেতে পারে, কোনও না কোনও দিন, আমি তার জন্য নিজেই আপেল গাছ পুঁতবো। আমার মনে হয়—আমি পুঁতেছিও।"

তাঁর এই আপেল হচ্ছে সেই স্বাধীনতা-ফল। হ্যারিয়েট টাবম্যান তাঁর সেই চাষের ফসল তোলা হয়েছে, জীবদ্দশায় তা দেখে গেছেন। নিউ ইয়র্কের অবার্ণে তাঁর গৃহ, স্বাধীনতার বৃক্ষ রোপনের স্মরণচিহ্ন হিসাবেই সংরক্ষিত হয়ে আছে।
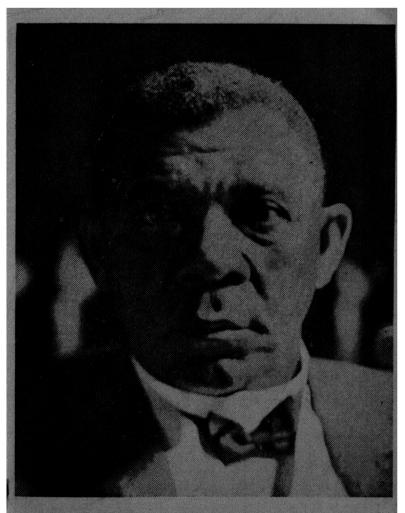
বুকার টি ওয়াশিংটন

বুকার টি ওয়াশিংটন

(টাস্‌কেগীর প্রতিষ্ঠাতা)

জন্ম আনুমানিক—১৮৫৮ ঃ মৃত্যু—১৯১৫

হ্যারিয়েট টাবম্যানের মৃত্যুর এক বছর পরে নিউ ইয়র্কের অবার্নে তাঁর যে স্মরণোৎসব হয়, সেই স্মরণোৎসবে বুকার টি ওয়াশিংটন ছিলেন একজন বক্তা। উনিও ক্রীতদাস হয়েই জন্মেছিলেন, কিন্তু তরুণ বয়সেই স্বাধীনতা লাভ করার ফলে বুকার টি-কে ফ্রেডরিক ডগলাস বা হ্যারিয়েট টাবম্যানের মত বৎসরের পর বৎসর ধরে অত্যাচার সহ্য করতে হয়নি। তাঁকে সংগ্রাম করতে হয়েছিল শিক্ষাকে কেন্দ্র ক'রে—স্বাধীনতাকে কেন্দ্র করে নয়। উত্তর জীবনে তিনি একজন শিক্ষাব্রতী হয়েছিলেন।

ফ্রেডরিক ডগলাসের মতই বুকার টি ওয়াশিংটনের বাবা ছিলেন শ্বেতকায়, মা কাফ্রী ক্রীতদাসী। তিনি ছিলেন আবাদের রাঁধুনি, এবং আবাদের রন্ধনশালাতেই ওঁর জন্ম হয়েছিল। অপরিষ্কার মেঝে, জানলা নেই—ঘরের অগ্নিকুণ্ডে সমস্ত সময়ের জন্যই আগুন জ্বলায় গ্রীষ্মকালে অত্যন্ত গরম হো'ত এবং শীতকালে থাকত ধোঁয়ায় ভরা। দেওয়ালের গায়ে বেড়াল যাওয়ার মত গর্ত থাকাতে রাত্রে বেড়াল যাতায়াত ক'রত। ঘরের মধ্যেখানে মেঝেয় পাতা কাঠের তক্তার তলায় মাটিতে ছিল একটা গর্ত। তারই মধ্যে রাঙা আলু রাখা হ'তো। ছেলেবেলাতে ওঁর একটাই নাম ছিল—বুকার। রাস্তাগুলির মধ্যে গৃহ-

যুদ্ধের অবসান হওয়ার পর তিনি বিদ্যালয়ে যেতে আরম্ভ করেন। তাই এর আগে তাঁর আর কোন নামের প্রয়োজন হয়নি।

যুদ্ধের সময় তাঁর সতাত পিতা ইউনিয়ন সৈন্যদলে যোগ দেন। যুদ্ধের শেষে যখন সমস্ত ক্রীতদাসদের মুক্তি দেওয়া হয়, সেই সময় তিনি তাঁর পরিবারবর্গকে তাঁর কর্মস্থলে নিয়ে যাওয়ার জন্য লোক পাঠান। তিনি কাজ পেয়েছিলেন পশ্চিম ভার্জিনিয়ার মালডেনের লবণ খনিতে। বুকারের যখন আট বছর বয়স সেই সময় তিনি অন্যান্য ক্রীতদাসদের সঙ্গে 'বড় বাড়ীর' বারান্দার সামনের উঠানে দাঁড়িয়ে 'দাসত্বমোচন ঘোষণা-পত্র' পাঠ করা শোনেন। ওঁর মনিবরাই সপরিবারে দাঁড়িয়ে ঐ ঘোষণাপত্র পাঠ করলেন। ক্রীতদাসদের বলা হো'ল, তারা মুক্ত। তাদের বিপুল আনন্দধ্বনি সেদিন তিনি শুনেছিলেন, দেখেছিলেন তাদের আনন্দাশ্রু। কিন্তু সে আনন্দ স্থায়ী হয়েছিল শুধু কয়েক দিনের জন্যই। পরে তাঁর জীবনী 'আপ ফ্রম স্লেভারী'তে বুকার সেই কথাই বলেছেন: "মুক্তি পাওয়ায় যে দায়িত্ব, নিজেদের ভার নিজেরা নেওয়ার যে দায়িত্ব, নিজেদের জন্যে এবং সন্তানদের জন্যে চিন্তা বা পরিকল্পনা করার যে বিরাট দায়িত্ব—তাই তাদের অভিভূত করে ফেলেছিল। ... ...এ্যাংলো স্যাক্সন জাত শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে যে সমস্ত সমস্যা নিয়ে ব্যতিব্যস্ত সেই সমস্ত সমস্যাই ঘণ্টা কয়েকের মধ্যে সমাধানের জন্য চাপিয়ে দেওয়া হো'ল এই লোকগুলোর ওপর। এই সমস্যাগুলো ছিল—নিজেদের বাড়ী, বসবাস, শিশুপালন, শিক্ষা, নাগরিক অধিকার, গীর্জ্জা সংস্থাপন ও পোষণ সম্পর্কিত। তাদের না ছিল অর্থ, না ছিল জমিজমা। স্বাধীনতা ছাড়া তাদের আর কিছুই ছিলনা তখন।"

ছোট্ট বুকারকে কাজ দেওয়া হো'ল পশ্চিম ভার্জিনিয়ার এক লবণ-চুল্লীতে। ভোর চারটের সময় তাঁকে উঠতে হোত। এক

পুরোনো বর্ণপরিচয় দেখে রাত্রে উনি এবং ওঁর মা দুজনে প্রাণপণে চেষ্টা করতেন অক্ষর গুলোকে শেখবার জন্যে। বইটি ওঁর মা কোন রকমে ওঁর জন্যে জোগাড় করেছিলেন। সাহায্য করবার মত কাছাকাছি কোন শিক্ষিত ব্যক্তি না থাকাতে এঁদের নিজে নিজেই পড়তে হোত। পরে একদিন ঐ শহরে এক যুবক এলেন, উনি পড়তে জানতেন। একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত সমস্ত কৃষ্ণকায় ব্যক্তিরা তাদের নিজেদের মধ্যে চাঁদা তুলে তাঁর হাতে দিলেন। এঁর ছাত্র হলেন প্রায় সব রকম বয়সের লোকেরাই, কারণ প্রতিটি কাফ্রীই চাইতেন শিখতে। বৃদ্ধেরা চাইলেন—মৃত্যুর আগে তাঁরা যাতে অন্ততঃ বাইবেলটিও পড়তে পারেন। যাঁরা কাজ করতেন তাঁদের জন্যে শিক্ষক রাত্রিবেলা শিক্ষার ব্যবস্থা করলেন। আর যাঁরা কোনও রকম সময়ই পেতেন না তাঁরা রবিবারের বিদ্যালয়ে বানানের বই নিয়ে ওঁদের কাছে আসতেন। দিনে, রাত্রে, রবিবারে—সমস্ত সময়েই স্কুলে পড়ুয়ার ভীড় হো'ত। কিন্তু ছোট্ট বুকারের জীবনে সবচেয়ে বড় হতাশার কারণ ঘটেছিল—তাঁর সতাত পিতা তাঁকে বিদ্যালয়ে যেতে দিতেন না। সারাদিন ধরে লবণ-চুল্লীতে কাজ ক'রে তিনি যা পেতেন তাঁদের পারিবারিক প্রয়োজনে তার সবটাই দরকার। শেষ পর্যন্ত মায়ের চেষ্টায় তাঁকে রাত্রের স্কুলে একটু আধটু যেতে দেওয়া হোত। পরে অবশ্য তাঁর সতাত পিতা নরম হয়ে বলে ছিলেন, যদি বুকার খুব ভোর থেকে বিদ্যালয়ের সময় পর্যন্ত কাজ করে, এবং আবার বিদ্যালয়ে শিক্ষার পর কাজে যায়, তাহ'লে আবার যখন নতুন ক'রে পড়াশুনা আরম্ভ হবার সময় আসবে, তখন সে বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারবে।

বিদ্যালয়ে প্রথম দিনেই একটা ঘটনা ঘটে। খাতায় নাম তোলবার জন্যে শিক্ষক প্রতিটি ছাত্রের নাম জেনে চলেছেন, সারের পর সার তিনি

যখন নাম জিজ্ঞাসা করে চলেছেন, বুকারের ভীষণ হৃৎকম্প সুরু হো'ল—কারণ প্রত্যেকেরই দুটো বা তিনটে করে নাম, শুধু তাঁরই কেবল একটি। লজ্জায় উনি লাল হয়ে ওঠেন—মাথা নত হয়ে যায়, হতবুদ্ধি হয়ে পড়েন উনি—বুঝতে পারেন না কি কর'তে হবে। তারপর হঠাৎ ওর পালা আসে, উনি উচ্চৈস্বরে বলে ওঠেন, "বুকার ওয়াশিংটন"। তিনি বুঝতেও পারেন না কেমন করে মুহূর্তের মধ্যে দ্বিতীয় নামটি তাঁর মাথায় এসেছিল। কিন্তু যেটা এসেছিল তাকেই তিনি নিজের নাম করে নিয়েছিলেন। পরে তিনি দুই নামের মধ্যে আরও একটি নাম যোগ করেন—তালিয়াফেরো। কিন্তু এই নাম বানান করা এবং উচ্চারণ করা শক্ত, তাই তাঁর যুবা বয়স থেকেই মধ্যের নামটির আদ্যাক্ষরেই সারা হো'ত। লোকে তাঁকে ডাকত বুকার টি, বলে।

ইতিমধ্যে বুকার বেশ বড়সড়টি হয়েছেন। লবণ-চুল্লী কেন, লবণ খনির মধ্যে কাজ করার সামর্থ্যও তাঁর হয়েছে। এদিকে পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য তাঁর আরও কিছু আয় করা দরকার। এই সমস্ত কারণে উনি আর বিদ্যালয়ে পড়া চালাতে পারলেন না। লবণ খনি থেকে উনি কাজ করতে যান কয়লার খনিতে—গভীর মাটির তলার কাজে। ওখানে কাজ করা শুধু কষ্টকরই নয়, বিপজ্জনকও বটে। কয়লার খনিতে বিস্ফোরণে টুক্‌রো টুকরো হয়ে উড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা, এবং ওপর থেকে চ্যাঙর পড়ে চিঁড়ে চ্যাপ্টা হয়ে যাওয়ারও আশঙ্কা। মাঝে মাঝে খনির তলায় বুকারের বাতি নিভে যেত', হারিয়ে যেতেন তিনি ভীষণ অন্ধকারের মাঝে। কিন্তু এই কয়লার খনিতেই উনি লোকেদের কাছে প্রথম জানতে পারেন যে ভার্জিনিয়াতে হাম্পটন ব'লে একটি বিদ্যালয় আছে। ওরা জানায়, সেখানে কাজ করে দিয়ে

শিক্ষালাভ করা যায়। তরুণ বুকার টি, সেইখানে যেতেই মনস্থঃ করেন। আস্তে আস্তে তিনি কিছু অর্থ জমাতে পেরেছিলেন। ওঁর জাতের বয়স্ক লোকেরা ওঁর বিদ্যালয়ে যাওয়ার সংকল্পের কথা শুনে ওঁকে যে যেমন পারেন অল্প অল্প অর্থ সাহায্য করেছিলেন। কেউ কেউ আবার একখানা রুমাল বা মোজা উপহার দিলেন। কোথা থেকে তিনি একটা তুমড়ানো সুটকেস জোগাড় করেছিলেন। বুকার টি'র বয়স তখন পনেরো বছর এবং হ্যাম্পটন পাঁচশ মাইল দূরে। একদিন এক পুরোনো ধরণের যাত্রীগাড়ী চড়ে তিনি পাহাড়ের উপর দিয়ে যাত্রা সুরু করলেন। ইচ্ছে যতদুর পর্য্যন্ত ভাড়া কুলোয়, ততদুর তিনি গাড়ী চড়েই যাবেন।

সন্ধ্যার পর যাত্রীগাড়ী এসে পেঁাছয় এক ঝুরঝুরে সরাইখানায়। এইখানেই যাত্রীদের খেয়ে নিতে হবে এবং রাত্রিতে থাকবার ব্যবস্থা ক'রতে হবে। একমাত্র বুকার টি ছাড়া আর সবাই শ্বেতকায়। উনি যখন সরাইখানার মালিকের কাছে হাজির হন, মালিক তখন নির্ম্মমভাবে কাফ্রী বলেই তাঁকে তাড়িয়ে দেয়, খেতে দিতে আপত্তি জানায়, এমনকি বাড়ির মধ্যে থাকতে দিতেও চায় না। ক্ষুধার্ত্ত বালক সমস্ত রাত্রি রাস্তার ওপর পায়চারি করে শরীর গরম রাখে। সকাল হয়, যাত্রীগাড়ী আবার যাত্রা সুরু করে। উনি "আপ ফ্রম স্লেভারী"তে লিখেছেন, "আমার দেহের এই কৃষ্ণবর্ণের কি অর্থ এই প্রথম বুঝলাম...কিন্তু আমার সমস্ত প্রাণ ব্যাকুল হয়ে রয়েছিল কখন হ্যাম্পটন পেঁাছব তাই হোটেল মালিকের উপর আমার মন তিক্ত হয়ে উঠতে পারেনি।"

বুকার টি রীচমণ্ডে পেঁাছলেন নিঃসম্বল হয়ে। সেই রাত্রে তিনি ঘুমোন একটা কাঠের তৈরী ফুটপাতের তলায়। ওপর দিয়ে

মানুষের চলাফেরার শব্দে তাঁর ঘুম ভাঙ্গে সকাল বেলায়। তিনি দেখেন তিনি একটি নদীর কাছেই শুয়ে আছেন। কাছেই একখানা জাহাজ থেকে কাঁচা লৌহপিণ্ড নামানো হচ্ছে। ক্যাপ্টেন তাঁকে জাহাজের মাল খালাস করবার কাজ দেন। ফলে কিছুদিন রীচমণ্ডে থেকে যান। বাকি পথের খরচের জন্ম কিছু সঞ্চয় করবার উদ্দেশ্যে তিনি ঐ ফুটপাথের তলাতেই ঘুমোতেন। কিছু অর্থ জমবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি আবার যাত্রা করেন। এবার পথের কিছু অংশ হেঁটে গিয়েছিলেন। বিদ্যাশিক্ষার জন্যে যখন তিনি হ্যাম্পটনে পেঁছান তখন তাঁর হাতে আছে মাত্র আধ ডলার। বিদ্যালয়ের এলাকায় প্রবেশ করতেই তিনতলা বিরাট বাড়ীটা চোখে পড়ে। তাঁর মনে হল এমন বিশাল এবং সুন্দর বাড়ী তিনি আর দেখেন নি। স্বর্গে এসে পেঁছানোর মত আনন্দ হয় তাঁর। কিন্তু প্রধান শিক্ষয়িত্রী মিস্ মেরী ম্যাক্‌কীর সম্মুখীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পট পরিবর্তন হয়ে যায়। ওঁর সর্বাঙ্গে ধুলো, তার উপর ক্ষুধার্ত এবং শ্রান্ত। ওঁকে দেখে মিস্ ম্যাক্‌কীর একজন বাউণ্ডুলে ছন্নছাড়া মনে হয় এবং ওঁকে ভর্তি করা সম্বন্ধে তিনি বিশেষভাবে চিন্তিত হন। কিন্তু তাঁর কাছ থেকে একেবারে 'না' এই কথাটি না শুনতে পাওয়ায় উনি তাঁর অফিসঘরেই অপেক্ষা করতে থাকেন। অন্যান্য ছাত্রদের তাঁদের নির্দিষ্ট শ্রেণীতে পাঠানো হচ্ছে দেখে উনি ক্রমশঃ আরো হতাশ হ'য়ে পড়তে থাকেন। অবশেষে মিস্ ম্যাক্‌কী বলেন, "পাশের আবৃত্তি করার ঘরটাকে ঝাঁট দিতে হবে। ঝাঁটা নিয়ে ওটি ঝাঁট দিয়ে এসো।"

তরুণ বুকার জানত' এইটিই তাঁর প্রবেশিকা পরীক্ষা। উনি শুধু একবারই ঝাঁট দেন না—সমস্ত আসবাবপত্র সরিয়ে তিন তিনবার ঝাঁট দিয়েছিলেন। তারপর আবার সমস্ত আসবাবপত্র যথাস্থানে রেখে

ঝাড়ন দিয়ে চারবার মুছলেন। কাজ শেষ হওয়ার পর প্রধানা শিক্ষয়িত্রীকে খবর দিলেন উনি। তিনি তাঁর ধবধবে রুমালটা বার করে কাঠের আসবাবপত্রের উপর ঘসেন—কিন্তু এক কণাও ধুলো বা ময়লা খুঁজে পান না। উদগ্রীব কাফ্রী তরুণটির দিকে শান্তভাবে তাকিয়েই তিনি বলেছিলেন, "আমার মনে হয়, এই বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার তুমি উপযুক্ত।"

মিস্ ম্যাক্‌কী ওঁকে ঘর দোর তদারকের কাজ দিলেন। অনেক রাত পর্যন্ত কাজ ক'রে উনি ঘরগুলোকে পরিষ্কার রাখতেন, এবং আবার ভোর বেলাতেই উঠে আগুন জ্বালাতেন। এরই মাঝে বুকার টি পেলেন তাঁর বিদ্যাশিক্ষা এবং ইঁট তৈরীর কাজে দক্ষ হয়ে উঠলেন। এই সময় ভাল করে পড়তে ও পরিষ্কার ক'রে কথা বলতে শেখেন। প্রতিদিন স্নান করা এবং বিছানা পেতে শোবার অভ্যাসও তাঁর হয়। ওঁকে আরও সাতটি তরুণের সাথে এক ঘরে শুতে দেওয়া হয়েছিল। এর আগে যে তিনি কোন দিন চাদর পেতে শোননি, তাই চাদর ব্যবহার করতে জানতেন না—এ আর তিনি ওদের জানতে দিতে চাননি। প্রথম রাত্রে বুকার টি, দুটো চাদরই গায়ে দিয়ে ঘুমোলেন। দ্বিতীয় রাত্রে তিনি দুটোই পেতে ঘুমোলেন। এই ভাবেই অবশেষে তিনি শিখলেন যে একটা চাদর পেতে আর একটা গায়ে দিয়ে শোওয়া উচিত। ১৮৭৫ সালে উনি কৃতিত্বের সঙ্গে অনার্স নিয়ে হ্যাম্পটন বিদ্যালয় থেকে গ্রাজুয়েট হন।

হ্যাম্পটন বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা জেনারেল আর্মষ্ট্রং এবং আর আর সমস্ত শ্বেতকায় শিক্ষকমণ্ডলী, মুক্ত কাফ্রীদের বিদ্যাশিক্ষায় সাহায্যের জন্য দক্ষিণে এসেছিলেন।—তাঁদের কঠোর পরিশ্রম, আত্মত্যাগ, সহানুভূতি এবং ছাত্রদের (যাদের অনেকেই তাঁদের চেয়ে বয়সে বড়

ছিলেন) সমস্যাগুলি হৃদয়ঙ্গম করতে পারার প্রয়াসের দ্বারা তরুণ বুকার টি-র ওপর তাঁদের এক বিরাট প্রভাব পড়ে। নিউ ইংলণ্ডবাসী ধর্মভীরু মিস্ ম্যাক্‌কী অবসর সময়ে স্বয়ং বুকার টি-র সঙ্গে ঘর পরিষ্কার করতেন এবং জানলা ধুতেন। এই সমস্ত শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীর সম্বন্ধে বুকার টি লিখেছেন "কি অসাধারণ মানুষ ছিলেন এঁরা। এঁরা ছাত্রদের জন্য দিনে এবং রাত্রে কাজ করেন, সময়ে এবং অসময়ে কাজ করেন।...যুদ্ধের পরে কাফ্রীদের শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে মার্কিন শিক্ষকদের ভূমিকা একদিন নিশ্চয়ই লেখা হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। আরও বিশ্বাস করি যে এই কাহিনীই হবে এদেশের ইতিহাসের সবচেয়ে রোমাঞ্চকর অংশ।"

বিদ্যালয়ে আর ছাত্র ভর্ত্তি করার স্থান নেই। তবুও প্রতিষ্ঠাতা জেনারেল আর্মষ্ট্রং কোনও নতুন ছাত্রকে ফিরিয়ে দিতে চান না। তিনি জানতে চাইলেন তাঁবু খাটিয়ে কারা স্বেচ্ছায় সমগ্র শীতকাল ঐ তাঁবুর ভেতর বাস করতে রাজী আছে। প্রায় সমস্ত ছাত্রই প্রস্তাবে রাজী হয়েছিল, তাঁর প্রতি এত বেশী ভালবাসা তাদের। সেই বছর সেই ভীষণ শীতে যারা তাঁবুতে বাস করেছিলেন, বুকার টি তাদেরই একজন। ঐ তাঁবুগুলো মাঝে মাঝে আবার রাত্রে উড়ে যেত'। কিন্তু প্রতিদিন প্রভাতেই জেনারেল ঐ তাঁবুগুলোর ভেতরের তরুণদের দেখতে আসতেন। তাঁর প্রফুল্ল ও প্রেরণাময় গলার আওয়াজ তাদের সমস্ত হতাশাময় অনুভূতিকে দুর করে দিত। বুকার টি-ও জেনারেল আর্মষ্ট্রং হতে চাইতেন। তাই তিনি শিক্ষকই হয়েছিলেন—নিপীড়িত-দের একজন শিক্ষক।

হ্যাম্পটনে শিক্ষা শেষ করার পর উনি ম্যালডেনের বাড়িতে ফিরে যান। সেখানে সকাল ৮টা থেকে আরম্ভ ক'রে রাত্রি দশটা

পর্যন্তও পড়াতে থাকেন। যে তরুণটি তাঁকে পড়িয়েছিলেন, তিনি তখন আর সেখানে ছিলেন না, সুতরাং বুকার টী-ই একমাত্র শিক্ষক। তাঁর রাত্রের ক্লাশগুলোও ছিল দিনের ক্লাশগুলোর মতই ছাত্রবহুল, কারণ বহু খেটে খাওয়া লোক তখন শিক্ষালাভ করতে আসত। রবিবারে উনি দু'জায়গায় স্কুলের ব্যবস্থা করেন—একটি শহরের মধ্যে, আর একটি গাঁয়ের মাঝে।

ইতিমধ্যে তিনি কিছু সংখ্যক তরুণকে পৃথক করে পড়ান সুরু করেন। তিনি এদের এমনভাবে শিক্ষা দিলেন যাতে নিজে হ্যাম্পটনে চলে গেলে কোন অসুবিধা না হয়। কিছুদিন পরে সত্যই তিনি হ্যাম্পটনে ফিরে গিয়েছিলেন। বুকার টি বিশেষ ভাবেই চেয়েছিলেন তাঁর দাদাকে শিক্ষা দিতে। ইনি তখনো পর্যন্ত একটা খনিতে কঠোর শ্রমের কাজ করতেন। বুকার তাঁকে পড়তে শেখালেন এবং হ্যাম্পটনে যেতে উৎসাহিত ক'রলেন। বস্তুতঃ বুকার যে সমস্ত ছাত্রদের ম্যালডেন থেকে হ্যাম্পটনে পাঠাতেন তাঁরা এত সুন্দর ফল করত যে এঁরা খুব ভাল শিক্ষক পেয়েছে বলে আর্মষ্ট্রং-এর বদ্ধ ধারণা হল। ফলে হ্যাম্পটনে শিক্ষক হবার জন্যে এবং একশ রেড ইণ্ডিয়ান বাসিন্দাসহ একটী ছাত্রাবাস তদারকির কাজ গ্রহণ করবার জন্য বুকার টি-কে আহ্বান জানালেন। বুকার টি এবং রেড ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে বেশ প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। কাফ্রী ছাত্রেরা 'লাল লোকদের' সহৃদয়তার সঙ্গেই স্বাগতম জানায়, নিজেদের কক্ষ-সঙ্গী করে নেয় এবং তাদের ইংরাজি শিক্ষায় সাহায্য করে। আমেরিকায় বেশ কয়েক বছর ধরে কাফ্রী এবং রেড ইণ্ডিয়ান ছাত্রদের জন্যে হ্যাম্পটন ছিল শীর্ষস্থানীয় বিদ্যালয়। তরুণ বুকার টি সেখানে রেড ইণ্ডিয়ানদের কাছে পিতার মর্যাদা পেলেন।

এদিকে ১৮৮১ সালে দক্ষিণের কৃষ্ণাঙ্গ অধ্যুষিত অঞ্চল অ্যালাবামার সুদূর টাসকেগীতে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার জন্য তাঁকে আহ্বান জানানো হয়। একজন কাফ্রী চর্মকার ও একজন শ্বেতকায় ব্যাঙ্ক মালিক জেনারেল আর্মষ্ট্রংকে লেখেন—ঐ কাজের জন্য একজন কাউকে পাঠিয়ে দিতে। আর্মষ্ট্রং বুকার টি ওয়াশিংটনকে পাঠিয়ে দেন। একটি ভাঙ্গাচোরা গীর্জার মধ্যে পনের থেকে চল্লিশ বছর পর্যন্ত বয়সের ত্রিশজন ছাত্র নিয়ে টাসকেগী ইনষ্টিটিউটের কাজ সুরু হয়। সেখানে বুকার নিজেই ছিলেন একমাত্র শিক্ষক। শিক্ষার কোন রকমের সরঞ্জাম ছিলনা—এরই মধ্যে শত শত বুভুক্ষু, আগ্রহশীল লোক, যারা চায় শুধু জ্ঞান সঞ্চয় ক'রতে, তাদের নিয়েই তিনি কাজে প্রবৃত্ত হ'লেন। ছাদে প্রথমে এত ফুটো ছিল, যে বৃষ্টির সময় অন্য সবাই যখন পড়া বলত তখন এক জন ছাত্রকে শিক্ষকের মাথায় ছাতা ধরে থাকতে হোত। অ্যালাবামা রাজ্য-পরিষদ শিক্ষকদের মাহিনার জন্যে ২০০০ ডলার মঞ্জুর করেছিল বটে, কিন্তু বাড়ি বা জমির জন্য কিছুই দেয় নি। সুতরাং বুকার টি এবং তাঁর ছাত্ররা মনস্থ করলেন চাঁদা তুলে জমি কিনে বিদ্যালয় গৃহ তৈরী করবেন, আর তাঁরা করেওছিলেন। ভিত পত্তন ক'রে নিজেরাই তাঁরা ইঁট তৈরী করে বাড়ী গেঁথেছিলেন। প্রথমে যেখানে ছিল একটা মাত্র ছাদ-ভাঙ্গা কোঠা, সেখানে অনেকগুলো সুন্দর বাড়ী তৈরী হল। একজন শিক্ষক থেকে একশ'র চেয়ে বেশী শিক্ষক, ত্রিশজন ছাত্র থেকে তিন সহস্র ছাত্র দাঁড়াল সেখানে। ক্রমশঃ টাস্কেগী বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত বৃত্তিমূলক বিদ্যালয় হিসাবে গড়ে উঠল। সেই সঙ্গে বুকার টি-ও ক্রমশঃ আমেরিকার সবচেয়ে বিখ্যাত নিগ্রো নাগরিক হয়ে উঠলেন।

বুকার টি'র বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার এক বছর পরে ২৫৫ জন কাফ্রীকে

দক্ষিণে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল। কু ক্লুক্স ক্ল্যানের বিভীষিকার রাজত্ব সুরু হল সেখানে। যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানে এক সংশোধনীর ফলে মুক্ত ক্রীতদাসরা স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে ভোট দেবার যে অধিকার পেয়েছিল রাজ্য সরকার আইন করে তা বাতিল করে দিলেন। পূর্ব সংস্কার ও দারিদ্র্য, অজ্ঞানতা ও নিরাশার অন্ধকারে যেন হারিয়ে গেল সম্ভ মুক্তের দল। অ্যালাবামার মাঝখানের এক একক শিক্ষকের পক্ষে এই অবস্থায় কি সাহায্যই বা করা সম্ভব? প্রথমেই কাফ্রীদের শেখাতে হবে, তারা যাতে ভাল করে কাজ করতে পারে, নিজেদের পরিচ্ছন্ন রাখতে পারে, সুস্থ রাখতে পারে। তাদের যেন আত্মসম্মান জ্ঞান থাকে। তাদের শিখতে হবে কেমন করে উন্নত করা যায় তাদের নিজেদের গৃহের অবস্থা, তাদের গৃহাঙ্গনের অবস্থা, এবং তারা যেখানে থাকবে কেমন করে সেখানে চাষ আবাদ করা যেতে পারে—এও তাদের শিখতে হবে। এও একটি কারণ যার জন্য বুকার টি চেয়েছিলেন তাঁর ছাত্ররাই তাদের নিজেদের বিদ্যালয় নির্মাণ করুক—যাতে তারা নিজেদের হাতে বাড়ী গড়া শিখতে পারে, পরের ওপর নির্ভরশীল না হতে হয়। এরই জন্য বিদ্যালয়ে প্রথমে যে জমি কেনা হয়েছিল তার কিছুটা তিনি খামার হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন। শীঘ্রই তিনি কিছু গরু, মোষ প্রভৃতি কেনেন এবং পশুপালন সম্বন্ধে ছাত্রদের শিক্ষা দেন। এসবেরই পিছনে ছিল নিজের হাতে কাজ করার গর্ব এবং সেই—"এক অসাধারণ পদ্ধতিতে অতি সাধারণ কাজ" শিক্ষার গর্ব। তিনি অতি সত্বর তাঁর বিদ্যালয়টিকে সমাজের প্রয়োজনের উপযোগী করে, দরিদ্র, অশিক্ষিত গ্রাম্য লোকেদের প্রয়োজনের উপযোগী করে গড়ে তুলতে আরম্ভ করলেন। সেই সঙ্গে তিনি তাঁর ছাত্রদের এমনভাবে গঠন করলেন যাতে তারা সেই সমস্ত ফসল

ফলানো অঞ্চলে ফিরে গিয়ে সেখানকার মানুষদের দেখাতে পারে--কিভাবে কৃষিকর্মের মাঝে, এবং সেই সঙ্গে মানুষের প্রবুদ্ধ জীবন, নৈতিক জীবন এবং ধর্মজীবনের মধ্যে নতুন প্রেরণা এবং নতুন চিন্তাধারা প্রয়োগ করা যায়। কৃষিকর্ম ও গৃহকর্ম হাতে কলমে শিক্ষা দেওয়ার পদ্ধতি টাস্‌কেগী বিদ্যালয়তেই প্রথম। তাছাড়া এ'দের ছিল 'চলমান বিদ্যালয়'—একটা ট্রাকে ক'রে বই, যন্ত্রপাতি এবং শিক্ষকদের দূরের গ্রামে নিয়ে গিয়ে কাজ করা হোত।

বুকার টি প্রথম থেকেই গ্রামাঞ্চলের শ্বেতকায় এবং কাফ্রী উভয় সম্প্রদায়ের লোকদের কাছ থেকেই সাহায্য ও পরামর্শ পেয়েছিলেন। এমন কি সবচেয়ে যারা গরীব এবং সবচেয়ে বৃদ্ধ কাফ্রী যাঁদের জীবনের প্রায় সবকটি দিনই দাসত্বের মধ্যে কেটেছে, তাঁরাও রেজকী, আক্, তোষক এবং তুলো প্রভৃতির উপহার নিয়ে টাস্‌কেগীতে আসতেন। একদিন এক বৃদ্ধা—সত্তর বছরের ওপর বয়স, পরনে জীর্ণ বস্ত্র, বেতের লাঠির ওপর ভর দিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে অধ্যক্ষের অফিস ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়ালেন। হাতে তাঁর একটি ঝুড়ি। বললেন, "মিঃ ওয়াশিংটন, ভগবান জানেন, আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ দিনগুলিই দাসত্বের মধ্যে কেটেছে। ভগবান জানেন, আমি নির্বোধ, আমি নিঃস্ব। কিন্তু আমি জানি কৃষ্ণকায়দের মধ্যে ভাল ছেলেমেয়ে তৈরী করবার চেষ্টা করছ তুমি নিজে। আমার ত' কোন অর্থ নেই, কিন্তু আমি তোমাকে আমার সঞ্চিত এই ছটি ডিম দিতে চাই। এই সব ছেলেমেয়েদের তুমি এগুলি খেতে দিও।" এর পরে অনেক বড় বড় উপহার টাস্‌কেগীতে এসেছিল—অনেক ধনী এবং বিখ্যাতদের কাছ থেকে। এ্যাণ্ড্রু কারনেগী পাঁচ লক্ষাধিক ডলার এককালীন দান হিসাবে এই বিদ্যালয়কে দিয়েছিলেন। কিন্তু এই বৃদ্ধা মহিলার

উপহার—ঐ ছ'টি ডিমের চেয়ে আর কোন উপহারই বুকার টি-কে বেশী অভিভূত করতে পারেনি।

বুকার টি যাদের শিক্ষা দিতেন বা যাদের সঙ্গে তিনি বসবাস করতেন, তাদের সংস্পর্শ কখনও ত্যাগ করতেন না। এমন কি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন হওয়ার পরও তিনি তা করেননি। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট ম্যাক্‌কীন্‌লে এবং তাঁর মন্ত্রণা পরিষদ টাস্‌কেগী দেখতে এসেছিলেন। প্রেসিডেণ্ট থিয়োডোর রুজভেণ্ট বুকার টি'কে হোয়াইট হাউসের ভোজসভায় নিমন্ত্রণ করেছিলেন; ইংলণ্ড ভ্রমণের সময় বুকার টি উইণ্ডসর ক্যাসেলে রাণী ভিক্টোরিয়ার অতিথি হবার সম্মান পেয়েছিলেন। বুকার টি, আজীবন টাস্‌কেগীর অধ্যক্ষ ছিলেন। যখনই তিনি টাস্‌কেগীতে আসতেন, উনি যোগ দিতেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে চাষীদের বৈঠকে, ওদের সঙ্গে সারাদিন ধরে গল্প, হাসি ঠাট্টা এবং খাওয়া দাওয়া ক'রতেন তিনি। তাদের সমস্যা সমাধানে সাহায্য করতেন। সম্ভবতঃ এর কারণ—ফিফ্‌থ এ্যাভেনিউর বিরাট অট্টালিকাতেও ওয়াশিংটন যেমনি ভাবে থাকতে পারতেন, ঠিক তেমনি মনের আনন্দে থাকতে পারতেন কৃষ্ণকায় ভাগচাষীদের খুপরিতেও। তিনি যেন আমেরিকার শ্বেতকায় এবং কৃষ্ণকায় মানুষদের মধ্যে এক যোগসূত্র পেয়েছিলেন। টাস্‌কেগীর শিক্ষাব্রতী হিসাবে তিনি বিশিষ্টতা অর্জন করেছিলেন। কিন্তু বর্ণ সমস্যা-বিষয়ক রাজনীতির সমাধানে যে ভূমিকা তিনি গ্রহণ করেছিলেন তজ্জন্য তিনি অধিকতর খ্যাতিমান হয়েছিলেন। ওঁর পরিণত বয়স্ক জীবনের বেশীর ভাগ সময়ই কাটে আমেরিকার বর্ণসম্বন্ধীয় সবচেয়ে সমস্যাসঙ্কুল অবস্থার মধ্যে। নতুন স্বাধীনতাপ্রাপ্ত কাফ্রীরা এগিয়ে যাওয়ার জন্যে দৃঢ়সংকল্প হয়েছে, কিন্তু কিছু সংখ্যক শ্বেতকায় আমেরিকান দৃঢ়ভাবেই বাধা দিতে চায় তাদের

অগ্রগমনে। আবার শ্বেতকায় এমন শিক্ষকও ছিলেন যাঁরা সুদূর দক্ষিণে গিয়েও কাফ্রী ছাত্র পড়িয়ে তাঁদের জীবন উৎসর্গ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ওদিকে দক্ষিণে আবার কু ক্লুক্স ক্ল্যানরাও ছিল। তারা বিদ্যালয় গৃহ পুড়িয়ে দিয়ে শিক্ষকদের পালিয়ে যেতে বাধ্য ক'রত। রাত্রিতে কুক্লুক্স ক্ল্যানের লোকেরা সাদা পোষাকে আপাদ মস্তক মুড়ে ঘোড়ায় চরে বেরোতো আর কাফ্রী এবং তাদের শ্বেতকায় বন্ধুদেরও সন্ত্রস্ত ক'রে তুলতো।

বুকার টি ওয়াশিংটন দক্ষিণের এই দুই বর্ণের লোকদের মধ্যে শান্তি আনবার জন্য একটা পথ বেছে নিলেন। তিনি বললেন, "দক্ষিণের কাফ্রীদের উন্নতি সাধনের কোনও আন্দোলনে সফল হ'তে গেলে, দক্ষিণের শ্বেতকায়দের কিছু পরিমাণ সহযোগিতা প্রয়োজন।" ১৮৯৫ সালে আট্‌ল্যাণ্টার কটন ষ্টেট প্রদর্শনীর উদ্বোধনে তিনি তাঁর বিখ্যাত বক্তৃতাটি এই মর্মেই করেছিলেন। হাজার হাজার শ্রোতার সামনে ওয়াশিংটন এই বলে বক্তৃতা সুরু করলেন, "দক্ষিণের লোক-সংখ্যার এক তৃতীয়াংশ হচ্ছে নিগ্রো।" তারপর তিনি তাঁর একটা গল্প বলেন। গল্পটি তিনি প্রায়ই বলতেন। সেটা এই : একটা জাহাজের পানীয় জল আর না থাকাতে সে আর একটি জাহাজকে পানীয় জল দেওয়ার জন্য খবর পাঠালো। অন্য জাহাজটি তাদের সংকেতে বললে বালতি নামিয়ে ওখান থেকেই জল তুলে নিতে। এরাও সংকেত দেয়, ওরাও সংকেত করে একই জবাব দেয়। শেষ পর্যন্ত প্রথম জাহাজটি থেকে বালতি নামিয়ে দেখা গেল তারা তখন যেখানে আছে সেখানকার জল খাওয়া যায়। ওয়াশিংটন বলে চলেন, "আমার জাতের তাঁদেরই বলি, যাঁরা........তাঁদেরই নিকটতম প্রতিবেশী দক্ষিণের শ্বেতকায় ব্যক্তিদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্বন্ধ গড়ার প্রয়োজনকে অত্যন্ত কম মূল্য

দেন, আমি তাদের বলি—তোমাদের বালতি নামিয়ে সেইখানেই খোঁজ করে দেখ যেখানে তুমি রয়েছ।" সেই সমস্ত জাতের লোক যাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত, তাদের মধ্যে বন্ধু খুঁজে নাও, সমস্ত বিষয়ে তাদের সঙ্গে মিতালী কর। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, পারিবারিক কাজে এবং তোমার বৃত্তি সর্বক্ষেত্রে তাদের সঙ্গে সহযোগিতা কর।...কোন জাতই বড় হ'তে পারে না, যতদিন না সে বুঝতে পারে যে কবিতা লেখায় তার যে সম্মান ঠিক ততটা সম্মানই জমি চাষ করায়।...কোনটাই অসম্মানের নয়। আমি আমার নিজের জাতকে বলি, শ্বেতকায়দের কথাও বলব "নামিয়ে দাও তোমার বালতি সেইখানেই যেখানে তুমি রয়েছ, নামিয়ে দাও এই আশী লক্ষ কাফ্রীর মাঝে...যারা ধর্মঘট এবং গোলমাল ব্যতিরেকেই তোমাদের জমি চাষ করেছে, বন পরিষ্কার করেছে, রেলপথ এবং সহর তৈরী করেছে এবং ভূগর্ভ থেকে ধনরত্ন নিয়ে এসেছে।" তারপর তিনি বলেন, "সামাজিক যে কোন কাজে হাতের বিভিন্ন আঙ্গুলের মতই আমরা পৃথক, কিন্তু আমাদের পারস্পরিক অগ্রগতির পথে ঐ হাতের মতই একটা জিনিস আমাদের প্রয়োজন। আমাদের সকলের প্রবুদ্ধকরণ এবং উন্নতিকরণ ব্যতিরেকে আমাদের কারুরই কোন নিরাপত্তা নেই।"

এই সময় থেকে তাঁর মৃত্যুর সময় অর্থাৎ ১৯১৫ সাল পর্যন্ত কাফ্রী নাগরিকদের সম্বন্ধে কোনও কিছু সমস্যার সৃষ্টি হলেই পৌর নেতারা বা রাজনীতিজ্ঞেরা সর্বদাই বুকার টি'র পরামর্শ নিতেন। কাফ্রী এবং শ্বেতকায়দের যে সম্পর্ক সে বিষয়ে তাঁর মতামতই সর্বাধিক গুরুত্ব পেত। বক্তৃতা দেওয়ার জন্ম দেশের সমস্ত স্থান থেকেই তাঁর কাছে আহ্বান আসত। তাঁর অ্যাটলাণ্টা বক্তৃতা নিয়ে বহুকাল দেশের মধ্যে একটা বিতণ্ডা চলেছিল। একদিকে ছিলেন যাঁরা সম্পূর্ণভাবে তাঁর অ্যাটলাণ্টায় প্রদত্ত বক্তৃতা মেনে নিয়েছিলেন, এবং তাঁর সামাজিক কর্মসূচী গ্রহণ

করেছিলেন···এবং অন্যদিকে ছিলেন তাঁরা যাঁরা ভাবতেন যে আমেরিকার জীবনের প্রতিটি অবস্থায় কাফ্রীদের সমান এবং পুর্ণ অধিকার সম্বন্ধে তিনি যথেষ্ট পরিমাণে জোর দেননি। অনেকে মনে করতেন যে, উচ্চতর আকাংক্ষাকে বাদ দিয়ে তিনি ছোটখাট সুযোগ গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন। একারণে অনেকেই তাঁকে সুবিধাবাদী বলত'। তিনি মনে করতেন, নাই মামার চেয়ে কাণা মামাও ভাল। তাই কিছু লোক বলত' তিনি নাকি আপোসকারী। তিনি বর্ণের বৈষম্য সম্বন্ধে খুব জোরালো ভাষায় প্রতিবাদ জানাননি, পরিস্থিতি বিচার করে সবচেয়ে ভাল যা করা যায় তারই পক্ষপাতী ছিলেন তিনি, এই জন্যে অনেকে তাঁকে 'টম চাচা' বলে ঠাট্টা করত। শেষ জীবনে তাঁর কার্যকলাপ সম্পর্কে গুরুতর মতবৈষম্যের সৃষ্টি হয়েছিল।

কিন্তু এই সমস্ত বিষয় সত্বেও বুকার টি-র যশ কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয়নি। তাঁর টাস্‌কেগীর বিদ্যালয় ক্রমশঃ প্রসারিত হল এবং শেষ পর্যন্ত একটা গোটা সহরের পত্তন হল সেখানে। এর প্রতিষ্ঠাতাও প্রচুর সম্মানিত হয়েছিলেন। হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে দিয়েছিল মাষ্টার অফ আর্টস ডিগ্রী এবং ডার্টমাউথ কলেজ দিয়েছিল—'ডক্টর অব ল' উপাধি। কৃতী নিগ্রো ভাস্কর, রীচম ও বারুথের তৈরী তাঁর আবক্ষ প্রতিমূর্তি নিউ ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের 'হল অফ ফেম' নামক কক্ষে স্থাপিত হয়েছে। বুকার টি ওয়াশিংটনের দেহ সেই টাসকেগী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গনেই কবর দেওয়া হয়েছে। ওখানে আজও আবাদী অঞ্চল থেকে ছেলেরা এবং মেয়েরা শিক্ষা পাবার জন্যে আসে। তাঁর চিঠি এবং লিখিত বক্তৃতাগুলি লাইব্রেরী অব কংগ্রেসে সংরক্ষিত আছে। তাঁর আত্মজীবনী "আপ ফ্রম স্লেভারী" অনেক ভাষাতেই অনূদিত হয়েছে এবং জগতের প্রায় সমস্ত পাঠাগারেই বইটি আছে।
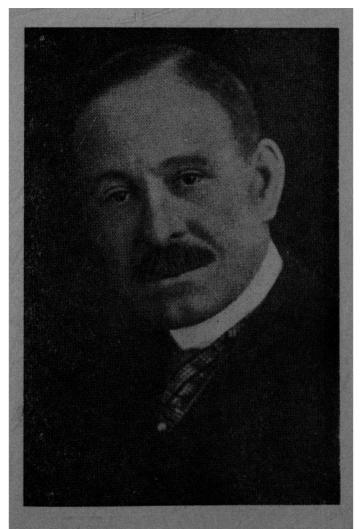
ড্যানিয়েল হেল উইলিয়ম্‌স্‌

ড্যানিয়েল হেল উইলিয়ম্‌স্‌

(কৃতী চিকিৎসক)

জন্ম—১৮৫৮ : মৃত্যু—১৯৩১

দক্ষিণ অঞ্চলে বুকার টি, ওয়াশিংটন যে সময়ে জন্ম গ্রহণ করেন, উত্তরঅঞ্চলেও সেই সময়ে জন্মগ্রহণ করেন আর একটি কাফ্রী শিশু। উত্তরকালে তিনিও খ্যাতিমান হয়েছিলেন। ১৮৫৮ সালে পেনসিলভ্যানিয়ার হলিডেস্‌বার্গে ড্যানিয়েল হেল উইলিয়ামস্‌ ভূমিষ্ঠ হন। ওঁর পিতামাতা ছিলেন স্বাধীন নিগ্রো। একটি ভাই ও পাঁচটি বোনের সঙ্গে ওঁর শৈশব আনন্দেই কেটেছে। ওঁরা যেখানে থাকতেন তার কয়েক মাইল দক্ষিণেই দেলাওয়ার এবং মেরীল্যাণ্ডে ক্রীতদাস বালক বালিকারা যে ধরণের কষ্ট এবং দুর্দশার সঙ্গে পরিচিত ছিল, এঁরা সে সমস্তর কিছুই ভোগ করেন নি। ড্যানিয়েল নিয়মিত বিদ্যালয়ে যেতেন এবং তিনি একজন বুদ্ধিমান ছাত্র বলেই খ্যাতি পেয়েছিলেন। ওঁর বাবা মারা যাওয়ার পর ওঁর মা তাঁর অন্যান্য সন্তানদের নিয়ে উইস্‌কনসিনের জেন্‌সভিলে চলে যান। অ্যানাপোলিসে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে ড্যানিয়েলকে বাস করতে হয়। পরিবারের অপর সকলের অভাবে ওঁর তখন নিজেকে খুব একা একা মনে হতো। একদিন উনি ওঁর সমস্ত পোষাক পরিচ্ছদ পুঁটুলিতে বেঁধে নিয়ে রেল ষ্টেশনে হাজির হন ; এবং সেখানে তিনি টিকিটবাবুকে বলেন যে ওঁর মায়ের সঙ্গে দেখা করবার ভয়ানক ইচ্ছা, অথচ উইস্‌কনসিনে যাওয়ার টিকিট কেনবার

সম্বল তখন ওঁর নেই। টিকিটবাবু দয়াপরবশ হয়ে ড্যানিয়েলকে ট্রেনে যাওয়ার একটি পাশ দেন। বালক ড্যানিয়েল একাকীই পশ্চিমের পথে অগ্রসর হন।

ওঁর মা ওঁকে দেখে এত খুসী হন যে পালিয়ে আসার জন্য ওঁকে কোনরূপ তিরস্কার করলেন না। এদিকে কিন্তু ড্যানিয়েল অ্যানা-পোলিসে তাঁর স্কুলের সমস্ত বইই ফেলে এসেছিলেন এবং নতুন বই কেনবার মত অর্থও ওঁর মায়ের হাতে ছিল না। তাই যখন উনি জেনসৃভীলের বিদ্যালয়ে ভর্তি হলেন তখন এই দশম বর্ষীয় বালকের একমাত্র একটি পুরাতন অভিধান ছাড়া আর কোন বই ছিল না। এই অভিধানটিকেই উনি প্রতিদিন বিদ্যালয়ে নিয়ে যেতেন এবং ক্লাসে যখনই কোনও অপরিচিত শব্দ পেতেন, ড্যানিয়েল তাঁর অভিধানে সেইটি খুঁজে নিয়ে তার তলায় দাগ দিয়ে মনোনিবেশ সহকারে সেটি পড়তেন। প্রায়ই তিনি অনেক নতুন নতুন শব্দ পেতেন যা তিনি কখনও শোনেননি। এইগুলো তিনি শিখে ফেলতেন এবং এই ভাবেই অচিরে তাঁর শব্দসম্ভার বিপুল হয়ে দাঁড়ালো। পড়তে তিনি ভাল-বাসতেন এবং ইতিহাস ও বিজ্ঞানে তাঁর ঝোঁক ছিল সবচেয়ে বেশী। গ্রামার স্কুলের পড়া শেষ হওয়ার পর উনি হেয়ার্স ক্লাসিক্যাল একা-ডেমীতে পড়েন। মা পড়াশুনায় উৎসাহ দিতেন। ওখান থেকে পাশ করার পর ড্যানিয়েলের কলেজে ভর্তি হওয়ার আর অর্থসংগতি ছিল না। তাই তিনি আইন ব্যবসায়ী হওয়ার ইচ্ছায় জেনসৃভিলের এক আইন অফিসে ঢুকলেন। তিক্ত কলহ এবং দ্বন্দ্ব থেকেই সাধারণত: মোকদ্দমার সৃষ্টি, তাই তা আর ওঁর ভাল লাগল না। অচিরেই তিনি এই উচ্চাশা ত্যাগ করলেন।

বিজ্ঞানের দিকে ঝোঁক থাকায়—ডাক্তার হবেন কিনা, এ বিষয়

উনি চিন্তা করতে থাকেন। কিন্তু বিরাট পরিবারবর্গ নিয়ে ওঁর মা ওঁকে আর্থিক সাহায্য ক'রতে অপারগ হন। সৌভাগ্যের বিষয় ওঁদের এক পারিবারিক বন্ধু—মিঃ এ্যাণ্ডারসন নামে এক নরসুন্দর এই ছেলেটির প্রতি যত্ন নিতে থাকেন এবং তাঁর সাধ্যানুযায়ী সর্বপ্রকারে এঁকে সাহায্য করেন। শীঘ্রই তরুণ ড্যানিয়েলের এক বিরাট সৌভাগ্যের উদয় হয়। ঐ ষ্টেটের সার্জন জেনারেল ডাঃ হেনরী পামার তাঁর অফিসে ও'কে নিয়োগ করেন। ওখানে উনি কাজের সঙ্গে সঙ্গেই শিক্ষালাভও ক'রতে থাকেন। ডাঃ পামারের কাছে উনি ঔষধ সম্বন্ধে অনেক কিছুই শিক্ষালাভ করেন এবং এরই ফলে দুবছর পরে উনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'য়ে ইলিনয়ের ইভানষ্টোনস্থিত নর্থ-ওয়েষ্টার্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিক্যাল স্কুলে ভর্তি হ'তে সমর্থ হন। এইখান থেকেই উনি এম, ডি, ডিগ্রী লাভ করেন। গ্রীষ্মের দিনে মিশিগান হ্রদের ওপরকার প্রমোদতরীগুলিতে অর্কেষ্ট্রা বাজিয়ে উনি পড়ার খরচের সংস্থান করতেন। ১৮৮৩ সালে ড্যানিয়েল উইলিয়ম্‌স্‌ স্নাতক হন। ছাত্র হিসাবে তাঁর অসাধারণ সাফল্যে ওঁকে শরীরবিদ্যার শিক্ষক হিসাবে নর্থওয়েষ্টার্ণ বিশ্ববিদ্যালয়েই থাকবার জন্যে অনুরোধ করা হয়। এই সময় একটা বড় বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন কাফ্রীর পক্ষে শিক্ষকতা করা ছিল অত্যন্ত অস্বাভাবিক। তাই এই নিয়োগ ছিল তাঁর অসাধারণ ক্ষমতার সত্যিকারের প্রমাণ।

তরুণ ডাঃ উইলিয়ম্‌স্‌ তাঁর ডাক্তারী পেশা আরম্ভ করেন শিকাগোর সাউথসাইড ডিসপেনসারীতে। এবং শীঘ্রই তিনি প্রোটেষ্টাণ্ট অরফ্যান এসাইলামেরও একজন ডাক্তার হিসাবে নিযুক্ত হন। তাঁর কাজকর্ম এত অসাধারণ রকমের ভাল ছিল যে মিশিগান হ্রদের ধারের এই বিরাট শহরে চিকিৎসকের বৃত্তি অবলম্বন করার কয়েক বছরের মধ্যেই

তাঁকে ইলিনয় ষ্টেট বোর্ড অফ হেল্‌থের সভ্য হওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হো'ল। সেদিনে শিকাগোর অনেক তরুণ কাফ্রী ডাক্তার হবার আকাঙ্খা পোষণ করত এবং ড্যানিয়েল উইলিয়ামও তাঁর সাধ্য অনুযায়ী তাঁদের সাহায্য করতেন। শিকাগোর কোন হাসপাতালই এঁদের শিক্ষার সুযোগ দিত না, এবং কাফ্রী মেয়েদেরও শিক্ষা নিয়ে শুশ্রূষাকারিণী হওয়ার মত ওখানে কোনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল না। শুশ্রূষা শিক্ষার জন্য একমাত্র শ্বেতকায়দেরই ছাত্রী হিসাবে ভর্তি করা হোত। ডাঃ উইলিয়ম্‌স্‌ এই নৈরাশ্যময় অবস্থার প্রতিবিধানকল্পে কিছু করবার জন্য মনস্থির করেন এবং এই সম্পর্কে অন্য সব ডাক্তার এবং সহর ও ষ্টেটের পদস্থ কর্মচারীদের সঙ্গে অনেক আলাপ আলোচনা করেন। ১৮৯১ সালে, ও'র চেষ্টার ফলে শিকাগোর দক্ষিণ দিকে প্রভিডেন্ট হসপিটালের প্রতিষ্ঠা হয়। এরই সঙ্গে সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রে কাফ্রী শুশ্রূষাকারিণীদের প্রথম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন হয়।

প্রভিডেন্ট হসপিটালে সার্জেন হিসাবে ডাঃ উইলিয়ম্‌স্‌ একদিন একটি অস্ত্রোপচার করার পরই খবরটি সংবাদপত্র মারফৎ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এই ঘটনা সম্পর্কে পৃথিবীর সমস্ত ডাক্তারী পত্র-পত্রিকাগুলোতেও লেখা হয়। এই ধরণের অস্ত্রোপচারে সাফল্যলাভ ইতিহাসে এই প্রথম। একদিন বুকে ছোরার আঘাতে গভীর ক্ষত হয়ে সমানে রক্ত পড়ছে এমন অবস্থায় একজন লোককে ইমারজেন্সী ওয়ার্ডে নিয়ে আসা হো'ল। ডাকা হো'ল ডাঃ উইলিয়ম্‌স্‌কে। উনি রুগী দেখলেন। পরের দিন উনি যখন পুনরায় তাকে দেখতে এলেন, তখন লোকটির অবস্থা আরও খারাপের দিকে। ভেতরে ভেতরে রক্তক্ষরণ হচ্ছে। কেন এমন হচ্ছে তাই জানবার জন্য ডাঃ উইলিয়ম্‌স্‌ ক্ষতটিকে উন্মুক্ত করলেন এবং প্রসারিত করলেন যাতে এই অসুবিধার

কারণ নির্ণয় ক'রতে পারেন। উনি দেখেন বস্তুতঃ লোকটির হৃৎপিণ্ডেই ছুরিকাঘাত পৌঁছেছে এবং তার সেই অপরিহার্য দেহযন্ত্রটি ফুটো হ'য়ে গেছে। লোকটি যে বাঁচবে, এ আশা কেউ করেনি। কিন্তু ডাঃ উইলিয়মস্‌ ওকে বাঁচাতে দৃঢ় সংকল্প হন। হৃৎপিণ্ডের চারিদিকে শিরার বাইরের চামড়া ছিন্ন করা হোল। অন্য ডাক্তারেরা ফরসেপ দিয়ে সেই চামড়া ধরে থাকলেন আর ডাঃ উইলিয়মস্‌ সযত্নে সেলাই করে দিলেন হৃদপিণ্ডের ছুরির ক্ষত। হৃদপিণ্ডের স্পন্দন অব্যাহত রেখে তিনি তার বহিরাবরণ যথাযথ ঠিক করে দিলেন। এই কাজে অত্যন্ত কুশলী ও সাহসী হওয়া প্রয়োজন—খুব বেশী রকমের স্নায়বিক স্থৈর্য থাকার দরকার। লোকটি বেঁচে যায়, বিখ্যাত হয়ে থাকে এই অস্ত্রোপচারটি চিকিৎসার ইতিহাসে।

এই নবীন নিগ্রো চিকিৎসকটিকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট গ্রোভার ক্লীভল্যাণ্ড ওয়াশিংটনে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্যে আমন্ত্রণ জানান। তিনি ও'কে ডিষ্ট্রিক্ট অব কলম্বিয়ায় নতুন সংস্থাপিত ফ্রীডম্যান হাসপাতালের প্রধানের পদ দিতে চান। শিকাগোর মতই ওয়াশিংটনেও ডাঃ উইলিয়মস্‌ কৃষ্ণকায় শিক্ষার্থী চিকিৎসক এবং শুশ্রূষাকারিনীদের শিক্ষার ক্ষেত্রে একই প্রকারের অভাব লক্ষ্য করেন। তাই শুশ্রূসাকারিনীদের শিক্ষার নিমিত্ত তিনি ফ্রীডম্যান হাসপাতালের সংলগ্ন একটি শিক্ষনালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ফ্রীডম্যান হাসপাতালে তিনি পাঁচ বছর ছিলেন। ঐ সময়ের মধ্যেই তিনি হাসপাতালটিকে কৃষ্ণাঙ্গ ডাক্তারদের পরীক্ষোত্তর শিক্ষালাভের উপযুক্ত ক'রে তোলেন। তিনি কেবলমাত্র একজন শল্য চিকিৎসকই ছিলেন না, একজন মহান ব্যবস্থাপক ও পরিচালকও ছিলেন। হাসপাতালের দায়িত্বভার গ্রহণ এবং শিক্ষকতার নিমিত্ত উনি নানাস্থান থেকে অনুরুদ্ধ হয়েছিলেন, কিন্তু তিনি তা

গ্রহণ না করে শিকাগোতে পুনরায় স্বাধীনভাবে চিকিৎসা সুরু করেন। অবশ্য প্রতি বৎসর একবার ক'রে ন্যাশভীলের মেহারী মেডিক্যাল কলেজে উনি অস্ত্রচিকিৎসার প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করতেন। রাজ্যের নানান জায়গা থেকে তরুণ ডাক্তারেরা তাঁর অস্ত্রোপচার দেখতে আসতেন।

১৯০৩ সালে ডা: উইলিয়ম্‌স্‌ ইলিনয়ের কুক কাউন্টি হাসপাতালের সার্জিক্যাল ষ্টাফের একজন সদস্য হন এবং পরে শিকাগোর বিখ্যাত সেণ্ট লিউক্‌স্‌ হাসপাতালের একজন এসোসিয়েট সার্জেন হন। ১৯১৩ সালে উইলিয়ম্‌স্‌ ফেলো অব দি আমেরিকান কলেজ অফ সার্জেন্‌স এই বিশেষ সম্মান লাভ করেন। অনেক বছর ধরেই তিনি আমেরিকার বড় বড় প্রায় সবকটি চিকিৎসক সম্মেলনে এবং চিকিৎসা শিক্ষালয়গুলোয় যোগ দিয়েছেন। মৃত্যুর বহুপূর্বেই ড্যানিয়েল হেল উইলিয়ম্‌স্‌ আমেরিকার সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসকদের অন্যতমরূপে গণ্য হয়েছিলেন।

হেনরী ওসায়্যা ট্যানার

হেন্‌রী ওসায়্যা ট্যানার

(এঁরই অঙ্কিত চিত্র লুক্সেমবার্গে অবলম্বিত)

জন্ম—১৮৬৯ : মৃত্যু—১৯৩৭

হেনরী ওসায়্যা ট্যানারের জীবনীতে কোন নাটকীয় ঘটনার সমাবেশ নাই, কিন্তু তাঁর অঙ্কিত চিত্রের সমাবেশ হয়েছে আমেরিকা ও ইউরোপের মিউজিয়ামগুলোতে। তিনি চেয়েছিলেন শিল্পী হতে, হয়েছিলেনও তাই। ওঁর বাবা ছিলেন আফ্রিকান মেথডিষ্ট এপিস্কোপাল চার্চের একজন বিশপ। তাই, পরিবারটি সম্পন্ন না হলেও হেনরীকে শৈশবে ক্ষুধার জ্বালা, অজ্ঞতার তমসা, কোনটাই অনুভব করতে হয়নি। পিট্‌স্‌বার্গে ওঁর জন্ম, কিন্তু ওঁর খুব কম বয়সেই ওঁকে ফিলাডেলফিয়া নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ওইখানে থেকেই উনি প্রাপ্ত বয়সে পেঁীছান। শৈশবে একদিন ফেয়ারমণ্ট পার্কে বেড়াতে বেড়াতে উনি এক শিল্পীকে পার্কের একটি দৃশ্য আঁকতে দেখেন। সেই মুহূর্তে উনি সংকল্প করলেন যে উনিও একজন শিল্পী হবেন।

হেনরী বাড়ী ফিরে ঐদিন বিকেলে সেই ভদ্রলোক যে দৃশ্যটি আঁকছিলেন তার যতটুকু তাঁর মনে ছিল, সবটুকুই একটা পুরোনো ভূগোলের পিছনে সঙ্গে সঙ্গে এঁকে ফেললেন। এরপরে শিশু অবস্থাতেই, উনি কিছু মাটি জোগাড় করে ফিলাডেলফিয়ার চিড়িয়া-খানার প্রাণীদের প্রতিকৃতি গড়তে আরম্ভ করেন। পরে সমুদ্রের কতকগুলো চিত্র দেখে উনি মুগ্ধ হন, এবং এই কারণে, বিশেষ ক'রে

সমুদ্রের দৃশ্য আঁকবার জন্যই উনি কৈশোরে আটল্যাণ্টিক সিটিতে বেড়াতে যান। ওঁর বাবা ছবি আঁকাটাকে বাস্তবক্ষেত্রে কোন কাজের নয় বলেই মনে করতেন—তাঁর মতে শিল্প হল নিষ্কর্মা ব্যক্তিদের কাজ। যাই হোক তরুণ ট্যানার পেনসিলভ্যানিয়া একাডেমী অব ফাইন আর্টসে ভর্তি হ'লেন। কিছুদিনের মধ্যেই চল্লিশ ডলার মূল্যে তাঁর একখানি ছবি বিক্রয় হলো। উনি এত' দাম পেয়ে বেশ অবাক হ'য়ে গিয়েছিলেন, কারণ পনেরো, দশ বা পাঁচ ডলারেও একখানা ছবি বিক্রী ক'রতে পারলে তিনি নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে ক'রতে পারতেন। ওঁর প্রথম দিকের আঁকা ছবিগুলোর মধ্যেও নিশ্চয়ই এমন কিছু আবেদন ছিল। কারণ, ঐ সময়ে তাঁর পনেরো ডলারে বিক্রী করা একখানা ছবিই পরে প্রকাশ্য নিলামে আড়াইশো ডলারে বিক্রী হয়।

তরুণ ট্যানার পেনসিলভ্যানিয়া একাডেমীতে তাঁর শিক্ষা সম্পূর্ণ ক'রে এ্যাটলাণ্টাস্থিত ক্লার্ক বিদ্যালয়ের ড্রইং মাষ্টারের পদ গ্রহণ করেন। ওইখানে তাঁর বেতন ছিল সামান্য। সুতরাং অর্থের সুরাহার উদ্দেশ্যে তিনি একটি ফটোগ্রাফির ষ্টুডিও খোলেন। অবসর সময়ে উনি আঁকতেন এবং 'এ লায়ন এ্যাট হোম' নামধেয় একখানি তৈলচিত্র আশী ডলার মূল্যে বিক্রী করেন। হেনরীর বাবার সহকর্মী এবং ফ্রেডরিক ডগলাসের বন্ধু, বিশপ শ্রদ্ধেয় ড্যানিয়েল এ পেইন ওঁর চিত্রাঙ্কন সম্বন্ধে আগ্রহশীল হন এবং ওঁকে প্রচুর সাহায্য করেন। তরুণ ট্যানার, বিশপের একটি আবক্ষমূর্তি গড়েন এবং তার প্রতিদানে বিশপ যুবক শিল্পীর তিনখানি চিত্র কিনে উইলবারফোর্স বিশ্ববিদ্যালয়কে উপহার দেন। ১৮৯১ সালে ট্যানারের আঁকা বহু ছবি জমে যায়। তিনি সিনসিনাটিতে নিজস্ব ছবির একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। কিন্তু ওখানে একখানা ছবিও বিক্রী হলো না। এরপর, যাই হোক শিল্পীর সমুদ্রযাত্রার

আকাঙ্খার কথা শুনে ট্যানার যাতে রোমে গিয়ে শিক্ষা লাভ ক'রতে পারেন তার জন্য একজন সহৃদয় পাদরী তাঁকে প্রায় তিন শ' ডলার দিয়ে সাহায্য করেন।

ইতালির পথে ট্যানার প্যারিসে থামেন এবং আবার যাত্রা সুরু ক'রতে ও'র বেশ কয়েকবছর কেটে যায়। পৃথিবীর এই কলাকেন্দ্রে এসে চিরদিনের শিল্পীর মতই উনিও মুগ্ধ হয়ে যান। এই কারণেই উনি ওখানে থেকে যান—প্রথমে শিক্ষা আরম্ভ করেন একাডেমী জুলিয়েনে, পরে ওই সময়ের অন্যান্য সুনিপুণ ফরাসী চিত্রশিল্পীদের কাছে। কন্‌স্‌ট্যাণ্ট, জীরোম, জিন পল লরেন্স এবং টমাস ইয়াকিন্‌সের বিশেষ প্রভাব দেখা যায় ও'র চিত্রশিল্পে। প্যারিসের সৌন্দর্য্য এবং শিল্প রচনার স্বাধীনতায় মুগ্ধ হয়ে এই তরুণ শিল্পী ছবির পর ছবি আঁকেন সেখানে বসে। কয়েক বছরের মধ্যেই তাঁর একটি তৈলচিত্র ফ্রেঞ্চ স্যালোনে সম্মান লাভ করে। ট্যানারের শিল্প প্রতিভা এই প্রথম শিল্প রসিকমহলে স্বীকৃতি পেল। গীর্জার সঙ্গে পরিবারের দিক দিয়ে নিকটতম সম্বন্ধ থাকার জন্যই হোক বা বাইবেলের বিখ্যাত গল্পগুলির সাথে তাঁর পরিচয় থাকার ফলেই হোক, এই স্ফুটনোন্মুখ শিল্পীর দৃষ্টি পড়েছিল ধর্মমূলক বিষয়গুলির ওপর। পুণ্যভূমি প্যালেষ্টাইনে তিনি প্রচুর ভ্রমণ করেছেন। ঐ সময় তিনি সেখানকার মানুষ, স্থাপত্যশিল্প, পবিত্র স্থানসমূহ ও স্মৃতি চিহ্নগুলোকে বিশেষ ভাবে নিরীক্ষণ করেন। বেশ অনেকদিন ধরেই তাঁর অঙ্কনের বিষয়বস্তু বাইবেলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ১৮৯৭ সালে ফরাসী সরকার ও'র "দি রেসারেক্‌শান অফ্‌ ল্যাজারাস" নামে খ্যাত ছবিটি কিনে নিয়ে পৃথিবী খ্যাত লাক্সেমবার্গ চিত্রশালায় স্থাপন করেন। জনতা এসে ভীড় ক'রে সেটিকে দেখে যায়, সমালোচক ক'রে তার প্রশংসা এবং সেই সময়

থেকেই বিশিষ্ট শিল্পী হিসাবে ট্যানারের প্রতিভা প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

১৯০০ সালে প্যারিস প্রদর্শনীতে উনি একটি সম্মানসূচক পদক লাভ করেন। ঐ বছরেই উনি ফিলাডেলফিয়ার "ওয়ালটার লিপিনকট" পুরস্কার প্রাপ্ত হন। এর সামান্য কিছুদিন পরেই উনি ইউরোপ থেকে যুক্তরাষ্ট্রের যে সহরে থেকে উনি বড় হয়ে উঠেছিলেন, সেইখানেই একটি প্রদর্শনীতে দেবার জন্য অনেকগুলি ছবি নিয়ে আসেন। কিন্তু ট্যানার তাঁর জন্মভূমিতে বেশী দিন থাকেন না। তাঁর বন্ধুবান্ধবদের তিনি বিশ্বস্তসূত্রে বলেছিলেন যে, কাফ্রী হিসাবে ইউরোপের জীবন অনেক কম অসুবিধাজনক। ওখানে স্বাধীনভাবেই চলাফেরা করা যায়—আলাদা হয়ে থাকতে হয় না। যখন উনি গ্রাম্য দৃশ্য আঁকতে যেতেন, তাঁর গাত্রবর্ণের জন্য কোনও সরাইখানায় ঘুমোতে বা থাকতে কোনও অসুবিধাই তাঁর হোত না। কাজেই তাঁর পূর্বতন ইরা এ্যালড্রিজের মতই ও'রও জীবন ইউরোপেতেই প্রস্ফুটিত হয়। প্যারিসেই তাঁর মৃত্যু হয়। ও'র সুন্দর ষ্টুডিওটি বহু অভ্যাগতেরই চিত্তাকর্ষণ ক'রত। সেদিনকার অনেক বিখ্যাত শিল্পীই ছিলেন ও'র বন্ধু। তিনি জীবিত অবস্থাতেই তাঁর আঁকা ছবি থেকে প্রচুর উপার্জন করেছেন।

ধর্ম সম্বন্ধীয় অঙ্কনে তাঁর যে দান, তার ওপরই প্রধানত তাঁর খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত। ও'রই আঁকা, বাইবেলের চরিত্রগুলির নাটকীয় ভঙ্গীমার পূর্ণরূপ, ঈশ্বরের উপস্থিতি ব্যঞ্জক আলোকের ব্যবহার, অতীন্দ্রিয়বাদ এবং বাস্তববাদের সংমিশ্রন,—সমস্তের মধ্যেই একটা সর্বজনীন আবেদন ছিল। ও'র আঁকবার পদ্ধতি অত্যন্ত কেতাদুরস্ত এবং স্বাভাবিক দেখতে হওয়ায় একজন অনভিজ্ঞ লোকের পক্ষেও বুঝতে কোনও অসুবিধা হোত না। আবার তাঁর শিল্পের উৎকর্ষতা এবং তাঁর কলানৈপুণ্যের

জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভার

জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভার

(প্রখ্যাত কৃষি বিজ্ঞানী)

জন্ম—আনুমানিক ১৮৬৪ ঃ মৃত্যু—১৯৪৩

জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভারকে টাস্‌কেজী ইনষ্টিটিউটের শিক্ষক নিযুক্ত করেছিলেন বুকার টি, ওয়াশিংটন। এটি তাঁর জীবনের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য কাজগুলির একতম। ওয়াশিংটনের মতই কার্ভারও জন্মেছিলেন দাস হয়ে। মিজুরীর ডায়মণ্ড গ্রোভের সন্নিকটে এক খামারে তাঁর জন্ম হয়েছিল। জন্মের অনতিকাল পরেই তাঁর বাবা এক মাল বোঝাই গাড়ি চাপা প'ড়ে মারা যান। জর্জের এক বছর বয়স হবার আগেই একদল ডাকাত রাত্রে এসে ওঁর মায়ের কুটির ঘিরে ফেলে। ক্রীতদাসদের গুম ক'রে নিয়ে গিয়ে দূরের অন্যান্য প্রভুদের কাছে বিক্রী কবাই এই ডাকাতদলের কাজ ছিল। বড় এক ভাই পালিয়ে গিয়ে ধরা পড়ার হাত থেকে বেঁচে যায়। কিন্তু ছোট্ট জর্জ এবং তাঁর মাকে ঘোড়ার ওপর বেঁধে ডাকাতরা ওজাক পর্বতমালা পেরিয়ে আরাকানসাসে নিয়ে যায়। কেউ জানে না জর্জের মায়ের কি গতি হয়েছিল। কিন্তু তাঁদের মনিব মোজেস্ কার্ভার ওঁদের খোঁজে একজন লোক পাঠিয়েছিলেন। মোজেস্ কার্ভারের নগদ অর্থ না থাকাতে তিনি লোকটিকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, মহিলাটিকে সে খুঁজে পেলে উনি তাকে খানিকটা জমি দেবেন এবং শিশুটিকে খুঁজে পেলে একটা ঘোড়া দেবেন। বাচ্চা জর্জের হুপিং কাসি হওয়ায় বিব্রত

ডাকাতের দল ওঁকে রাস্তার মাঝে ফেলে দিয়ে ওঁর মাকে নিয়েই চলে গেল। ওঁর মায়ের আর কখনও সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। লোকটা রুগ্নশিশুটির দেখা পেয়ে তাঁকে তাঁর মালিকের কাছে ফিরিয়ে আনে। মালিকও তাকে প্রতিশ্রুতি মত একটি অশ্ব দান করেন।

কার্ভার পরিবার জর্জকে পালন করেন এবং তার নামের সঙ্গে নিজেদের পদবী জুড়ে দেন। কার্ভাররা ছিলেন দয়ালু প্রকৃতির লোক। ওঁদের অন্য কোনও ক্রীতদাস বা শিশু সন্তান না থাকাতে ওঁরা ওঁকে এবং ওঁর দাদাকে প্রায় নিজের ছেলের মতই মানুষ করেন। গৃহযুদ্ধ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দাসত্বের অবসান ঘটলেও বালক দুটি ওঁদের কাছেই থেকে যায়। ওঁর শৈশবকালে ওঁর দাদা কাজকর্ম করতেন, আর জর্জ বেশীর ভাগ সময়তেই কাছাকাছি বনে বা মাঠে ঘুরে বেড়াতেন। নিত্যই কোন না কোন অদ্ভুত শেকড় বা চারাগাছ খুঁজে এনে সেটা কি জানবার জন্যে মিসেস্ কার্ভারকে জিজ্ঞাসা করতেন। ফুলের পাঁপড়ির কেন বিভিন্ন রং, গাছের পাতার গড়ন কেন বিভিন্ন ধরণের, মৌমাছিরা কেন স্বাচ্ছন্দ্যপ্রিয়, শিশিরকণা কেন চিক্‌মিক্ ক'রে—এই সবেতেই শিশুটির যেন সাধারণের চেয়ে বেশী কৌতুহল দেখা যেত। কার্ভার পরিবার শিক্ষিত ছিলেন না বটে, কিন্তু যথাসাধ্য তাঁরা তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিতেন। জর্জের বুদ্ধি দেখে তাঁরা ওঁর জন্যে একটি বানানের বই জোগাড় করে দিয়েছিলেন। রাত্রে অগ্নিকুণ্ডের পাশে বসে জর্জ এবং ওঁর দাদা বইটা নিয়ে অর্থ উদ্ধারের চেষ্টা করতেন। কিন্তু দিনের বেলায় প্রায়ই তিনি একা একা বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াতেন, চেষ্টা করতেন কোনটা কি করে হল তা জানবার। চিন্তা ছিল তাঁর—ওক গাছের ফল থেকে কেমন ক'রে গাছ হয়, সূর্যমুখীর বীজে কেমন করে ফুল ফোটে। রোগধরা গাছকে পুনর্জীবিত করবার

জন্যে তিনি গোপনে একটি বাগান তৈরী ক'রেছিলেন। তাঁর ছোট হাতে মাটি ঘাটতে তাঁর খুব ভাল লাগত। অনেক বছর পরে তিনি বলেছিলেন, "ছেলেদের কাদামাটি থেকে সরিয়ে রাখলে তাদের খুনই করা হয়। মাটির মধ্যেই জীবনীশক্তি লুকানো।"

জর্জের বছর দশেক বয়সের সময় ওঁর বড় ভাই কাজের খোঁজে ওই খামার ছেড়ে অন্যত্র চলে যান। ফলে বালক জর্জ একমাত্র কার্ভার পরিবারের সাহায্যার্থে কাজ করার সময়টুকু ছাড়া অন্য সময় আরও বেশী নিঃসঙ্গ হ'য়ে পড়েন। মিসেস্ কার্ভার জর্জকে রান্না, ঝাড়া পোঁছা করা, এমন কি সেলাই এর কাজ পর্যন্ত শেখান। শীতকালে জর্জ অগ্নিকুণ্ডের তদারক করতেন এবং সেই সময় ছাই থেকে সাবান তৈরী করতে শিখেছিলেন। বসন্তকালে উনি সাসাফ্র্যাসের বাকল কাটতেন, আর ঔষধ তৈরী ও জিনিষপত্র স্থায়ী করার জন্যে বনের মধ্যে ঔষধি ও মশলার খোঁজে বেড়াতেন। উনি শন এবং পশম থেকে সুতো তৈরী করতেন, জুতোর জন্য গরুর চামড়া ট্যান করতেন, আবার রং তৈরীর জন্য বাকল সেদ্ধও করতেন। এই সময়ের মধ্যে উনি ওঁর নীলরং-এর বাঁধানো বানানের বই-এর প্রত্যেক শব্দটি শিখে ফেলেছিলেন। উনি শুনেছিলেন ওখান থেকে আট দশ মাইল দূরে কৃষ্ণকায় ছেলেমেয়েদের জন্যে নিওশাতে একটি বিদ্যালয় আছে। তিনি কার্ভার পরিবারবর্গের কাছে ওখানে যাবার জন্য অনুমতি চান, এবং তাঁরাও অনুমতি দেন। উনি যাত্রা করেন। ম্যারিয়া ওয়াটকিন্‌স্ নামে একজন বিপুলকায়া পরিশ্রমী কৃষ্ণাঙ্গ মহিলা ওঁকে বাড়িতে স্থান দেন এবং কাজের বদলে ওঁর খাওয়া দাওয়া ও থাকার ব্যবস্থা ক'রেন। ওঁকে তিনিও মায়ের মত স্নেহ ক'রতেন এবং ভালবাসতেন। ওঁর তরুণ জীবনের এই মাস কয়টিই সবচেয়ে সুখে কেটেছিল। বিদ্যালয়ের কাঠের ঘরে অন্যান্য

সত্তরজন ছেলেমেয়ের সঙ্গে কাঠের বেঞ্চিতে ব'সে একই শিক্ষকের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারাটাই ওঁর সবচেয়ে সুখের কারণ হয়েছিল।

ম্যারিয়া ওয়াটকিন্‌স্‌ ছিলেন ধোপানী। তিনি জর্জকে ধোলাই এবং ইস্ত্রির কাজ শিখিয়ে দেন। এটা উত্তরকালে ওর বিশেষ কাজে লেগেছিল। ম্যারিয়া ওয়াটকিন্‌স্‌ ওঁকে একটি বাইবেলও দিয়েছিলেন এবং এটিকে উনি ওঁর একটি সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ বলেই মনে ক'রতেন। সত্তর বছর ধরে যেখানেই উনি যেতেন এই বাইবেলটি থা'কত ওঁর সঙ্গে। নিওশাতে কোন উচ্চ বিদ্যালয় না থাকাতে তের বছর বয়সে উনি বলে ক'য়ে একটা গাড়ীতে চড়ে কানসাসে যান। সেখানে ফোর্ট স্কটে, উনি সহরের সবচেয়ে ধনী পরিবারের পরিচারক হয়ে কাজ করতে থাকেন এবং উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। একদিন সন্ধ্যায় মনিব তাঁকে সহরের ওদিকে এক ড্রাগষ্টোরে পাঠিয়েছিলেন। সেখানে আদালতের কাছে এক যায়গায় উনি দেখেন শ্বেতকায়দের একটি প্রকাণ্ড জনতা ঠেলাঠেলি ক'রছে। কি হ'লো, দেখবার জন্য আসতেই উনি দেখতে পান তারা জেলখানার দিকে ইঁট পাটকেল ছুড়তে আরম্ভ করে ; তারপর দরজা ভেঙ্গে এক অসহায় হতভাগ্য কাফ্রীকে রাস্তায় টেনে বার করে তাকে লাথি মেরে ও মারধোর ক'রে একেবারে মেরে ফেললে। ইতিমধ্যে অন্যান্য লোকেরা সহরের পার্কে হৈ চৈ করতে করতে বিরাট আগুন জ্বালায় এবং যখন সেই আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে তখন সেই রক্তাক্ত কাফ্রীটিকে তার মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। তরুণ কার্ভারের হৃদ্‌স্পন্দন প্রায় থেমে যায়, ওঁর পেট ভয়ানক গুলিয়ে উঠে। সেই রাত্রেই বালক তাঁর জিনিসপত্র সব কিছু পুটুলিতে বেঁধে নিয়ে সহর ছেড়ে চলে যান।

দশটি বছর ধ'রে তিনি পশ্চিমাঞ্চলে ঘুরে বেড়ান, এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায়, সহর থেকে সহরে, অপরের হয়ে তার ফসল কেটে, কখনও কাঠ কেটে, কখনও মালীর কাজ ক'রে, কখনও রাঁধুনী হয়ে। ঘুমোতেন খড়ের গাদায়, চালার মধ্যে, ঘোড়ার আস্তাবলে। যখনই তাঁর পক্ষে সম্ভব হোত তিনি গাছপালা ও ফুলের পরিচর্যা করতেন। ফুল তৈরী করার মত তাঁর নিজের কোন বাগান না থাকাতে তিনি অন্য লোকদের বাগানে যেমন যেমন ফুল দেখতেন তাই আঁকতেন। উচ্চ বিদ্যালয়ের পড়াশুনা শেষ করবার সময় কানসাসের মিনিয়াপোলিস সহরে উনি অনেক দিন ছিলেন। ঐখানেই এক সময় এক ভদ্রমহিলা তাঁর ধোপানীর বাড়ীর দেওয়ালে ওঁর আঁকা কতকগুলি ছবি দেখতে পান। তিনি সেগুলোর প্রশংসা করেন ও তরুণ জর্জকে অঙ্কন সম্বন্ধে উৎসাহিত করেন। তখন তিনি একজন যুবক—দীর্ঘদেহ, কাল রং, ছিপছিপে চেহারা এবং পর্যাপ্ত আহারের অভাবে ও কঠোর পরিশ্রমে ঈষৎ ন্যুব্জদেহ। নিজে ফুল আঁকতেন তিনি এবং ফুলের সম্বন্ধে তখনও কৌতুহল থাকাতে জর্জ উদ্ভিদবিদ্যা শিখতে চাইলেন।

একদিন একখানা খবরের কাগজে কার্ভার কানসাসের ওল্যানথে-স্থিত হাইল্যাণ্ড ইউনিভারসিটি নামে ধর্ম সম্বন্ধীয় কলেজের এক বিজ্ঞাপন দেখতে পান। উনি সেখানে উচ্চ বিদ্যালয়ে নিজকৃতিত্বের বিবরণী পাঠিয়ে দেন। কলেজ থেকে জবাবে তাঁর শিক্ষার মানের উচ্চ প্রশংসা করা হয় এবং তাঁকে ভর্তি করা হবে জানান হয়। সুতরাং বসন্তকালে উনি পড়ার জন্য তৈরী হয়ে সহরে যান। কিন্তু যখন তিনি ভর্তি হবার জন্য অফিসে উপস্থিত হলেন, কলেজের ভারপ্রাপ্ত ধর্মযাজক ওঁর দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে বললেন "কই, আমরা ত' এখানে কাফ্রীদের ভর্তি করি না।" তিনি কার্ভারকে ভর্তি হতে দেন না। হতাশ তরুণ তাই

পশ্চিমের সমতলভূমিতে ঘুরে ঘুরেই বেড়ান। অবশেষে উনি সরকার থেকে সন্থ বিলি করা জমি নিয়ে আবাসিক হ'য়ে পড়েন। কিন্তু অজিত সত্বের ইচ্ছামত উন্নতি করার মত যন্ত্রপাতি ছিল না, কর দেওয়ার মত পয়সাও ছিল না—তাই তাঁকে জমি হারাতে হোল। তাঁর বয়স তখন পঁচিশ পার হ'য়ে গিয়েছে। জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভার কিন্তু শিক্ষা সমাপ্তির বিষয়ে তখনও দৃঢ় সঙ্কল্প। শেষকালে তিনি আইওয়ার উইন্টারসেটের নিকটবর্তী সিম্পসন কলেজে প্রবেশাধিকার লাভ করেন। পরে তাঁর সম্বন্ধে একজন শিক্ষক বলেছিলেন যে, তিনি যখন ওখানে প্রথম আসেন তখন তাঁর "ঝোলা ভর্তি ছিল দারিদ্র্য, এবং মনে ছিল সমস্ত কিছু জানবার জ্বলন্ত আগ্রহ।'

ভর্তি হবার খরচ দেওয়ার পর তরুণ কার্ভারের হাতে মাত্র দশ সেণ্ট অবশিষ্ট ছিল। তা'র পাঁচ সেণ্ট দিয়ে উনি পেষাই করা গম আর অবশিষ্ট পাঁচ সেণ্টে জমান গরুর চর্বি কেনেন। এতেই ওঁর এক সপ্তাহের খাওয়া চলে। চেষ্টা চরিত্র করে ওখানকার সওদাগরী দোকান থেকে উনি দুটি টিনের টব, একটা কাপড় কাচার পাট, কিছু নীল এবং কিছু সাবান ধারে পাওয়ার ব্যবস্থা করলেন। এরপর উনি সমস্ত ছাত্রদের জানালেন যে তিনি একাই একটি ধোলাইখানা খুলেছেন। এইভাবে জর্জ ম্যারিয়া ওয়াট্ কিন্‌সের কাছ থেকে শেখা ধোলাই এবং ইস্ত্রি করার বিদ্যা কাজে লাগিয়ে কলেজের প্রথম বর্ষের খরচার সংস্থান করেন। জর্জের খুব চমৎকার সুরেলা গলা ছিল এবং দক্ষতা ছিল পিয়ানো ও অর্গান বাজানোয়, তাই তিনি প্রকৃতি বিজ্ঞান শেখার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীত শিখতেও আরম্ভ করেন। তিনি আঁকতেও ভালবাসতেন বলে কলাবিদ্যাও শিক্ষা করেন। খুব আশ্চর্যের ব্যাপার, ছবি আঁকার বিদ্যাই তাঁর উচ্চশিক্ষা লাভের পথ

সবল ভঙ্গিমা ও'র সহযোগী শিল্পীদেরও প্রশংসা অর্জন করেছিল। ট্যানারের আঁকা ছবি "ক্রাইষ্ট ওয়াকিং অন দি ওয়াটার," "দি ডিসাই-পলস্ অন দি রোড টু বেথানী", "দি ফ্লাইট ইনটু ঈজিপ্ট". এবং "দি মিরাকুলাস্ ড্রাফ্‌ট্ অফ্ ফিশেস্" এইগুলি সবই ধর্ম গ্রন্থের বহুল পঠিত বিভিন্ন অংশের আবেগময় ছবি। ট্যানার যেখান থেকে শিল্পী হওয়ার প্রথম স্বপ্ন দেখেছিলেন, সেই স্থানের অনতিদূরে ফেয়ারমণ্ট পার্কের ফিলাডেলফিয়া মেমোরিয়াল হ'লে অবলম্বিত রয়েছে তাঁর "দি অ্যানান-সিয়েশন" নামধেয় সুন্দর একখানি চিত্র।

প্রশস্ত করে দেয়। গাছপালা এবং মাটি সম্বন্ধে ওঁর গভীর আগ্রহ দেখতে পেয়ে শিল্পকলার শিক্ষিকা তাঁর ভাইকে চিঠি লিখেছিলেন। তাঁর ভাই ছিলেন এমস্‌-এর আইওয়া ষ্টেট কলেজের কৃষিবিদ্যার অধ্যাপক। ওখানকার কৃষিবিভাগ ছিল চমৎকার। এই শিক্ষিকার মাধ্যমেই কার্ভার সেখানকার ক্লাশে ভর্তি হন এবং ঐ বিদ্যালয় থেকে কাফ্রীদের মধ্যে উনিই প্রথম স্নাতক হন।

কিন্তু আইওয়া ষ্টেট কলেজেও তাঁকে অসুবিধায় পড়তে হয়েছিল। ওখানে কৃষ্ণকায় ছাত্র ছিল না বললেই হয়। ছাত্রাবাসে কার্ভার কোনও ঘর পান নি। তারপর যখন তিনি ছাত্রদের খাবার ঘরে যেতে গেলেন, ওঁকে বের ক'রে দেওয়া হো'ল। কিন্তু তিনি দৃঢ় সংকল্প হয়েছিলেন যে কিছুতেই নিরাশ হবেন না, তাই তিনি খাবার ঘরের বেয়ারার কাজ নিলেন। এর দরুণ তিনি সেখানে বিনাব্যয়ে খাবার সুযোগ পেলেন। মহানুভব শিক্ষকেরা বা ছাত্রেরা প্রায়ই তাঁকে পুরোনো পোষাক অথবা অর্থ দিয়ে সাহায্য করতে চাইতেন, কিন্তু তিনি কখনও কারুর কাছে থেকেই দান গ্রহণ ক'রতেন না। যা কিছুই তিনি পেতেন তার প্রতিদানে সর্বদাই তিনি কিছু করতে চাইতেন। উদ্ভিদপ্রীতি এবং অঙ্কণ প্রীতির সমন্বয় ঘটেছিল তাঁর মধ্যে। এই দুই গুণের সমাবেশের ফলে তাঁর ষ্টিল লাইফ ছবিগুলি খুব ভাল হোত। আইওয়া রাজ্য শিল্প প্রদর্শনীতে তাঁর ছবিগুলির কয়েকটি পুরস্কার লাভ করেছিল, চারটি ছবি শিকাগো'র বিশ্বমেলায় পাঠানো হয়েছিল। জর্জের স্নাতক হওয়ার গবেষণার বিষয় ছিল "প্লাণ্ট্‌স্‌ এ্যাজ মডিফায়েড বাই ম্যান।" বিদ্যাবত্তায় তিনি তাঁর ক্লাসে সর্বশ্রেষ্ঠ ফললাভ করেন। ১৮৯৪ সালে তিনি যখন স্নাতক হন, তার মধ্যেই তিনি তাঁর সহপাঠিদের এত প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন যে তাঁকেই তাঁরা "ক্লাস পোয়েট" (সভাকবি)

মনোনীত করেছিল। যে খাবার ঘর থেকে তাঁকে প্রথমে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল তিনি সেই ঘরেই তাঁর সহপাঠিদের সঙ্গে স্নাতক হবার পর ভোজ খেয়েছিলেন।

এম, এ, ডিগ্রী পাওয়ার জন্য কার্ভার এম্‌সে আরও দুবছর পড়াশুনা করেন এবং ঐখানেই উনি উদ্ভিদ বিজ্ঞানের সহকারী শিক্ষক হন এবং গ্রীন হাউসের (উদ্ভিদ চাষের ক্ষেত্রের) ভার পান। ইতিমধ্যে দক্ষিণের নিগ্রোদের অনেকগুলো কলেজ থেকে ওঁর কাছে চাকরীর প্রস্তাব আসে। এম্‌সের একজন অধ্যাপক এই সমস্ত অনু-রোধের উত্তরে লেখেন, "মিঃ কার্ভারকে আমি আমাদের শিক্ষক মণ্ডলী থেকে হারাতে চাইনা।.........মিশ্রসার ব্যবহারে এবং উদ্ভিদ উৎপাদনে তিনিই, সবদিক দিয়ে, আমাদের যত ছাত্র আছে তাদের মধ্যে সর্বাধিক যোগ্যতাসম্পন্ন। কন্‌জারভেটারীরই হোক, উদ্যানেরই হোক বা ফলের বাগানেরই হোক আব খামারেরই হোক সমস্ত উদ্ভিদ সম্বন্ধেই তাঁর যা আগ্রহ এবং ভালবাসা তার তুলনা আমরা আর কারও মধ্যে পাই নি।" কিন্তু ১৮৯৬ সালে তাঁর দ্বিতীয় ডিগ্রী (এম, এ) পাওয়ার পরই বুকার টি, ওয়াশিংটন আইওয়া ষ্টেট কলেজে এসে দেখা ক'রলেন ওয়াশিংটন কার্ভারের সঙ্গে। উনি ওঁকে টাস্‌কেজি ইনষ্টিটিউটের কৃষিবিভাগের অধ্যক্ষ, কৃষি গবেষণাগারের ডিরেক্টর এবং প্রকৃতি বিজ্ঞানের শিক্ষক হবার আমন্ত্রণ জানালেন। প্রচুর কাজ করতে হবে সেখানে, তবুও দক্ষিণের এই বর্ধমান বিদ্যালয়ের নানা সমস্যার জটিলতা থেকে মুক্ত করবার জন্যে কার্ভার টাস্‌কেজীতে চাকরী নেন এবং জীবনের বাকি সময়টুকু ওইখানেই কাটান। টাস্‌কেজীতেই উনি অবশেষে বুকার টি, ওয়াশিংটনের মতই বিখ্যাত হয়ে ওঠেন।

দুজনের মধ্যে প্রচুর পার্থক্য ছিল, তবুও অনেক মিল ছিল

দুজনের। উভয়েই কষ্টের মধ্যে দিয়ে মানুষ হয়েছিলেন। দুজনেই নিজের হাতে কাজ করার ওপর আস্থাবান ছিলেন এবং সেইভাবে কাজ করতেও ভাল বাসতেন। দুজনেরই মৃত্তিকার প্রতি এবং সকল রকম জীবন বৃদ্ধির প্রতিই ছিল গভীর দরদ। দুজনেই অর্জিত জ্ঞান অপরকে শেখাতে চাইতেন। কিন্তু জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভার ছিলেন লাজুক প্রকৃতির এবং শান্ত। বুকার টি ওয়াশিংটন তখন একজন জননেতা—বিরাট শ্রোতৃমণ্ডলীকে অভিভূত করার মত একজন বক্তা—এবং অনেকের সাথে কাজ করতে অভ্যস্ত একজন কর্মনিয়ন্ত্রা। কার্ভার একা একাই কাজ পছন্দ ক'রতেন এবং পরে তাঁর সাধনার ফল জগৎ সমক্ষে উপস্থাপিত ক'রতেন। টাস্‌কেজীর অধ্যক্ষ এ জিনিষ বুঝতে পেরে এই নূতন শিক্ষককে তাঁর নিজস্ব রসায়নাগার করে দিয়েছিলেন এবং একটি শোবার ঘর দিয়েছিলেন। কার্ভার সেই একটি ঘরে শুয়ে এবং আর একটি ঘরে কাজ করেই তাঁর দীর্ঘজীবনের বাকি দিনগুলি টাস্‌কেজীতেই কাটিয়ে গেলেন। ম্যারিয়া ওয়াটকিন্‌স্‌ তাঁকে যে বাইবেলখানি দিয়েছিলেন সেটিও তিনি টাস্‌কেজীতে এনেছিলেন এবং তাঁর শোবার ঘরের টেবিলে রাখতেন। কলেজের পড়ার বইগুলোও তিনি সঙ্গে করে এনেছিলেন। কিন্তু কার্ভার যখন তাঁর গবেষণাগারে কাজ করতেন তখন তিনি সঙ্গে কোনও বই নিতেন না। প্রতিদিন প্রভাতে সূর্যোদয়ের আগে তিনি তাঁর গবেষণাগারের পেছনে বনের মধ্যে একটা গাছের গুড়ির ওপর বসে নিভৃতে ঈশ্বরের সাথে কথা বলতেন। তার পর ছাত্রদের পড়ানর সময়ের আগে পর্যন্ত একাই কাজ ক'রে চলতেন। কার্ভারের টাস্‌কেজীর ছোট্ট গবেষণাগার থেকে কৃষি-রসায়নবিদ্যার যে সমস্ত ফরমুলা বার হয়েছে তা সমস্ত

দক্ষিণাঞ্চল তথা সমগ্র আমেরিকা, এমন কি সমগ্র পৃথিবীকে পর্যন্ত সমৃদ্ধ ক'রে তুলেছে।

টাস্‌কেজী ছিল দক্ষিণাঞ্চলের তুলা চাষের এলাকার অন্তর্ভুক্ত। ওখানে প্রত্যেকেই বাড়ির পৈঠে পর্যন্ত সমস্ত জমিতে তুলা উৎপন্ন ক'রত। তুলাই জমির যাবতীয় উর্বরাশক্তি নিঃশেষ করে দিয়েছিল। আর তা'ছাড়া আগের মত এতে তত লাভও হচ্ছিল না। এতে ঝক্কি ছিল বেশী। অন্যান্য ফসল উৎপাদন করা এবং ফসল-আবর্তনের দ্বারা জমির উর্বরাশক্তি রক্ষা করার সম্বন্ধে কৃষকদের শিক্ষাদান করাই ছিল টাস্‌কেজীর অন্যতম সমস্যা। এই বিষয়ে কার্ভার অমূল্য সাহায্য করেছিলেন। উনি ওঁদের রাঙ্গাআলু এবং মটরদানা (পীনাট) উৎপাদনের প্রত্যক্ষ উপকারিতা দেখিয়ে দেন এবং এই দুটি ফসল থেকে কি কি ধরণের লাভজনক দ্রব্য পাওয়া যেতে পারে তাও তাদের দেখান। অ্যালাবামার মাটি থেকে কি কি ধরণের প্রয়োজনীয় জিনিষ পাওয়া যেতে পারে তারই জন্য তিনি তাঁর বিখ্যাত পরীক্ষার সূত্রপাত করে-ছিলেন এই টাসকেজীতেই। এদের মধ্যে বিশেষভাবে ছিল রাঙ্গাআলু আর মটর দানা, যা ওখানে সহজেই জন্মাত। তাঁর মৃত্যুর আগেই তিনি মটর দানা বা পীনাট থেকে উপজাত নানান ধরণের পদার্থ উৎপাদনে সাফল্যলাভ করেছিলেন। এদের মধ্যে ছিল লিনোলিয়াম, বুটপালিস, বনস্পতি দুগ্ধ এবং কালি, গ্রীজ, রান্নার তেল, রং-এর উনিশ রকম বর্ণ এবং ছুটা, চাট্‌নি, শ্যাম্পু, মটর দানার মাখন এবং চীজ্‌। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পুরা এক দফা ভোজের আয়োজন করার জন্য গৃহিনীদের প্রয়োজন হ'তে পারে এই রকম একশ' রকম রন্ধন প্রণালী যে শুধু মটরদানা থেকেই করা সম্ভব তা তিনি দেখিয়ে দিয়েছিলেন।

বনের ধারের ছোট্ট পরীক্ষাগার থেকেই কার্ভার শিখেছিলেন কেমন ক'রে রাঙ্গাআলু থেকে একপ্রকার মূল্যবান রাসায়নিক রবার, ষ্টার্চ, কৃত্রিম আদা, বই জোড়বার জন্যে লেই, ভিনিগার, জুতোর কালি, কাঠ জোড়া দেবার পুডিং, দড়ি, ময়দা, কৃত্রিম কফি, গুড়, এবং আরও প্রায় একশ দ্রব্য তৈরী হ'তে পারে। পেকানগুল্ম ও তার ফল থেকে তিনি অনেক পদার্থ প্রস্তুত করেছিলেন। তিনি তাঁর ছাত্রদের শিখিয়েছিলেন কেমন করে ভুট্টাগাছের ডাঁটা দিয়ে ইনস্যুলেশন ওয়াল-বোর্ড তৈরী করা যায়। তার অন্য সমস্ত উৎপাদনের মধ্যে ছিল— করাতের গুড়ো দিয়ে তৈরী কৃত্রিম মার্বেল, কাঠের আঁশের তৈরী প্লাষ্টিক, এবং প্রচুর জন্মায় যে উইষ্টেরিয়া জাতের লতা তারই থেকে লেখবার কাগজ। তিনি দেখিয়েছিলেন যে অ্যালাবামার মাটি থেকে সমস্ত রকমের সুন্দর রং এত পরিমাণে তৈরী করা যেতে পারে যাতে মানুষের খুসীমত বর্ণচ্ছটায় পৃথিবীর সমস্ত পোষাক রঞ্জিত করা সম্ভব। "যেখানে তুমি আছ, সেইখানেই সন্ধান করে দেখ"—তাই হ'য়ে দাঁড়ায় কার্ভারের কৃষি সম্বন্ধীয় নীতি। কার্ভারের উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়—যা তোমার আছে তাই নিয়েই যা তুমি চাও তাই তৈরী কর। টাস্‌কেজীর সন্নিকটবর্তী স্থানের উৎপন্ন দ্রব্য কাজে লাগিয়ে তিনি শুধু অ্যালাবামারই উপকার করেন নি, সমস্ত জায়গার লোকেরই উপকার করেছিলেন। তাঁর মটরদানা নিয়ে গবেষণার ফলে প্রায় বিশ কোটি ডলার মূল্যের শিল্প দক্ষিণদেশে গড়ে ওঠে। তাঁকে যখন সেনেটের "ওয়েজ এণ্ড মিন্‌স্" কমিটির সম্মুখে মটর দানা নিয়ে তিনি কি কাজ করেছেন তারই ব্যাখ্যা করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়, সেই সময় সেই কর্মব্যস্ত সেনেটররা তাঁর জন্য দশ মিনিট সময় নির্দিষ্ট করেছিলেন। কিন্তু যখন কার্ভার মটরদানা থেকে কি কি তৈরী করা যায় দেখাতে

আরম্ভ ক'রলেন তখন তাঁরা এত বেশী আগ্রহান্বিত হ'য়ে উঠলেন যে তাঁকে তাঁরা দুঘণ্টা বলতে দিয়েছিলেন। কার্ভার প্রদত্ত তথ্যাদি সম্যক উপলব্ধি করে সেনেটাররা বিদেশী প্রতিযোগিতার হাত থেকে আমেরিকার মটরদানাকে রক্ষা করবার জন্য একটা পণ্যশুল্ক আইন প্রবর্তন করেন।

অনেক বিশ্ববিদ্যালয় জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভারকে সম্মানজনক ডিগ্রী প্রদান করে। এদের মধ্যে রচেষ্টার বিশ্ববিদ্যালয় দেয় ডক্টর অব সায়ান্স, সেই থেকেই উনি ডক্টর কার্ভার বলেই পরিচিত হয়ে ওঠেন। ওঁকে বৃটিশ সোসাইটি অফ আর্টসের ফেলো করা হয়। কাফ্রীদের মধ্যে উনি ওঁর অসাধারণ বুদ্ধিবৃত্তির জন্য "স্পিনগার্ন" পদক ও অন্যান্য অনেক সম্মান লাভ করেন। কিন্তু তিনি কখনও সামাজিক জীবনের আনন্দ উপভোগ করেন নি এবং বক্তৃতা দেওয়ার জন্য গবেষণাগার থেকে তাঁকে টেনে নিয়ে যাওয়া ছিল এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। ডাঃ কার্ভারকে অভিনন্দন জানাবার জন্য ১৯৩৯ সালে প্রেসিডেণ্ট ফ্র্যাঙ্কলিন ডি, রুজভেণ্ট টাস্‌কেজীতে এসেছিলেন। হেনরী ফোর্ড ওখানে গিয়ে ওঁর সঙ্গে দেখা করেন এবং তাঁরা গভীর বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হন। কিন্তু যখন টমাস অ্যালভা এডিসন ডাঃ কার্ভারকে বাৎসরিক পঞ্চাশ সহস্রাধিক ডলারের পরিবর্তে তাঁর গবেষণাগারে কাজ করতে বলেন উনি যেতে নারাজ হন। তাঁর কোন আবিষ্কার পেটেণ্ট করতেও তিনি রাজি হন নি। তিনি বলতেন, "ঈশ্বর এগুলো আমাকে দিয়েছেন, আমার নিজের জন্যে কেন আমি তা সংরক্ষিত করতে চাইব।" তিনি অর্থ সম্বন্ধে কোন চিন্তাই ক'রতেন না এবং টাস্‌কেজীতে তাঁর মাইনে বাড়ানোর ব্যাপারে কোনদিনই সম্মত হন নি। প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি প্রায়ই তাঁর মাইনে বাবদ পাওয়া চেকখানি

পর্যন্ত ভাঙ্গাতেন না। একবার কোন এক তহবিলের জন্ম তাঁর কাছে চাঁদা চাওয়াতে তিনি বলেছিলেন—তাঁর কোন অর্থই নেই। তারপর তাঁর মনে পড়ায় তিনি তাঁর মাতুরের একটা কোণের দিকে গেলেন এবং তলা থেকে একগোছা না-ভাঙ্গানো চেক্ টেনে বার ক'রে বললেন, "এই যে, এগুলো নিন। হয়ত' এগুলো এখনও চলতে পারে।"

জামা কাপড়ের ওপর তাঁর কোন ঝোঁক ছিল না, এবং কখনও ভাল ক'রে পোষাক পরতেন না। তবু যখনই তিনি তাঁর পরীক্ষাগারের অ্যাপ্রনটা খুলে একটা জ্যাকেট পরতেন, তিনি তাঁর জ্যাকেটের বোতামের ফুটোয় একটা তাজা ফুল লাগিয়ে নিতেন। তাঁর গলার স্বর তাঁর গানের সুরের মতই সবসময়েতেই উদাত্ত থাকত। উইল রজার্স এক সময় তাঁর সম্বন্ধে বলেছিলেন যে তাঁর জানা লোকেদের মধ্যে উনিই একমাত্র লোক যিনি ক্লাসে বক্তৃতা দেওয়ার স্বরের সঙ্গেই চড়া সুরে গান ধরতে পারেন। সমস্ত জীবন ধরেই কার্ভার ছবি এঁকে গিয়েছিলেন। সময় সময় বড় বড় মিউজিয়াম্ থেকে তার কিছু ছবি কিনতে চেষ্টা ক'রা হতো, কিন্তু সাধারণত তিনি বেচতেন না। অথচ তিনি সেগুলো কৃষকদের কিংবা ছাত্রদের এমনিই দিয়ে দিতেন। তাঁর বেশী বয়সে অনেকে তাঁকে এক অদ্ভুত প্রকৃতির বৃদ্ধ বলে মনে করত। প্রত্যেকেই জানত' তিনি অত্যন্ত খ্যাতিমান। তাই স্বভাবতঃই তারা তাঁকে বলত প্রতিভাময়। সত্যই তিনি তাই ছিলেন। "রাঙ্গাআলুর যাদুকর" কার্ভার ছিলেন একজন কবি রসায়ণবিদ। যাঁরা কেমার্জি, অর্থাৎ ফলিত রসায়ণ বিজ্ঞানের অগ্রগতির চেষ্টা করেছেন, তাঁদের যে কোনও একক মানুষের চেষ্টার চেয়ে তিনি তাঁর পরিধির মাঝে অনেক বেশীই কাজ করেছেন। যখন 'প্রগেসিভ ফারমার' তাঁকে

"দি ম্যান অফ দি ইয়ার ইন সারভিস্ টু সাদার্ণ এগ্রিকালচার" হিসাবে মনোনীত করেন, এবং দেশের সমস্ত সংবাদপত্রে সেই খবর বার হয়। নিয়ইউর্ক টাইম্স্ সেই সময় সম্পাদকীয়তে একটি প্রশ্ন করেন, "সমকালীন আর কোন ব্যক্তি কৃষির জন্য বা দক্ষিণ দেশের জন্য এত কাজ ক'রছেন ?"

তাঁর মৃত্যুর দশ বছর পরে যুক্তরাষ্ট্র সরকার জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভারের জন্মস্থান, মিজুরীর সেই খামারের দখল নেন এবং ১৯৫৩ সালে স্বরাষ্ট্রসচিব ঐ স্থানটিকে তাঁর স্থায়ী স্মৃতিমন্দির হিসাবে উৎসর্গ করেন। এই উপলক্ষে 'দি নিউ ইয়র্ক হেরাল্ড ট্রিবিউন' বলেন :

"ডাঃ জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভারের জন্য সত্যই জাতীয় স্মৃতিস্তম্ভ থাকা উচিত। তিনি ক্রীতদাস থেকে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক হয়েছিলেন। মানবজাতির হিতৈষী হিসাবে তাঁর সাফল্যের তালিকা অফুরন্ত…যাই হোক ডাঃ কার্ভার আমেরিকার বরেণ্য সন্তানদের সঙ্গে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন—তাঁর বৈজ্ঞানিক খ্যাতির জন্য ততটা নয় যতটা তাঁর মানবিক চেতনার জন্য। সবাই জানেন, তিনি ছিলেন একজন নিগ্রো, কিন্তু তিনি সমস্ত অসুবিধা জয় করেছিলেন, এমন কি বর্ণবৈষম্য পর্যন্তও। হয়ত' এই শতকের মধ্যে এমন আর কেউই নেই যাঁর দৃষ্টান্ত উভয় বর্ণের মধ্যে আপোষের ব্যাপারে তার চেয়ে অধিক ফলপ্রসূ হবে। এই ধরণের মহত্ব অনন্তরই অংশ। ডাঃ কার্ভার রাঙ্গাআলু এবং মটরসুঁটির অন্তর্নিহিত গুণ অনুসন্ধানের চেয়েও অনেক বেশী কাজ করেছিলেন। তিনি সহায়তা করেছিলেন আমেরিকার চেতনার বিস্তৃতিতে।"

রবার্ট এস. অ্যাবট

রবার্ট এস. অ্যাবট

(অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামী সাংবাদিক)

জন্ম—১৮৭০ : মৃত্যু ১৯৪০

১৮৭০ খৃষ্টাব্দে জর্জিয়া উপকূলের অনতিদূরস্থ সেণ্ট সাইমন দ্বীপে রবার্ট সেংস্টেক্ অ্যাবট্ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা ছিলেন একজন ধর্মযাজক। সাভানায় তার শৈশব অতিবাহিত হয় এবং সেখানকারই বীচ্ ইন্স্টিটিউটে পড়াশুনা করেন। পরে তিনি পড়াশোনা করেন ক্যারোলাইনার অরেঞ্জবার্গস্থ ক্ল্যাফলিন ইনষ্টিটিউটে। এরপর তিনি হ্যাম্পটনে গিয়ে মুদ্রণ বিষয়ে স্নাতক হন। ছেলেবেলা থেকেই তিনি বই ভালবাসতেন এবং সৌভাগ্যক্রমে ওঁর নিজ গৃহেই একটি ভাল পাঠাগার ছিল। শৈশবে তিনি "সাভানা নিউজ" পত্রিকার ছাপাখানায় শিক্ষানবীশ ছিলেন। সেখানেই তিনি সংবাদপত্রের কাজকর্মের সঙ্গে পরিচিত হয়ে পড়েন। কিন্তু দক্ষিণদেশে কাফ্রীদের মুদ্রণ বিষয়ে উন্নতি করার সুযোগ সুবিধা খুবই সীমাবদ্ধ হওয়াতে তরুণ অ্যাবট্ শিকাগোয় এসে বসবাস আরম্ভ করেন। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রিণ্টার্স ইউনিয়নের সভ্য হওয়ার জন্য আবেদন জানান। কিন্তু তাঁকে জানানো হয় যে সভ্য হলে তাঁর শুধু সময় ও অর্থই নষ্ট হবে—কারণ, ঐ ইউনিয়ন কৃষ্ণকায়দের তাদের সভ্যপদ দিতে চায় না। শিকাগোর সমস্ত বড় বড় মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানগুলি ঐ সমিতির অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় তিনি জেদের বশবর্তী হয়ে তার সদস্য হন। কিন্তু কৃষ্ণাঙ্গ হওয়ার ফলে

তাঁর কাজ পাওয়া খুবই অসুবিধাজনক হ'য়ে পড়ে। পরে তিনি জানতে পেরেছিলেন যে সমিতিই ছাপাখানাগুলোকে কাফ্রী নিয়োগ না করার পরামর্শ দিত।

মুদ্রাকরের বৃত্তি থেকে জীবিকা উপার্জনের চেষ্টায় বিফল মনোরথ হ'য়ে উনি কেণ্ট কলেজে আইন পড়তে শুরু করেন, এবং তারপর কিছুকাল শিকাগো ও গ্যারীতে আইন ব্যবসা করেন। কিন্তু ছাপাখানার কালি যেন তার রক্তে মিশে গিয়েছিল, তাই তিনি একটি সংবাদপত্র প্রকাশ ক'রতে এবং একটি ছাপাখানা কিনতে মনস্থ করলেন। আর তাছাড়া তিনি দেখলেন যে, কাফ্রীরা যে সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে, তার জন্য শিকাগোতেই তাদের মুখপত্র হিসাবে একটি পত্রিকা থাকার প্রয়োজন। এতে তাদের দুঃখদুর্দশার কথা প্রকাশ করা যাবে এবং তাদের চাকরী, নাগরিক অধিকার ও শিক্ষার সম্বন্ধে আরও ভাল গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টির জন্য চেষ্টা করা যাবে। তাঁর পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হওয়ার দিন তাঁর সম্বল ছিল নগদ মাত্র পঁচিশ সেণ্ট, একটি ডেস্ক এবং একটি চেয়ার। একটি মহিলা তাঁকে ষ্টেট ষ্ট্রীটে তার বাড়ীর বেসমেণ্টের (নীচের তলা, সাধারণতঃ মাটির চেয়ে নীচুতে) একখানি ঘর ব্যবহার করতে দিয়েছিলেন। ওই ঘরটিতে মহিলাটি রান্নাও করতেন। বিজ্ঞাপন জোগাড়, খবর সংগ্রহ করা, সম্পাদকীয় লেখা, ছাপানর কাজ করা, আবার কাগজ বিক্রয় করা—এ সমস্তই অ্যাবট নিজে করতেন। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে ৫ই মে তারিখে "শিকাগো ডিফেণ্ডার" আত্মপ্রকাশ করে। প্রথম সংখ্যাখানি ছাপা হয়েছিল মাত্র তিনশ' কপি। এই সংখ্যার কাগজ ও ছাপার খরচ হয়েছিল তের ডলার পচাত্তর সেণ্ট। অ্যাবটের তিনজন বন্ধু এর গ্রাহক হয়েছিলেন বছরে এক ডলার করে চাঁদা দিয়ে। পত্রিকাটি সুরু হয়েছিল

সাপ্তাহিক হিসাবে, এবং এর মূল্য ছিল প্রতি সংখ্যা পাঁচ সেণ্ট। একেবারে প্রথম থেকেই এর প্রচার সংখ্যা বৃদ্ধি হ'তে থাকে। ক্রমশঃ পত্রিকাটির কলেবরও বৃদ্ধি পায়, এবং তার গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে পেতে আড়াই লক্ষে এসে পৌছায়। 'দি শিকাগো ডিফেণ্ডার'ই আমেরিকায় নিগ্রোদের সর্বাধিক প্রচারিত প্রভাবসম্পন্ন পত্রিকার মর্যাদা অর্জন করে।

বাল্যকালে সুদূর দক্ষিণ অঞ্চলে বসবাসকালে অ্যাবট্ দেখেছিলেন যে কাফ্রীদের সম্বন্ধে সংবাদপত্রে যে সমস্ত খবর বার হয়, তা কেবল তাদের অপরাধ ও জনতা কর্তৃক বিনাবিচারে কৃষ্ণাঙ্গ হত্যার সম্বন্ধে। সাভানাতে যখন নিগ্রোদের মৃত্যু হোত, বা তাদের বিবাহ হোত, বা তারা কোনও নতুন গীর্জার উদ্বোধন করত, তখন এই সমস্ত ঘটনা সম্বন্ধে দৈনিক কাগজে কিছুই থাক'ত না। দক্ষিণের অনেক পত্রিকা একেবারে নিয়ম ক'রে ফেলেছিল যে তারা কোনও নিগ্রোর ছবি, এমন কি বুকার টি, ওয়াশিংটনের মত মনীষির ছবিও ছাপাবে না। আর কৃষ্ণকায়দের সম্বন্ধে কিছু লিখলেও তারা তাঁদের নামের আগে ভদ্রতাসূচক মিষ্টার বা মিসেস্ কথা দুটি ব্যবহার করত না। উত্তর অঞ্চলে আবার সাধারণ অন্যান্য খবর এত বেশী হতো যে এক নিগ্রোদের অরাধমূলক কার্যকলাপ ছাড়া তাদের অন্যান্য খবরগুলো আর জায়গা পেত না। কৃষ্ণকায় তরুণ-তরুণীরা যাঁরা উচ্চ বিদ্যালয় বা কলেজ থেকে স্নাতক হ'য়ে বার হতেন, বা পুরস্কার পেতেন, বা কোনও পার্টি দিতেন, তখন তাঁরাও চাইতেন সংবাদপত্রে তাদের ছবি ছাপা হোক। শিকাগোর নিগ্রো সম্প্রদায়কে তাদেরই কার্যকলাপের খবর সরবরাহ করবার উদ্দেশ্য এবং সেই সঙ্গে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় সম্পাদকীয় মন্তব্যের দ্বারা তাদের পথনির্দেশ করার ও উদ্বুদ্ধ করার

উদ্দেশ্যেই রবার্ট এস্, অ্যাবট্ "দি শিকাগো ডিফেণ্ডার" প্রকাশ করতে আরম্ভ করেন। ক্রমশঃ নগরে সহরে, এবং দেশের সর্বত্রই এটি বিক্রয় হতে থাকে এবং এটি নিগ্রোদের জাতীয় পত্রিকা হ'য়ে ওঠে। কিন্তু মানবাধিকারের ক্ষেত্রে সমতার ওপর তাঁর কাগজটির একটি বলিষ্ঠ মত থাকায় দক্ষিণের অনেকগুলি সম্প্রদায় এর প্রচারের প্রতিকূলতা করতে থাকে, এবং এক সময় জর্জিয়ার কয়েকটি জেলায় কৃষ্ণকায় ব্যক্তিদের পক্ষে উত্তর দেশের এই গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে ভোটদানের যুক্তিসমন্বিত পত্রিকাটিকে রাখা দাঙ্গা হাঙ্গামায় উত্তেজিত করার সামিল অপরাধ বলেই গণ্য হোত। ওই সমস্ত জায়গায় নিগ্রোদের ভোটাধিকার ছিল না।

মিঃ অ্যাবট যখন 'ডিফেণ্ডার' প্রকাশ করতে আরম্ভ করেন, তখন শিকাগোতে নিগ্রোদের অধিবাসীর সংখ্যা ছিল চল্লিশ হাজার। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় উত্তর দেশে প্রচুর কৃষ্ণকায়দের আগমন হয়। যুদ্ধকালীন শিল্পগুলির জন্যেই ওঁরা ওখানে এসেছিলেন। তাই ১৯২০ সাল নাগাদ শিকাগোতে কাফ্রী বাসিন্দার সংখ্যা এক লক্ষের ওপরে ওঠে। হাজার হাজার মানুষ সৈন্যদলে যোগ দেওয়াতে শ্রমিকের সংখ্যা গিয়েছিল কমে, কাজেই যে সমস্ত কারখানাতে এবং ঢালাই শিল্পের কলে আগে কৃষ্ণকায়দের ঢোকবার অনুমতি ছিল না, সেখানে এখন তাদের নিয়োগ করা হ'তে লাগল। আরও বেশী লোককে নেওয়ার জন্য 'ডিফেণ্ডার'ও এ বিষয়ে সনির্বন্ধভাবে অনুরোধ জানালে। সেই সময় অ্যাবট লিখেছিলেন, "এমন কোনও কাজকর্ম নেই যেখানে আমরা আমাদের খাপ খাওয়াতে পারি না। সেই সমস্ত কলকারখানায়, যেখানে আমাদের ঢোকার পথ ছিল রুদ্ধ, প্রয়োজনের খাতিরে আজ সেইগুলিই আবার এখন আমাদের কাছে উন্মুক্ত। এ সুযোগ আমাদের

দিতে হবে—স্বেচ্ছায় না হ'লেও সুবিধাজনক হবে বলে। সংস্কার মিলিয়ে যায় তখনই, যখন সর্বশক্তিমান ডলারের মূল্যমান যায় কমে।… ……একথা নিশ্চিত, ধীরে ধীরে সমগ্র দেশে প্রায় যাবতীয় কাজে আমরা নিযুক্ত হচ্ছি; এবং আমরা নিজেদের দাঁড়াবার ঠাঁই ক'রে নিয়ে আমাদের ভাইদের জন্যে জায়গা ক'রে দেব। একমাত্র এইভাবেই তথাকথিত বর্ণবৈষম্যের সমাধান হ'তে পারবে। এটি শুধু জাতিগুলোর মধ্যে আরও ভাল করে এবং ঘনিষ্ঠভাবে ভাবধারা বিনিময়ের প্রশ্ন। আমরা সবাই আমেরিকাবাসী এবং আমাদের একত্রেই বসবাস করতে হবে—সুতরাং কেন শান্তিতে বাস ক'রবার চেষ্টা ক'রবো না?"

ব্যালটের কার্যকরী শক্তিতে "দি শিকাগো ডিফেণ্ডার" ছিল প্রচণ্ড বিশ্বাসী। নিগ্রোদের নাম ভোটার তালিকাভুক্ত করবার জন্য, ভোট দেবার জন্য, এবং সরকারী পদে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য ওই পত্রিকা সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাতে থাকলো। শীঘ্রই একজন কৃষ্ণকায় শিকাগোর সিটি কাউন্সিলের অলডারম্যান হ'লেন ইলিনয় রাজ্যের আইনসভায় নিগ্রো প্রতিনিধি নির্বাচিত হলেন, অস্কার ডি'প্রীষ্ট ওয়াশিংটনে যুক্তরাষ্ট্রীয় কংগ্রেসের সদস্য নির্বাচিত হলেন। তাঁর পূর্বে বিংশ শতাব্দীতে আর কোন নিগ্রো কংগ্রেসের সদস্য হতে পারেন নি। এই রাজনৈতিক ক্ষমতালাভের ব্যাপারে অ্যাবট সম্পাদিত পত্রিকাখানির বিশেষ অবদান ছিল। তিনি যেমন নিগ্রোদের গণতান্ত্রিক অধিকারের সুযোগ সুবিধা গ্রহণের জন্যে আন্তরিকভাবে উৎসাহিত করতেন, তেমনই আবার তাদের অনবরত অনুরোধ জানাতেন যেন তাঁরা পূর্ণভাবে নাগরিক এবং জাতীয় দায়িত্বগুলি পালন করেন, নিজ নিজ পল্লীকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখেন, মিতব্যয়ী হন এবং আত্মসম্মান অর্জন করতে পারেন, সরকারী ঋণপত্রে অর্থ নিয়োগ করেন, যুদ্ধ

প্রচেষ্টায় সাহায্য করেন এবং মোটের উপর তাঁরা যেন সকলে সৎ নাগরিক হন।

এই কিছুদিন আগে পর্যন্তও মোটরগাড়ীর নির্মাতা, কৌটাজাত খাদ্যের প্রস্তুতকারক প্রভৃতি বড় বড় বিজ্ঞাপনদাতাগণ নিগ্রো সংবাদপত্রসমূহে বিজ্ঞাপন দিতেন না। তাই কাগজ বিক্রী ক'রে এবং গ্রাহকগণের কাছ থেকে চাঁদা নিয়ে যা পাওয়া যেত' তাই ছিল এই সমস্ত সংবাদপত্রগুলির আয়ের একমাত্র পথ। এই বুঝেই মিঃ অ্যাবট 'ডিফেণ্ডারে' বড় বড় লাল কালির শিরোনামা ব্যবহার ক'রে এবং দৃষ্টি আকর্ষণ হয় এমন অনেক কৌশলের সৃষ্টি ক'রে মুন্সিয়ানার সঙ্গে সংবাদ আকর্ষণীয় করে পত্রিকাখানিকে মনোহর করে সাজাতেন। তিনি সাধারণ মানুষের সঙ্গেও ঘনিষ্ট সম্বন্ধ রেখে চলতেন যাতে তাদের আশা আকাঙ্ক্ষার কথা নিজের পত্রিকায় প্রকাশ করতে পারেন। এমন কি, উনি ধনী হওয়ার পরেও শিকাগোর দক্ষিণ অঞ্চলের গুদামঘরের মজুরদের সঙ্গে এবং ইস্পাতের কারখানায় যারা আগুণ জ্বালিয়ে রাখে তাদের সঙ্গে ওঁকে মিশতে দেখা যেত'। সেখানে উনি শুনতেন তাদের ভাল বাড়ী-ঘর তৈরী সম্পর্কিত অসুবিধার কথা, পদোন্নতির ক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্বের কথা এবং মেলামেশায় আলাদা করে রাখার কথা। 'দি ডিফেণ্ডার' কাফ্রী জনগণের বহু বছরের একটি নামকরা সংবাদপত্র হওয়ায় সমগ্র দেশেই এটি পরিচিত হয়ে উঠেছিল এবং গণতান্ত্রিক মতবাদের ভিত্তিতে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল।

মিঃ অ্যাবটের মৃত্যুর পর 'শিকাগো ডিফেণ্ডার' তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র জন এইচ. সেংস্টেকের সম্পাদনায় প্রকাশিত হ'তে থাকে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় শিল্পে এবং সশস্ত্র সৈন্যবাহিনীতে বর্ণবৈষম্য এবং বিচ্ছেদপ্রথা সম্পূর্ণভাবে উচ্ছেদ করার জন্য চাপ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে

পত্রিকাটি যুদ্ধের সমর্থনে অনেকগুলি দেশ হিতৈষনামূলক সম্পাদকীয় প্রকাশ করে, এবং যুদ্ধঋণ বিক্রয়ের জন্যে ভীষণভাবে চেষ্টা করে। ১৯৪৪ সালের একটি সম্পাদকীয়তে বলা হয় :

"আমাদের বিরুদ্ধে সংঘটিত অসংখ্য অবিচারের প্রতি আমরা ক্রোধ প্রকাশ করলেও এবং সেগুলির উচ্ছেদের চেষ্টা করলেও আমরা নিশ্চিতভাবে স্বীকার করি যে, এ যুদ্ধ আমাদেরও। আমাদের ছেলেরা সাগরপারে গিয়ে যুদ্ধ করছে। সামনে তাদের এমনই সব খুনে বিপজ্জনক শত্রু যারা যত শীঘ্র পারে আমাদের শ্বেতাঙ্গ ভাইদের মত আমাদেরও ধ্বংস করতে চায়। অতএব এই চতুর্থ কিস্তির যুদ্ধঋণ ক্রয় করা শুধু মাত্র দেশহিতৈষণামূলক কাজই নয়, নিজেদের স্বার্থের খাতিরেও এটা করা উচিত।"

শিকাগোর কাফ্রী সম্প্রদায় কুড়ি লক্ষ ডলার মূল্যের যুদ্ধ ঋণ পত্র কিনেছিলেন। এই অভিযানের প্রবর্তনকারী ঐ সংবাদপত্রটির সম্মানার্থে ইউনাইটেড ষ্টেটস্ মেরিটাইম কমিশন একখানা নতুন তৈরী লিবার্টি জাহাজের নামকরণ করেন ইউ. এস্. এস্. রবার্ট এস্, অ্যাবট্। ঐ জাহাজটি সান ফ্রানসিস্কো থেকে প্রথম জলযাত্রা করে।

ওঁর জীবদ্দশাতেই মিঃ অ্যাবট হ্যাম্পটন এ্যালাম্নি এসোসিয়েশনের ন্যাশন্যাল এক্সিকিউটিভের প্রেসিডেণ্ট, ওয়াই. এম. সি. এর একজন অছি, ন্যাশন্যাল আরবান লীগের বোর্ড অফ ডাইরেক্টর্সের সভ্য, এবং ফীল্ড মিউজিয়মের আজীবন সদস্যপদ লাভ করেছিলেন। বর্তমানে আমেরিকায় জাতিগত সম্পর্কের আরও উন্নতির জন্য যাঁর বিশিষ্ট অবদান আছে তাঁকে প্রতি বৎসর শিকাগোতে অ্যাবট স্মৃতি পুরস্কার দেওয়া হয়, এবং ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে 'দি শিকাগো ডিফেণ্ডার' লিঙ্কন বিশ্ববিদ্যালয়ের

স্কুল অফ জার্ণালিজমে একটি 'রবার্ট এস, এ্যাবট স্মারক বৃত্তির' ব্যবস্থা করেন। 'দি শিকাগো ডিফেণ্ডারে'র কার্যকলাপ বিস্তৃতি লাভ করে এবং নিউ ইয়র্ক থেকে মেমফিস্ পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলের আরও সাতটি পত্রিকা এর সঙ্গে যুক্ত হয়।

পল লরেন্স ডানবার

পল লরেন্স ডানবার

(রবার্ট বার্ণসের সমগোত্রীয় নিগ্রো কবি)

জন্ম—১৮৭২ ঃ মৃত্যু—১৯০৬

পল লরেন্স ডানবারের বাবা ছিলেন একজন পলাতক নিগ্রো। "গোপন রেলপথের" সাহায্যে তিনি কানাডায় পালিয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু যুদ্ধ করবার জন্য পরে আবার আমেরিকায় ফিরে এসে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের সেনাদলে যোগ দিয়েছিলেন তিনি। উনি বিয়ে করেছিলেন কেনটাকীর ভুতপুর্ব এক ক্রীতদাসীকে। গৃহযুদ্ধ শেষ হবার সাত বছর পরে ওহায়োর ডেটনে ওঁদের একটি পুত্রসন্তান জন্মায়। বাবা বলেন, "বাইবেলের উল্লিখিত মহর্ষি পলের নামানুযায়ী আমরা এর নাম রাখবো পল, কারণ এই ছেলেটি একটি বিখ্যাত পুরুষ হবে।" ওঁর বাবা অবশ্য বেঁচে থেকে তা আর দেখে যান নি। পলের বারো বছর বয়সেই তিনি মারা যান। কিন্তু তার ভবিষ্যদ্বাণী সত্যে পরিণত হয়েছিল। পল লরেন্স ডানবার সত্যই একজন খ্যাতিমান ব্যক্তি হয়ে উঠেছিলেন।

পল যখন জন্মেছিলেন তখনও তার মা পড়তে জানতেন না। কিন্তু বিবাহের পর থেকেই এই মহিলা লেখাপড়া শিখতে আরম্ভ করেছিলেন। ছেলে বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি কষ্ট করেও তাকে স্কুলে পাঠান। বিধবা স্ত্রীলোক, কাজেই তাঁকে গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য উপার্জন ক'রতে হতো। তিনি ধোলাই ও ইস্ত্রি' করেই তা উপার্জন করতেন। প্রতি সপ্তাহে খদ্দেরদের কাছ থেকে পল ময়লা কাপড় নিয়ে কাচা কাপড়

দিয়ে আসতেন। রাত্রে উনি এবং ওঁর মা বানান শিখতেন, এবং তরুণ পল তাঁর মাকে লিখ্‌তে শিখিয়েছিলেন। কিন্তু যাবতীয় কাজ করার জন্য তাঁর মা ভাল করে লেখাপড়া শিখতে পারেন নি। একবার, যখন তাঁর ছেলে বড় হ'য়ে বাইরের অন্য এক সহরে ছিলেন, একদিন একজন প্রতিবেশী সকাল বেলাতেই ওঁর বাড়িতে এলে উনি বলেন, "আমাকে খুব তাড়াতাড়ি করে সকাল সকাল ধোলাই-এর কাজ শেষ করতে হবে—সারা দিনের মত একটা শক্ত কাজ আমার পড়ে আছে।"

বন্ধু জিজ্ঞাসা করেন, "কি কাজ আবার পড়ে আছে?"

"আমার ছেলেকে একখানা চিঠি লিখতে হবে", উত্তর দেন শ্রীমতি ডানবার।

তাঁর ক্লাসে পলই একমাত্র নিগ্রো ছাত্র ছিলেন। তিনিই ছিলেন তাঁদের সাহিত্য সমিতির সভাপতি। তিনি যখন উচ্চ বিদ্যালয় থেকে শেষ পরীক্ষায় পাশ করেন, অর্থাৎ স্নাতক হন, তাকে এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত সভায় যে "ক্লাস সং" বা বিশেষ গীত গাওয়া হবে তাই লেখবার জন্য নির্বাচিত করা হয়েছিল। সাত বছর বয়স থেকেই উনি ছোট ছোট কবিতা লিখতেন, এবং উচ্চ বিদ্যালয়ে থাকাকালীনও উনি কবিতা লিখে গেছেন। ওখানে উনি স্কুলের পত্রিকার সম্পাদক হয়েছিলেন। তের বছর বয়সের সময় একবার স্কুলে 'ইষ্টার সানডে' উৎসবে পল নিজের লেখা একটি কবিতা আবৃত্তি করেন। তাঁর যখন ষোল বছর বয়স সেই সময় "ডেটন হেরাল্ড" পত্রিকায় পলের প্রথম কবিতা ছাপা হয়। পলের উচ্চ বিদ্যালয়ের ইংরাজির একজন শিক্ষিকা তাঁর ছন্দজ্ঞানে মুগ্ধ হয়েছিলেন। পল স্নাতক হবার পর একবার ডেটনে ওয়েষ্টার্ণ এসোসিয়েশন অফ রাইটার্স-এর সম্মেলন হয়েছিল। সেখানে পল যাতে স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি ক'রে সমবেত সাহিত্যরথীদের

অভিনন্দন জানাতে পারেন, শিক্ষিকাটি তার ব্যবস্থা করেছিলেন। পল তখন সবে স্নাতক হয়েছেন এবং সেই সময় মেইন স্ট্রীটে কালাহান্ বিল্ডিংসে লিফট চালাতেন, সপ্তাহে চার ডলার ক'রে বেতন পেতেন তিনি। সভায় যোগদানের জন্ম ওঁকে কয়েক ঘণ্টার জন্ম ছুটি নিতে হয়েছিল। সমবেত লেখকবৃন্দ অধিবেশনের প্রারম্ভে এক জন নিগ্রো তরুণকে মঞ্চে উঠে তাঁদের অভিনন্দন জানাতে দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর সেই কবিতায় তাঁরা এত অভিভূত হয়েছিলেন যে সভার শেষে সবাই তাঁর দেখা পাওয়ার জন্ম আগ্রহান্বিত হয়ে ওঠেন। কিন্তু হলের কোনখানেই পলকে খুঁজে পাওয়া গেল না, কারণ তিনি ততক্ষণে তাঁর কাজে ফিরে গেছেন। পরে কয়েকজন লেখক লিফ্‌ট্ চালানো অবস্থায় ওঁকে পেয়ে সেখানেই অভিনন্দন জানিয়ে আসেন।

পল যখন দেখলেন বই ছাপবার মত অনেকগুলি কবিতা লেখা হয়ে গেছে, তিনি কবিতাগুলির পাণ্ডুলিপি সমেত ডেটনের একটি ছোট্ট প্রকাশক প্রতিষ্ঠানে গেলেন। কিন্তু ওখানে তাকে জানানো হোল যে কবিতার বই প্রকাশের ব্যবসা বেশ ঝক্কিপূর্ণ, কাজেই তিনি যদি নিজে এর খরচ বহন করতে রাজি হন তাহলেই তারা কবিতার বইটি প্রকাশ করতে পারেন। প্রকাশনের খরচ একশ পঁচিশ ডলার। তরুণ পলের হাতে এক ডলারও ছিল না। তিনি হতাশ হয়ে ফিরে আসছিলেন, এমন সময় প্রতিষ্ঠানের কর্মসচিব ওঁকে ডাকেন। তিনি ওঁর মনীষার কথা শুনেছিলেন। শেষে এই ভদ্রলোক নিজেই ব্যয়ভার নিতে চাইলেন, কথা রইল প্রথম দফার বই বিক্রী থেকে পল সেটা শোধ দিয়ে দেবেন। পল রাজী হয়ে কথা দিলেন। ১৮৯৩ সালে বড়দিনের সময় প্রকাশিত হোল তাঁর ছোট্ট কবিতার বইটি—'ওক্ এণ্ড আইভি'। দু'সপ্তাহের মধ্যেই পল প্রকাশনের খরচ মেটানোর পক্ষে

যথেষ্ট বই বিক্রী করে ফেল্‌লেন। লিফ্‌টে যাঁরা ওঠানামা করতেন তাঁদের কাছেই এগুলো উনি এক ডলার হিসাবে বিক্রী করেছিলেন। আর, রেভারেণ্ড আর, সি, র‍্যান্‌সম্‌, যিনি পরে আফ্রিকান মেথডিষ্ট্‌ চার্চের বিশপ হয়েছিলেন, তিনি রবিবারে উপসনার সময় সমবেত ভক্তদের মধ্যে ঐ বইয়ের এক'শ কপি বিক্রী করে দিলেন।

সে বছর ওয়ার্লড'স্‌ কলাম্বিয়ান্‌ এক্সোপজিসন অনুষ্ঠিত হয় শিকাগোতে। হাইতি থেকে প্রদর্শনীতে জিনিষপত্র এসেছিল, ঐ বিভাগটির দায়িত্ব ছিল ফ্রেডারিক ডগলাসের উপর। আরও বেশী অর্থ উপার্জন হয় এমন কাজের খোঁজে পলও গিয়েছিলেন শিকাগোতে। ডগলাস তাঁকে সাপ্তাহিক পাঁচ ডলার হিসাবে নিজের সহকারীর কাজ দেন। কৃষ্ণাঙ্গ আমেরিকান দিবসে (কলার্ড আমেরিকান ডে) ডানবার এবং ডগলাস দু'জনেই একই মঞ্চে দর্শকদের সামনে এসেছিলেন। প্রদর্শনী শেষ হওয়ার পর পল ডেটনে ফিরে এসে বিচারালয়ে একটি বালক ভৃত্যের কাজ নেন। বিখ্যাত কবি জেম্‌স্‌ হুইট—কম্ব রীলে পলের কবিতার কথা শুনেছিলেন এবং তিনি তাঁকে উৎসাহ দিয়ে একখানা চিঠি লিখেছিলেন। পলের স্বরচিত কবিতা আবৃত্তির খ্যাতি ইতোমধ্যে ডেটন অঞ্চলে কিছুটা বিস্তৃতি লাভ করেছিল। ষ্টেট হস্‌পিটাল ফর দি ইনসেনের (পাগলদের হাসপাতাল) প্রধান কর্মকর্তা ডাঃ এইচ. এ. টোবী তরুণটির জন্ম টলেডোতেএ কটি অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করে দেন। এই অনুষ্ঠানের সাফল্যের ফলে অনেক নতুন লোকের সঙ্গে পলের বন্ধুত্ব হয়। তাঁদের সাহায্যেই তিনি ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় ১৮৯৫ সালে দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ "মেজরস্‌ এণ্ড মাইনরস্‌" টলেডো থেকে প্রকাশ করেন। পলের চতুর্বিংশ জন্মদিবসে আমেরিকার বিখ্যাত লেখক উইলিয়াম ডীন্‌ হাওয়েলস্‌ সমগ্র দেশে বহুলপ্রচারিত সাপ্তাহিক

—হারপার'স্ উইকলিতে, এই কাব্যগ্রন্থের পুরো একপাতা সমালোচনা করেন। এই সমালোচনার জন্যেই পল লরেন্স ডানবার প্রায় রাতারাতিই সমগ্র দেশে খ্যাত হয়ে ওঠেন। প্রবন্ধটি যে সময়ে বার হয় সে সময় পল এবং তাঁর মা কয়েকদিনের জন্ম বাইরে গিয়েছিলেন। বাড়ি ফিরে এসে উনি দেখলেন প্রায় দু'শোর ওপর চিঠি ডাক-হরকরা তাঁর সামনের জানলার খড়খড়ির মধ্যে দিয়ে ভেতরে ফেলে দিয়ে গেছে। অনেকগুলো চিঠির মধ্যে তাঁর নতুন বই-এর জন্যে টাকা পাঠানো হয়েছিল।

কিছুদিনের মধ্যেই অনেকগুলো সহর থেকে আবৃত্তি করবার জন্ম আমন্ত্রণ এলো ডানবারের কাছে। তার অনেক কবিতাই রচিত হয়েছিল সগুমুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাসদের উচ্চারিত স্বচ্ছন্দ অথচ অদ্ভুত মনোরম ভাঙ্গাভাঙ্গা ছন্দে—যে ছন্দ বলতেন তাঁর মা আর বাবা। ডানবার এই সমস্ত কবিতাগুলি সুন্দরভাবেই আবৃত্তি করতেন, এবং কখনও সেগুলোর অভিনয়ও করতেন। তিনি "দি কর্ণকৃষ্ট ফিড্ল্" আবৃত্তি করতেন :

> "কটিদেশ দুলিয়ে এসো সঙ্গিণীকে সাথে ক'রে
> শস্যবৃন্ত-বীথে যেথা আনন্দসঙ্গীত ঝরে..."

আর সঙ্গে সঙ্গে সেই পুরোণো দিনের গ্রাম্য ভঙ্গিমায় নিজেই নাচতেন। শ্রোতারা তাঁকে ভালবাসত'। শীঘ্রই তিনি আবৃত্তি অনুষ্ঠানগুলির সুচারু বন্দোবস্ত করবার জন্যে একজন কর্মসচিব নিয়োগ করলেন। এই কর্মসচিবই নিউ ইয়র্কে বিখ্যাত প্রকাশক ডড্ মীড এণ্ড কোম্পানীর সঙ্গে পলের সাক্ষাতের বন্দোবস্ত করেছিলেন। ১৮৯৬

খৃষ্টাব্দে ডড্, মীড তাঁর একখানি বই প্রকাশ করেন। প্রতিষ্ঠাবান প্রকাশনা কোম্পানীর মাধ্যমে এই সর্বপ্রথম তার বই প্রকাশ হল। এই কাব্যগ্রন্থ, 'লিরিক্স্ অফ লোলী লাইফ'-এর ভূমিকা লিখেছিলেন উইলিয়াম ডীন হাওয়েল্স্। পরের বছর রাণী ভিক্টোরিয়ার হীরক জয়ন্তীর সময়ে তরুণ ডানবার তাঁর কবিতা পাঠের জন্যে লণ্ডন যাত্রা করেন। ওখানে উনি খুব ভালভাবেই অভ্যর্থিত হন, কিন্তু তাঁর কর্মসচিব সমুদয় অর্থ আত্মসাৎ করে। অগত্যা আমেরিকায় বন্ধুদের কাছে টেলিগ্রাফ করে তিনি দেশে ফেরার খরচ জোগাড় করেছিলেন।

উনি ছিলেন খুব পরিশ্রমী। যে কদিন লণ্ডনে ছিলেন, সেখানে শুধু মাত্র ঘুরে ঘুরে প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ না করে পল তাঁর প্রথম উপন্যাস "দি আন্‌কল্ড্" রচনা করেন। পুস্তাকাকারে প্রকাশ হওয়ার পূর্বে একটি পত্রিকাকে উনি ওই গ্রন্থটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশের স্বত্ব বিক্রয় করেন। সেণ্ট্ জেম্‌সের দরবারে আমেরিকার রাষ্ট্রদূত জন হে লণ্ডনে পলের জন্য একটি অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেন। সেইখানে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। ইংরাজেরা শতাধিক বৎসর আগে বষ্টনের নিগ্রো কবি ফিলিস্ হুইটলের প্রতি যে অভ্যর্থনা দেখিয়েছিলেন, এবারও ঠিক সেই ভাবেই তাঁরা ডেটনের পল লরেন্স ডানবারকে অভিনন্দিত করলেন। তাঁর সম্মানে ভোজ-সভা, চা-আসর প্রভৃতির আয়োজন হয়। ঐ সময় তিনি রয়াল জিয়োলজিক্যাল সোসাইটির কর্মসচিবের অতিথি হয়ে ছিলেন। তৎকালে অভিজাত সম্প্রদায়ের ইংরাজেরা অনেকেই এক চক্ষুতে চশমা ব্যবহার করতেন, তাই দেখে লণ্ডন থেকেই পল বাড়িতে লিখেছিলেন, "দুর্ভাগ্য এঁদের, সকলের পরার মত পর্যাপ্ত চশমা এদের নেই। তাই এঁরা এক চোখের একটা করে চশমা ব্যবহার করেন।"

লণ্ডনে যাওয়ার আগে ডানবার নিউ অরলিন্স-এর একটি সুন্দরী মেয়ের প্রেমে পড়েছিলেন। মেয়েটি বাড়ি থেকে পালিয়ে এসে জাহাজে ওঁকে বিদায় জানিয়েছিল। পল তাই আমেরিকায় ফিরে তাকেই বিয়ে করতে চাইলেন। এইবার তাঁর স্থিতি হওয়ার জন্য একটি পুরাদস্তুর চাকুরী নেওয়ার দরকার বলে তিনি স্থির করলেন। কর্ণেল রবার্ট জি ইঙ্গারসল-এর সাহায্যে উনি ওয়াশিংটনের লাইব্রেরী অব কংগ্রেসের রীডিং রুমে সহকারীর পদ পান। তাঁর মাইনে হোল বাৎসরিক সাতশ' পঞ্চাশ ডলার। ওখান থেকে প্রথম কয়েকমাসে উনি 'কস্‌মোপলিটানে' প্রকাশের জন্য পর পর অনেকগুলো ছোট গল্প লেখেন। পরে এগুলো "ফোক্‌স্ ফ্রম্ ডিক্সী" নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। টলেডোর যে ডাক্তার তাঁকে জয়যাত্রায় সাহায্য করেছিলেন তাঁকেই তিনি বইটি উৎসর্গ করেছিলেন। ওয়াশিংটনে উনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন—বেশ সমারোহের সঙ্গেই বিয়ে হয়েছিল তাঁর। বিয়ের পর পল এবং তাঁর স্ত্রী একটি বাড়ি কেনবার প্রচেষ্টা আরম্ভ করেন। সম্ভবতঃ সেই সময়েতেই উনি লিখেছিলেন :

প্রাসঙ্গিক এক স্বপনকণা সে যে,
দিনের পরে দিনের ছোট্ট কাজে ;
টুক্‌রো ব্যথা, দ্বন্দ্ব একটুখানি,
আনন্দ আর—এইত' জীবন জানি।

দু'দিন বাঁচা বসন্তের এক ছোট্ট সকালে
যেদিন হবে মনে আনন্দ সব নতুন জাগালে,
একটি দিনের আকাশ হবে সুনীল রং-এ ভাসা,
একটি পাখি গাইবে গান—সেই ত' ভালবাসা।

কয়েকটা মাস তাঁদের সুখেই কেটেছিল—কয়েকটি মাসই মাত্র—তারপর পল অসুস্থ বোধ করতে আরম্ভ ক'রলেন এবং খুব বেশী কাসি হ'তে থাকল তাঁর। প্রথমে ওঁরা ভেবেছিলেন যেখানে উনি কাজ করেন সেই লাইব্রেরীর বইয়ের ধুলোই বোধহয় এই কাসির কারণ। কিন্তু অবশেষে ডানবার জানতে পারলেন তাঁর যক্ষ্মা হয়েছে।

স্বাস্থ্য খারাপ হওয়ায় তাঁকে লাইব্রেরী অব কংগ্রেসের কাজ ছাড়তে হোল। পরবর্তী আট বছর ওঁকে রোগের সঙ্গে যুঝতে হয়েছিল। মাঝে মাঝে এমন হোত যে অনেকদিন ধরে তিনি কিছুই করতে পারতেন না, তারপরেই হয়ত আবার কিছুদিন অত্যন্ত কর্মব্যস্ত হয়ে পড়তেন। তিনি আরও অনেক কবিতার বই এবং গল্পের বই লিখেছিলেন; কবিতা আবৃত্তিও করেছিলেন অনেক সহরে। বুকার টি ওয়াশিংটনের আমন্ত্রণে তিনি একাধিক বার টাস্কেজিতে যান এবং সেখানকার ইংরাজির ক্লাসে বক্তৃতা দেন। বুকার টি, কৃষকদের বার্ষিক সম্মেলনের জন্য পলকে একটি কবিতা লিখতে অনুরোধ করেছিলেন। তিনি সেটি লিখে সমবেত কৃষকদের সামনে পাঠ করেন। ঐ বিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পঞ্চবিংশতিতম বার্ষিক উৎসবে উনি "টাস্কেজী সং" নামে একটি কবিতাও লিখেছিলেন:

"আমাদের সম্ভাষণে হাসিছে প্রান্তর আজ, আনন্দিত বনভূমি,
নেহাই নিড়িনে ওঠে তান,
যেন সুস্বরে বাজে বীণ জাগাইয়া শিহরণ,
সুন্দর শুনি, জানি, যাতে তুমি শিখায়েছ সেই গান।

পনেরশ' ছাত্র সমবেত কণ্ঠে এই গান গেয়েছিল। দক্ষিণ

অঞ্চলে নিগ্রোদের সমস্ত স্কুল এবং কলেজের ছাত্রেরা ইতোমধ্যেই ডানবারের কবিতার খুব ভক্ত হয়ে উঠেছিল। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে যখন অসুস্থ হ'য়ে তিনি নিউ ইয়র্কে ছিলেন সেই সময় আট্‌ল্যাণ্টা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে একটি সম্মানার্থক ডিগ্রী দেয়। কিন্তু কবি সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মান বিতরণ উৎসবে যোগ দিতে পারেন নি। এর পরিবর্তে তাঁকে স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্ম পশ্চিমে রকি মাউণ্টেন্‌স অঞ্চলে যেতে হয়েছিল। অসুস্থ হওয়াতেও তিনি লেখা বন্ধ করেন নি। ডেনভারের সন্নিকটে এক কুটিরে শয্যাশায়ী অবস্থায় উনি আর একখানা উপন্যাস 'দি লাভ অফ ল্যাণ্ড্রী' শেষ করেন। এই উপন্যাসখানি লেখা হয়েছিল কলোয়াডোর পটভূমিকায়।

পল লরেন্স ডানবার অনেক গদ্য লিখেছিলেন—চারখানা উপন্যাস, চারখণ্ড ছোট গল্প এবং অনেক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। সেই সব লেখা শ্রেষ্ঠ সাময়িকপত্রসমূহে প্রকাশিত হয়েছিল এবং বহু লোক পড়েছিলেনও। তবুও কবিতাই তাঁকে খ্যাতিমান করেছিল। তাঁর কবিতা অমরত্ব লাভ করেছে—আজও সেগুলি সমাদৃত। তাঁর অনেক কবিতায় সুরসংযোগ করা হয়েছে। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে ডানবার লোকপ্রিয় নিগ্রো সুরকার উইল্‌ ম্যারিয়ন কুকের জন্ম বিশেষ করেই একটি সঙ্গীত সম্বলিত গীতিকাব্য রচনা করেন, নাম—"ক্লোরিণ্ডী—দি অরিজিন অফ দি কেক্‌ওয়াক।" এটি নিউ ইয়র্কের বিশেষ চালু একটি "মিউজিক হলে" (গীতভবন) পুরো এক মরশুম ধরে চলেছিল। ডানবারের সেরা কবিতাগুলির মধ্যে অনেকগুলিই সরল ইংরাজিতে লিখিত। কিন্তু তাঁর সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং মনোরম কবিতাগুলোই প্রাচীন নিগ্রো কথোপকথনের ভাষায় লেখা। সে ভাষায় এখন আর কথা বলা হয় না এবং এখনকার দিনে সেগুলো পড়ে বোঝাও লোকের পক্ষে কষ্টকর। তবু,

সেদিনকার সেই গৃহযুদ্ধের পরের দুর্যোগময় দিনগুলিতে, যখন একটা জাতের সমস্ত মানুষগুলিই চেষ্টা করেছিল লেখাপড়া শিখতে, সেদিনের কথ্য ঐ ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরাজির আড়ালে আজও কত রস, কত আকর্ষণ পাওয়া যায়।

তামার বরণ খোকনমনি জ্বল্‌জ্বলে ঐ দৃষ্টি মেলে
তাকিয়ে কেন অমন ক'রে, বসো এ'সে আমার কোলে।
বালির পিঠে তৈরী হ'ল, করছিলে তাই এত খেটে ?
গলপোষেতে ময়লা জমে রঙ্‌টা হল বেজায় মেটে।
ঠোঁঠে, গালে, নাকের ডগায়, আমার সোনার ছোট্ট হাতে
চট্‌চটে গুড় আছে লেগে দেখো কেমন মুখে দাঁতে।
মারিয়া দিদি কোথায় তুমি, শীগগির এসো, দাও গো মুছে
নইলে মৌ-পোকারা ধরবে ঘিরে ঘ্যানঘ্যানানি করবে পিছে।

১৯০৬ খৃষ্টাব্দে ডেটনে পল লরেন্স ডানবার মারা গেলে তাঁর বন্ধু টলেডো'র মেয়র ব্র্যাণ্ড হুইটলক লিখেছিলেন :

"প্রকৃতি প্রতিটি বিষয়ে, মানুষের চেয়ে কত বেশী জানে। তাই পদমর্যাদা, উপাধি, জাতি, দেশ বা নীতি প্রভৃতির ওপরই তার ঘৃণা প্রদর্শনের প্রতিটি সুযোগ প্রতিনিয়ত গ্রহণ করে সে। প্রকৃতি বার্ণসের হাতের মুঠি থেকে লাঙল খসিয়ে তাকে গ্রহণ করেছিল, আর পলকে সংগ্রহ করেছিল লিফ্‌ট থেকে। বার্ণস স্কটল্যাণ্ডের কৃষকদের জন্য যা করেছেন, পল নিজের জাতির জন্য তাই করে গিয়েছেন—তাদেরই ভাষায় তাদেরই রীতি পদ্ধতির মধ্য দিয়ে তাদের পরিচিত করেছেন। পলের কবিতার মাঝে বিজাতীয় কিছু ছিল না—ছিল না আমদানী করা কিছু, অনুকরণ করা কিছু ; যা কিছু ছিল সমস্ত মৌলিক, নিজ

দেশীয়, স্বদেশজাত। আমার ইচ্ছা হয় আমি লোকেদের দেখাতে পারি—এই ভাবেই তিনি কবি হয়ে উঠলেন, শুধু তার নিজের জাতের নয়, তিনি যে আপনার কবি, আমার কবি এবং বিশ্বজনের কবি।"

লিঙ্কনের জন্মদিবসে পল লরেন্স ডানবারকে সমাহিত করা হয়। তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় শত শত লোক উপস্থিত ছিলেন। তাঁর সমাধির পাশে তাঁর মা একটি উইলো বৃক্ষ রোপন করেন, কারণ পলের কবিতা 'এ ডেথ সং'-এর বর্ণনার সঙ্গে মিল রেখেই জায়গাটি নির্বাচন করা হয়। কবিতাটিতে তিনি লিখেছিলেন :

"মোরে তৃণের মাঝেই উইলোতলে শুইয়ে যাবে
যেথা শাখাগুলো দোল খাবে আর গান গাবে।
তারই নিচে যখন আমি থাকবো
তারই গাওয়া গান যে আমি শুনবো—
গাইবে তারা, ঘুমাও আমার সোনা,
সবার শেষে চির বিশ্রাম লাভে।"

ডবলিউ. সি ক্যাম্পি

ডবলিউ. সি. হ্যাণ্ডি

(ব্লুজ সঙ্গীতের আদিস্রষ্টা)

জন্ম—১৮৭৩

খাবার ঘরে মার্কিন অতিথির উপস্থিতি জানতে পারলেই ইউ-রোপের হোটেলের অর্কেষ্ট্রাবাদকের দল প্রায় অবধারিতভাবেই "দি সেণ্ট লুই ব্লুজ" গৎটি বাজাতে আরম্ভ করে। এই ব্লুজ আমেরিকার সবচেয়ে জনপ্রিয় সঙ্গীত হিসাবে সারা পৃথিবীর মধ্যে অনেকদিন ধরেই সুবিদিত; এবং এই সুরটি খুব বেশী সঙ্গত করাও হয়। অনেকের এমন ভ্রান্ত ধারণাও আছে যে "ব্লুজ"টি আমেরিকার জাতীয় সঙ্গীত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় হিটলারের সৈন্যবাহিনী ফ্রান্স দখল করার পর প্যারিসের সরকারী বেতার কেন্দ্র থেকে আমেরিকার জাজ সঙ্গীত নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তবুও ফরাসীরা 'লা ট্রিসটেসি ডি সেণ্ট লুই' নাম দিয়ে 'দি সেণ্ট লুই ব্লুজ' সুরটি তখন সঙ্গত করত। জার্মান সেন্সর কর্তৃপক্ষ যখন প্রশ্ন তোলেন—এটা কি আমেরিকার নিগ্রো সঙ্গীত নয়? ফরাসীরা উত্তর দেন, "আরে, না না! আপনারা কি জানেন না ওর চেয়ে এই সঙ্গীত কতদিন আগেকার? এই সঙ্গীতের প্রধান চরিত্র—রাজা চতুর্দ্দশ লুই, এবং এর সেই হীরক-খচিতা অঙ্গুরী পরিহিতা নারী সত্যিকারের মেরী অ্যাণ্টনিয়েট। শেষে কত কষ্টই না পেলেন মেরী অ্যাণ্টনিয়েট। কোয়েলে ট্রিসটেসি।"

গৃহযুদ্ধের আট বছর পরে মাস্‌ল্‌ শোল্‌স ক্যানালের সন্নিকটে

অ্যালাবামার ফ্লোরেন্সে জন্মগ্রহণ করেন 'দি সেণ্ট লুই ব্লুজ'-এর রচয়িতা। তাঁর নাম ছিল উইলিয়াম ক্রীষ্টোফার হ্যাণ্ডি। এক পাহাড়ের ওপর তাঁর পিতামহেরই তৈরী গীর্জ্জায় তাঁর এই নামকরণ করা হয়। বহুদিন ধরেই বংশপরম্পরায় হ্যাণ্ডিদের এই পাহাড়েই বসবাস হওয়ায় পাহাড়টির নাম হয়েছিল—হ্যাণ্ডিজ হিল (হ্যাণ্ডিদের পাহাড়)। বাড়ীর চারিদিকে ছিল ফলের বাগান—পীচ্, নাশপাতি, চেরী এবং কুলের গাছ, পাখী আর প্রজাপতির দল পাখা মেলে উড়ে বেড়াত,' জোনাকীরা ঝিক্মিক্ করত সাঁঝের বেলায়। মাঝে মাঝে বিশ্রাম নিতো হুতোম পেঁচা। তৃণভূমি বেশী দূরে ছিল না—সেইখানে গৃহপালিত পশুরা চ'রে বেড়াত। জলাভূমির মাঝে আর খালের ধারে ধারে ডাকতো কোলা ব্যাং-এর দল ; সাপেরা কুণ্ডলি পাকিয়ে গর্জ্জাত। একদিন সকালে ছোট্ট উইলিয়ামের মা ওঁর ঘুম ভাঙ্গাতে এসে দেখলেন একটা সাপ তাঁর ছেলের পাশে বিছানায় শুয়ে ঘুমুচ্ছে। সত্যিই তাঁর শৈশব কেটেছিল প্রকৃতির ক্রোড়ে। আর তাঁর বিশেষ করে ভাল লাগত সেই সুর—যা ছিল পাখীর ডাকে, ঝিঁঝিঁর তানে, গরুগুলোর হাম্বারবে, আর পেঁচা ও ব্যাং-এর নিশীথ-ধ্বনিতে।

উইলিয়াম যখন স্কুলে ভর্ত্তি হলেন, ওঁর সবচেয়ে ভাল লেগেছিল গান বাজনার ক্লাশগুলো। সৌভাগ্যক্রমে ফিস্ক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সদ্য পাশকরা একজন তরুণ শিক্ষক ওঁদের স্কুলে ছিলেন। তিনি প্রতিদিন সকালে স্কুলের সুরুতেই আধ ঘণ্টা পিয়ানো ছাড়াই ছাত্রদের গান শেখাতেন। তাদের স্কুলে পিয়ানো ছিল না। শিক্ষকটি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত খুব ভালবাসতেন। তিনি ছেলেমেয়েদের শুধু ধর্ম্মসঙ্গীতই শেখাতেন না, তারি সাথে শেখাতেন ওয়াগ্নার, ভার্দি এবং বীথোভেনের গীতিনাট্য সমূহের বিশিষ্ট সব অংশ। তিনি তাদের পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে

শিক্ষা দিতেন স্বরগ্রাম এবং সুরবাঁধা সম্বন্ধে। তরুণ হ্যাণ্ডি তাঁর স্কুলের শিক্ষার সাথে প্রকৃতির প্রান্তরে শোনা সুরের সামঞ্জস্য করবার প্রয়াস পেতেন। তিনি তাঁর মনের কোণ থেকে খুঁজে খুঁজে বার করতেন সেই সব সুর যা মেলে পাখীর গাওয়া গানে, আর ক্যাটি-ডিড্‌সের কূজনে। গরুর হাম্বারবের মাঝেও তিনি পেতেন স্বরমাধুর্য, এবং অনেকদিন পরে তিনি 'হংকিং কাউ ব্লুজ' নামে একটি গান লিখেছিলেন।

এদিকে তাঁর বাবা ছিলেন মেথডিষ্ট ধর্মযাজক—তিনি মনে করতেন সঙ্গীতের স্থান শুধু গীর্জ্জায় আর বিদ্যালয়ে। তাঁর কাছে বাদ্যযন্ত্র ছিল নিষিদ্ধ দ্রব্য—"শয়তানের যন্ত্রস্বরূপ।" তিনি তাঁর গীর্জায় পিয়ানো বা অর্গান পর্যন্ত ঢুকতে দিতেন না। তবু কিন্তু ছোট্ট হ্যাণ্ডি সুর তুলতেন সরু-চিরুণীর মাঝ থেকে, বা তাল দিতেন তাঁর মায়ের টিনের বাসন বাজিয়ে, অথবা তুলার ক্ষেতে সূর্যকিরণ সম্পাতে যে সুরের সন্ধান পেতেন—তাই তিনি তুলবার চেষ্টা করতেন তাঁর মাউথ অর্গানে। একবার তিনি গরুর শিং থেকে একটা শিঙ্গা তৈরী করেছিলেন—কিন্তু তাতে মাত্র একটি সুরই বার হোল। বার বছর বয়সের সময় হ্যাণ্ডি মাশ্‌ল্‌ শোলসের সন্নিকটে এক প্রস্তরখনিতে জল সরবরাহের জন্ত সাপ্তাহিক পঞ্চাশ সেণ্ট মজুরীতে একটি চাকরী পান। সেইখানে তিনি কর্মরত শ্রমিকদের মুখে এক অদ্ভুত ছন্দময় সঙ্গীত শুনেছিলেন :

"এমন কোন হাতুড়ী নেইকো দুনিয়ায়······হায় রে !
আমার হাতুড়ীর শব্দ ওঠে যাতে, ভাইরে···!"

হাতুড়ীর ঘা পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই ওরা ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে গেয়ে ওঠে এক সঙ্গে। এই সময় থেকেই একটা গীটার কেনবার জন্ত তিনি অর্থ জমাতে আরম্ভ করেন। বাজারের একটি দোকানে তিনি একটি

গীটার সাজান দেখে পছন্দ করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত গীটার কেনার মত যথেষ্ট অর্থ জমে। কিন্তু তিনি যন্ত্রটি নিয়ে বাড়ি এলে তাঁর বাবা-মা তা দেখে এত বেশী আঘাত পেয়েছিলেন যে তাঁরা নির্বাক হয়ে গিয়েছিলেন প্রায়। তাঁরা গীটারটির নাম দিয়েছিলেন "শয়তানের একটা খেলার জিনিষ", এবং তাঁকে তৎক্ষণাৎ সেটি বাড়ীর বার ক'রে দিয়ে আসতে হুকুম করেছিলেন। বাস্তবিকই, উনি যে দোকান থেকে ওটি কিনেছিলেন, তাঁরা সেখানেই ওই গীটারটিকে ফেরৎ দিয়ে তার বদলে স্কুলের প্রয়োজনমত যা হয় কিছু কিন্‌তে বাধ্য করেন। বদলীতে একখানা ওয়েবষ্টারের অভিধান কিনে এনেছিলেন হ্যাণ্ডি।

সেকালে দক্ষিণ দেশে অভিনেতা এবং বাদ্যশিল্পীদের গোষ্ঠীকেই বাজে লোক মনে করা হোত। কিন্তু ছোট্ট হ্যাণ্ডিকে এ বিষয়টি বোঝানো খুব শক্ত হয়ে উঠেছিল। স্কুলে একদিন শিক্ষক উইলিয়ামের ক্লাশের প্রত্যেককে ভবিষ্যতে কে কি ক'রবে জিজ্ঞাসা করেন। কেউ বললে আইন ব্যবসায়ী, কেউ বললে ডাক্তার, কেউ বললে শুশ্রূষাকারী, আর কেউ বললে শিক্ষক। যখন ওঁর সময় এলো উইলিয়াম হ্যাণ্ডি বললেন—"যন্ত্রশিল্পী"। তাঁর শিক্ষক এত ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন যে তিনি শুধু সারা ক্লাশের সামনে ওঁকে আচ্ছা করে বকাঝকাই ক'রলেন না, ওঁর বাবাকেও এই বিষয়ে চিঠি লিখে দিলেন। সেই রাত্রে উইলিয়ামের বাবা বলেছিলেন যে ওঁকে এক অপদার্থ সুরশিল্পী হয়ে বখে যেতে দেখার চেয়ে উনি তাঁর মৃত্যুও বেশী পছন্দ করেন। কথাগুলো ছেলের ওপর কোন প্রভাব বিস্তার করে নি—বিশেষতঃ জিম টার্নার নামে এক অদ্ভুত সুরেলা বেহালা বাদকের সহরে আগমনের পর থেকে। টার্নার এসেছিলেন মেমফিস থেকে। সেখানে ওঁর প্রিয়তমা

ওঁকে ত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন। হৃদয় ওঁর এমনভাবে ভেঙে গিয়েছিল যে তিনি সোজা রেল ষ্টেশনে চলে এসেছিলেন। পকেট থেকে অর্থ বার করে টিকিট বিক্রেতাকে বলেছিলেন যে-কোনও জায়গার টিকিট দিতে—ওখান থেকে দূরে, যে কোনও জায়গার। টিকিট বিক্রেতা তাঁকে ফ্লোরেন্সের টিকিট দিয়েছিল। টার্নার তাঁর বেহালায় অপূর্বভাবে সুর তুলতেন—ওয়ালজ, মিনি উয়েট্, মাজুর্কা এবং স্কটিশ। সেই সুরে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন তরুণ হ্যাণ্ডি এবং সঙ্গীতশিল্পী হবার জন্য পুর্বের চেয়ে আরও দৃঢ়-সংকল্প হয়েছিলেন তিনি।

এর কিছুদিন পরেই একটা সার্কাসের দল ফ্লোরেন্সে এসে আটকে গিয়েছিল। দলের ব্যাণ্ডমাষ্টার তাড়াতাড়ি কিছু অর্থ রোজগার করার জন্য এক কৃষ্ণকায় নাপিতের দোকানে রাত্রে ব্যাণ্ড বাজানো শিক্ষা দিতে আরম্ভ করলেন। উইলিয়াম্ জানলার বাইরে দাঁড়িয়ে দেখতেন, শুনতেন, শিখতেন, যদিও তাঁর বাজাবার মত কোনও বাদ্যযন্ত্র ছিল না, ছিল না কোনও অর্থ শিক্ষার বিনিময়ে দেওয়ার মত। ব্যাণ্ডবাদক দলের একজন ওঁকে এক ডলার পঁচাত্তর সেণ্টে একটি পুরোনো কর্ণেট বিক্রী করেন এবং কেমন করে বাজাতে হয় তা শিখিয়ে দেন। এরপর থেকে ভিতরে যখন লোকেরা তাদের শিক্ষকের কাছে শিক্ষাভ্যাস ক'রতেন উইলিয়াম তখন সেই নাপিতের দোকানের বাইরে দাঁড়িয়ে তাঁর কর্ণেট বাজাতেন। অবশেষে ব্যাণ্ডের সঙ্গে মহড়া দেবার জন্য তারা ওঁকে ভেতরে যেতে দেন। সহরের বাইরে একবার বায়নায় যাওয়ার জন্য ওদের একজন বাদ্যকরের প্রয়োজন হয়। স্কুল পালিয়ে হ্যাণ্ডি ওঁদের সঙ্গে যান। সেখানে উনি আট ডলার রোজগার ক'রে ভাবেন বাবা বুঝি খুব খুশী হবেন। কিন্তু না, তিনি তা হলেন

না ; আবার ক্লাসে পালাবার জন্মে উনি ওঁর শিক্ষকের কাছ থেকে বেতও খান।

বিখ্যাত বাদকদল জর্জিয়া মিন্‌ষ্ট্রেল্‌স যখন ফ্লোরেন্স সহরে আসে, তাদের ঐক্যতান গাইয়ের দল এবং বিলি কারস্যাণ্ড্‌স্‌-এর মত কৌতুক-অভিনেতা হ্যাণ্ডিকে মুগ্ধ করে (বিলি কারস্যাণ্ড্‌স্‌ একটা পুরো কাপ সমেত ডিস তার মুখের ভেতর পুরে ফেলতে পারতেন)। এই দেখেই হ্যাণ্ডি তাঁর নিজের সহরের বাদকদলের এক প্রদর্শনীতে যোগ দেন এবং নিজেই উচ্চগ্রামে চৌপদীতে সঙ্গীত করেন। তাঁর কিশোর বয়সে এই দলটি পর্যটনে বার হ'য়ে অ্যালাবামার জাস্‌পারে এসে আটকে যায়। এইখান থেকে ফেরবার পথে ছেলেদের গান গেয়ে গেয়ে খাবার যোগাড় করতে হয়েছিল এবং কিছু কিছু পথ হেঁটে ফ্লোরেন্সে ফিরতে হয়েছিল। ওঁর বাবা এই সমস্ত কার্যকলাপে খুব বিরক্ত হয়েছিলেন। উইলিয়াম একজন ধর্মযাজক হোন এই ছিল তাঁর বাবার ইচ্ছা। কিন্তু ছেলে ঠিক করলেন তিনি শিক্ষক হবেন। তাই তিনি স্কুল থেকে পাশ করবার পর বার্মিংহামে কাউন্টির শিক্ষকদের পরীক্ষায় অবতীর্ণ হলেন এবং দ্বিতীয় স্থান অধিকার করলেন। কিন্তু শিক্ষকদের মাহিনা দৈনিক এক ডলারের চেয়েও কম দেখে উনি বেসেমারে এক ঢালাইখানায় কাজ নিতে মনস্থ করেন। ওখানে থাকাকালে উনি পিতলের ড্রাম বাজিয়ের একটি দল এবং তারের যন্ত্রের বাদকদের একটি অর্কেষ্টা সংগঠিত করেন। সেখানে তিনি প্রতি রবিবারে গীর্জায় তূরী (ট্রাম্পেট) বাজাতেন। কিন্তু এই সময় অর্থনৈতিক মন্দা পড়াতে ওর চাকরীটি গেল এবং ওঁর উপার্জনের আসল উৎসটি নষ্ট হোল। ইতিমধ্যে তিনি একটি চৌপদীর দল তৈরী করেন। সেই বছর শিকাগোতে বিশ্বমেলা হবে শুনে ওরা চারজন তরুণ মাল

বোম্বাই ট্রেণে চড়ে বিনা ভাড়ায় ওখানে যেতে মনস্থ করেন। কিছুদূর পরেই ট্রেনের ব্রেকম্যান এসে নির্জন বিস্তৃর্ণ রেলপথের পাশে ওদের নামিয়ে দিল। তখন রাত্রি গভীর। রেললাইনের ধারেই হতভাগ্য তরুণের দল গান গাইতে আরম্ভ করলেন। ওঁরা এত করুণস্বরে গান গেয়েছিলেন যে ব্রেকম্যান শেষ পর্যন্ত করুণাপরবশ হয়ে তাঁদের একটা ঢাকা মালগাড়িতে তুলে নিয়ে ডেকাটুরে পৌঁছলেন। হ্যাণ্ডির কাছে মাত্র কুড়ি সেণ্ট ছিল। তাই দিয়ে পরদিন সকালে একখানা পাঁউরুটি আর গুড় কিনে চার সঙ্গী জলযোগ করতে একটা ঝরণার পাশে গিয়ে বসলেন। আহার করতে করতে ওঁরা দেখতে পেলেন, প্রমোদ ভ্রমণের উপযোগী একখানা নৌকো তীরে ভিড়ান রয়েছে এবং একদল ভদ্রমহিলা বাইরে গিয়ে বনভোজনের জন্য নৌকাটিতে উঠছেন। হ্যাণ্ডি ছুটে গিয়ে তাঁদের কাছে ওঁর হাতে লেখা পরিচয় পত্রটি দিলেন—দি লভেটা কোয়ার্টেট। টেনেসী নদীতে নৌকা বেয়ে চলার সময় গান গাইবার জন্য ভদ্রমহিলারা সেইখানেই ওঁদের নিয়োগ করলেন। এর জন্য ঐ তরুণের দল দশ ডলার পেয়েছিলেন এবং ওঁদের খাওয়া দাওয়া সমস্তই বনভোজনের রসদ থেকেই মিলেছিল। অবশেষে তাঁরা শিকাগো পৌঁছলেন—কিন্তু পৌঁছে শুনলেন যে বিশ্বমেলা এক বছরের জন্য পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে।

সেণ্ট লুই সেই সময় খুব জমাট সহর বলে পরিচিত ছিল—তাই তাঁরা ঐ সহরের দিকে অগ্রসর হলেন। কিন্তু ঐ সহরেও বাজার তখন খুব মন্দা, জীবন যাপন খুব কষ্টকর—গানবাজনা শোনার মত বাড়তি অর্থও কারুর হাতে নেই। ওদের দল তাই ভেঙ্গে গেল। কিন্তু চাকরী পাওয়া খুব শক্ত। হ্যাণ্ডি ঘুমুতেন ঘোড়দৌড়ের মাঠের ঘোড়ার আস্তাবলের খড়ের গাদায়, এবং মাঝে মাঝে কপর্দকশূন্য অন্যান্য

হাজার হাজার লোকের সঙ্গে মিসিসিপি নদীর বাঁধের ওপর। এরপরে তিনি টার্গী ষ্ট্রীটে এক বিরাট ঘর আবিষ্কার করেন। ওখানে পুলিশে আপত্তি না করা পর্যন্ত যে কেউ যতক্ষণ ইচ্ছে বসতে বা ঘুমুতে পারত। উনি শুনেছিলেন যে পুলিশে কেমন করে লোকে ঘুমুচ্ছে বা না-ঘুমুচ্ছে তা, তার পায়ের পাতা নড়া দেখেই বুঝতে পারে। হ্যাণ্ডি সর্বক্ষণ পায়ের পাতা নড়াতে নাড়াতেই ঘুমোতে শিখলেন। মাঝে মাঝে একজন একচক্ষুওয়ালা ভদ্রলোক তাঁর ঘুমন্ত চোখের ওপর টুপীটা ঢাকা দিয়ে তাঁর সম্পূর্ণ উন্মুক্ত কাঁচের চোখটা বাইরে রেখে ঘুমোতেন—পুলিশদের বোকা বনিয়ে দিতেন। পুলিশদের সঙ্গে থাকত রাতের ব্যবহারের ডাণ্ডা যা ওরা ব্যবহার করতেও ভালবাসত'। কাজেই ভবঘুরে বলে ধরা পড়তে কেউই রাজী ছিলনা। কিন্তু স্যাঁৎসেঁতে সন্ধ্যাতে কোন গৃহহীন ব্যক্তিও খোলা জায়গায় থাকতে রাজি ছিল না। ঠাণ্ডার দিনে তারা রাত্রির আগমনে ভয় পেত, সেণ্ট লুইয়ের অভিজ্ঞতা থেকেই কয়েক বছর পরে হ্যাণ্ডি তাঁর বিখ্যাত ব্লুজের প্রথম পংক্তি লিখেছিলেন :—

"আমি ঘৃণা করি সন্ধ্যায় সূর্যাস্ত দর্শনে…"

কিন্তু বাড়ি ফিরে গিয়ে বাবার কাছে শুনতে তিনি রাজি ছিলেন না, "এত' আমি তোমায় বলেছিলাম! গোল্লায় যাবে! বাজনাদার, নারকীয় ছাড়া আর কিছু নয়।"

তাই হ্যাণ্ডি বাড়ি ফিরলেন না। আবার তিনি পথে নামলেন, মালগাড়ির আরোহী হলেন। তারপর একদিন ইণ্ডিয়ানার ইভান্সভীলে পৌঁছলেন, তিনি সেখানে রাস্তা বাঁধানো কুলির দলে কাজ পেলেন। কয়েকদিনের মধ্যেই স্থানীয় একটি ব্যাণ্ডের দলে উনি বাজাতে আরম্ভ ক'রলেন। একদিন উনি কেন্টাকীর হেণ্ডারসনে এক

ভোজের উৎসবে বাজাতে গেলেন। সবুজ শ্যামল কেনটাকী ওঁর এত ভাল লেগেছিল যে উনি ওখানেই থেকে গেলেন। ওইখানেই উনি বিয়ে করেন এবং 'লেডারক্র্যানৃজ্ হলে' উনি কেয়ারটেকারের চাকরী পান। ওই হলে একটি জার্মাণ গায়কদল মহড়া দিত'—এই গানের মহড়া থেকে শিক্ষালাভের জন্যই উনি চাকরীটি নিয়েছিলেন। এই সময় তিনি একটি ছোট্ট ব্যাণ্ডের দলে রাত্রে বাজনার কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এই দলের একজন বাজিয়ে মাহারার কৃষ্ণকায় চারণদলে যোগ দিয়েছিল এবং সেখানে তাঁদের একজন কার্ণেটবাদক প্রয়োজন শুনে সে ওই দলে যোগ দেওয়ার জন্য হ্যাণ্ডিকে লিখে পাঠালো। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে তিনি সেই দলে যোগ দিলেন এবং সেই সময় থেকেই একজন পেশাদার বাজিয়ে হয়ে উঠলেন।

ছোট্ট বেলাতেই কানদুটো বড় ব'লে ওঁর ঠাকুমা সব সময়ে বলতেন যে ওঁর গানবাজনায় বিশেষ দক্ষতা থাকবে। তিনি ঠিকই বলেছিলেন, ভ্রাম্যমান দলে থাকবার সময় ওঁর গানবাজনার কৃতিত্ব অনেকদিক দিয়েই উন্নত হয় এবং একক সঙ্গীত পরিবেশক হিসাবে, নতুন সুরের ব্যবস্থাপক হিসাবে এবং চৌপদীর শিক্ষক হিসাবে উনি দলের কাছে অত্যন্ত মূল্যবান হ'য়ে পড়েন। এক বছরের মধ্যেই এই ধীমান যুবকটি ত্রিশরকম যন্ত্রের ঐক্যতান সঙ্গতের অধিনায়ক হয়ে উঠলেন এবং বৈকালে অনুষ্ঠানের প্রারম্ভিক সঙ্গতের জন্য বিয়াল্লিশ রকমের বাজনা পরিচালনা করতে আরম্ভ করলেন। এরপর চার বছর ধরে হ্যাণ্ডি তাঁর প্রমোদ-সঙ্গতের দলের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, মেক্সিকো এবং কিউবা ঘুরে আসেন। কিন্তু ইতোমধ্যে তাঁর একটি মেয়ে হওয়ায় তিনি স্থির ক'রলেন যে এবার স্থিতিশীল হওয়া উচিত। তাই তিনি অ্যালাবামার হান্ট্সৃভীলের সন্নিকটে এ্যালাবামা এগ্রিকালচারাল

এণ্ড মেকানিক্যাল কলেজে সঙ্গীত ও ইংরাজির শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। কিন্তু সেখানে মাহিনা মাসে মাত্র চল্লিশ ডলার এবং খাটুনি ছিল অত্যন্ত বেশী এবং বিশ্রী, কারণ প্রেসিডেণ্টও কেবলমাত্র ধর্মসঙ্গীত এবং উচ্চশ্রেণীর সঙ্গীত—মানে সেই ইউরোপীয় ধরণের রচিত উচ্চশ্রেণীর সঙ্গীতই পছন্দ করতেন। সমগ্র দেশে কত শ্রোতা যে আমেরিকার জনপ্রিয় সঙ্গীত এবং র‍্যাগটাইম সুর ভালবাসে তা ইতিমধ্যেই হ্যাণ্ডির জানা হ'য়ে গিয়েছিল। কিন্তু কলেজে তাঁকে ঐ ধরণের গান বাজনা শিক্ষা দিতে দেওয়া হোত না। তাই একদিন তিনি তাঁর ছাত্রদের বাজিয়েরদল দিয়ে তাঁদের বোকা বানাতে চাইলেন। তিনি 'মাই র‍্যাগটাইম বেবী' নামে গৎটুকু নিয়ে তার নাম দিলেন 'গ্রীটিংস্ টু টুসেণ্ট লা' ওভারচিওর, দি লিবারেটর অফ্ হাইতি।' কলেজের উৎসবে গৎটির কর্মসূচীতে এই নামই ছাপা হ'য়ে গেল। গতের শেষ হ'লে শুধু ছাত্রেরা নয়, বিদ্যালয়ের অধ্যাপকবর্গও এর প্রশংসা করে উঠলেন। ওঁরা সুরটিকে খুব উপভোগ করেছিলেন। কিন্তু যখন তিনি অধ্যাপক-বর্গকে তাঁর ঠাট্টা করার কথা জানালেন—তাঁরা কিন্তু আদৌ তারিফ ক'রলেন না। হ্যাণ্ডি বেশীদিন এ্যালাবামা এ এণ্ড এম' কলেজে থাকেন নি। তিনি আবার মাহারা'র বাজিয়ের দলে যোগ দিলেন এবং তাঁদের প্রধান একক কর্ণেট বাজিয়ে এবং ঐক্যতান পরিচালক হলেন।

যখন সমগ্র দেশব্যাপী চলচ্চিত্র প্রদর্শনী গৃহের প্রতিষ্ঠা হ'তে আরম্ভ হোল, সেই সময়ে আমেরিকার পঞ্চাশ বছরের জনপ্রিয় বাজনা-দারদের দলের অবস্থার ক্রমশ অবনতি হ'তে আরম্ভ হোল। হ্যাণ্ডির তখন ত্রিশ বছর বয়স, দ্বিতীয় সন্তান জন্মেছে। এই সময়ে তিনি মিসিসিপির ক্লার্কস্‌ডেলে নাইট্‌স্ অফ্ পাইথিয়াস ব্যাণ্ডের অধিনায়কের

পদ গ্রহণে মনস্থ করেন। বদ্বীপের তুলা অঞ্চলের অন্তরালেই এই সহর, নদী থেকেও বেশী দূরে নয়। প্রতি শনিবার রাত্রে আসত তুলাচয়নকারীরা, তাঁতীরা এবং বাঁধের অস্থায়ী আস্তানার কর্মীরা। হ্যাণ্ডির গঠিত ব্যাণ্ড বা অর্কেষ্ট্রার দল বনভোজন বা নাচের বাজনা বাজাবার জন্য প্রায়ই গ্রামাঞ্চলে ঘুরে বেড়াত'। সঙ্গীত সম্ভারে সম্পদময় ছিল অঞ্চলটি। ওইখানেই উনি শোনেন তটিনী আর প্রান্তরের মৃদু সঙ্গীত, কর্মরত নিগ্রোদের গান, কয়েদখানার গান এবং সেই সমস্ত অলিখিত ব্লুজ্, যার থেকে তাঁর নিজের রচনার হয়েছিল ভিতপত্তন। ওঁর ব্যাণ্ড এবং অর্কেষ্ট্রা দলের সদস্যদের সকলেই ছিল শিক্ষিত বাজনাদার। গানের সুরে বাজাতো তারা—চলতি সঙ্গতেরই পক্ষপাতি। ওদের বেশীর ভাগই এসেছিল ধর্মসংশ্লিষ্ট স্থানগুলো থেকে—সেখানে সঙ্গতের খুব বেশী কদর ছিল না, তাছাড়া র‍্যাগটাইম এবং চারণ সঙ্গীত গাওয়া পাপ বলে ধরা হোত। তাই তারা বেশীর ভাগই সাধারণ মার্চ-সুর, গম্ভীর ওয়াল্‌জ এবং দ্বিপদী ছন্দ বাজানোই পছন্দ করত।

একদিন রাত্রে মিসিসিপির ক্লীভল্যাণ্ডের এক নাচের আসরে হ্যাণ্ডিকে জিজ্ঞাসা করা হোল যে, অনুষ্ঠানের মাঝে তিনজন শ্রমিক যদি সামান্য কিছু অংশ গ্রহণ করেন তাতে কি তিনি কিছু মনে করবেন? হ্যাণ্ডি তাঁর লোকদের বিশ্রাম দিতে পেরে আনন্দিতই হলেন এবং ছিন্নবস্ত্র পরিহিত তরুণদের এই দলটিকে তাঁর মঞ্চ ছেড়ে দিলেন। ওরা তাদের সেই ছিঁড়ে যাওয়া তারের যন্ত্রে এক অন্তহীন অথচ ছন্দময় এমন এক সুরের সৃষ্টি করতে আরম্ভ ক'রলো যে অচিরে সমগ্র জনতা উঠলো নেচে। এমনভাবে নাচের সঙ্গে তারা দুলেদুলে উঠলো—তালি দিতে লাগলো তাদের হাতে, যে তেমনভাবে সারা সন্ধ্যাতেও হ্যাণ্ডির নিজের ব্যাণ্ড তাদের সেরকম করাতে সক্ষম হয় নি। অনুষ্ঠান শেষ

হওয়ার পর জনতা চিৎকার ক'রে উঠলো আরও শোনানোর জন্যে এবং অশিক্ষিত ঐ বাজিয়েদের দিকে ছড়িয়ে দিল রূপার ডলার আর ছোট ছোট রেজকী। শেষ হওয়ার পর এই তরুণের দল যত অর্থ কুড়িয়ে পেয়েছিল তা' হ্যাণ্ডির ব্যাণ্ডদলের সমস্ত সন্ধ্যায় বাজানোর জন্যে প্রাপ্ত অর্থের চেয়েও বেশী। তবে যে সুর তারা তুলেছিল তা শুধু তুলো ক্ষেতে আর বাঁধের ওপর প্রতিদিনকার শোনা সুরের চেয়ে বেশী কিছু নয়। সেই রাত্রেই হ্যাণ্ডি সবচেয়ে বেশী উপলব্ধি করেছিলেন যে আমেরিকার নিগ্রোদের নিজস্ব সঙ্গীতেই মানুষ আনন্দ পেতে পারে—তার চেতনা লুপ্ত হতে পারে সেই অশিক্ষিত গাইয়েদের ঐ ধরণের গানেই।

একটা ব্যাণ্ডের দলের ভার নিতে তাঁকে মেমফিসে যেতে হয়েছিল। এই মেমফিসেই এক রাজনৈতিক অভিযানে তিনি তাঁর বিশ্বাসের সত্যতা নিরূপণ করবার চেষ্টা করেছিলেন। ওখানে মেয়র নির্বাচনের জন্য তিনজন প্রার্থী ছিলেন এবং প্রত্যেকটি দলই তাদের রাজনৈতিক শক্তি সংগঠনের জন্যে একটা ক'রে ব্যাণ্ডের দল ভাড়া করেছিল। হ্যাণ্ডির ব্যাণ্ড ছিল এডওয়ার্ড এইচ ক্রাম্পকে সমর্থন করবার জন্য। ইনিই পরে মেম্‌ফিসের রাজনীতিতে বিরাট ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠেন। হ্যাণ্ডি তাঁর স্মরণশক্তির ওপর নির্ভর ক'রে সেই অশিক্ষিত নিগ্রোদের ছন্দের ভিত্তিতে একটি অভিযান সুলভ সুর রচনা করলেন। সেই মুহূর্তেই ওঁর রচিত সুর মেমফিসকে ভাসিয়ে দিল। এ সুর শোনার সাথে সাথেই শ্বেতকায় এবং কৃষ্ণকায় লোকেরা নাচতে আরম্ভ ক'রলো পথের ওপর। হ্যাণ্ডি একই সময় এত বেশী জায়গায় বাজানোর জন্য অনুরোধ পেতে লাগলেন যে তাঁকে তাঁর ব্যাণ্ডের দল ভেঙ্গে ছোট ছোট দল করে ফেলতে হোল। ওঁর সেই সুর 'মিষ্টার ক্রাম্প'—

তার সেই বাঁধের সাবলীল ছন্দ আর তুলোর ক্ষেতের মীড় নিয়েই সফল হয়ে ওঠে। মিঃ ক্রাম্প নিজে মেম্‌ফিসের মেয়র নির্বাচিত হন। এদিকে ডব্লিউ. সি. হ্যাণ্ডি, তার নিজস্ব পরিচিতি নিয়েই সমগ্র অঞ্চলে বিখ্যাত হয়ে ওঠেন। শীঘ্রই তিনি আরও ব্যাণ্ডবাদকের দল গঠন করেন এবং তারা মেম্‌ফিস্ ও তার নিকটবর্তী সহরগুলোকে মাতিয়ে তোলে। অভিযান শেষ হওয়ার পর উনি "মিষ্টার ক্রাম্প" নামটি বদল ক'রে এটির নাম দিলেন "দি মেম্‌ফিস্ ব্লুজ্"। এই-ভাবেই প্রথম বিখ্যাত ব্লুজের হোল উৎপত্তি।

১৯১২ খৃষ্টাব্দে "দি মেম্‌ফিস্ ব্লুজ্" প্রকাশিত হয়। কিন্তু হ্যাণ্ডি এর মূল্য না বুঝেই পঞ্চাশ ডলারে ওর স্বত্বাধিকার বেচে দিলেন। তাই এর জনপ্রিয়তা সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ায় অন্য লোকদের হাজার হাজার ডলার লাভ হ'লেও, তিনি কিছুই পেলেন না। কিন্তু সুরটি তাঁকে গীতিকার হিসাবে সুপরিচিত করে তুললো এবং তিনি এই সুরটিকে অনুসরণ করেই আরও গীত রচনা করতে দৃঢ়সংকল্প হ'লেন। এই সময়ে তাঁর চারটি সন্তান থাকাতে ঘরে সঙ্গীত রচনা করা তাঁর পক্ষে অসুবিধাজনক হ'য়ে উঠেছিল। একদিন রাত্রে তিনি বীল ষ্ট্রীটের একটি দোকানের ওপর তলায় একটি ঘর ভাড়া নিয়ে সারাটি রাত সেখানে থেকে একটি নূতন গীত রচনা করেন। এই সঙ্গীতটি বার হয় তাঁর স্মৃতির অন্তস্তল থেকে, বার হয় তাঁর যৌবনের সেই পাথরের খনির কাজের ছন্দে, বিনাভাড়ায় রেলপথে ভ্রমণে, টো টো ক'রে স্থান থেকে স্থানান্তরে যাওয়ার মাঝে, সহর থেকে সহরে গমনে। এ সঙ্গীত পেয়েছিলেন তিনি সেণ্ট লুইয়ের সেই গৃহছাড়া রাত্রির মাঝখানে যখন সূর্যাস্ত দর্শনকেও তিনি ঘৃণা করতেন; সেই একসময় যখন তিনি শুনেছিলেন এক রমণী তার প্রিয়তমের বিরুদ্ধে

অভিযোগ ক'রছে তার হৃদয় নাকি কঠিন—সমুদ্রের অতলে ফেলে দেওয়া পাথরের মত কঠিন। এই সঙ্গীত সৃষ্টি হয়েছিল সেণ্ট লুই-এর হীরকখচিত অঙ্গুরী পরিহিত রমণী দলের জলসায়, বাঁধের ওপর থেকে শোনা নদীর গানের মধ্যে থেকে। স্মৃতির মাঝখান থেকেই "দি সেণ্ট লুই ব্লুজ"এর জন্ম। পরের দিন তিনি এটিকে তুললেন ঐক্যতানে। সেই রাত্রেই নৃত্যের সঙ্গে বাজালেন তিনি সেই সুর। নাচিয়েরা পছন্দ ক'রলো সেই সুর, করতালির পর করতালি দিয়ে প্রশংসা ক'রলো, শিষ দিয়ে উঠলো, তাদের পায়ের গোড়ালি ঠুকে তাল দিতে লাগলো, আবার বাজাবার জন্য তাঁকে বারবার অনুরোধ জানালো।

দু'দিন তিনি বাড়ি যাননি। নাচের আসরের শেষে যখন তিনি তাড়াতাড়ি ক'রে তাঁর স্ত্রীকে তাঁর নতুন সাফল্যের কথা জানাতে গেলেন, ওঁর স্ত্রী চাকি বেলুনের বেলনা নিয়ে ওর দিকে এগিয়ে এলেন। উনি গাইলেন:

"সেণ্ট লুই ব্লুজ,
আমার মতই কাঁচা, যত কাঁচা আমি হতে পারি…"

ওঁর স্ত্রী বললেন, "কখ্খোনো না। আমিই বরং একা নীল হয়ে যাচ্ছি। কেন তুমি বলোনি যে তুমি এই রকম বাড়ির বাইরেই কাটাবে? ছিলে কোথায় তুমি?"

শ্রীমতী হ্যাণ্ডি এই নতুন সঙ্গীতে উৎসাহিত হন্ নি, সে রাত্রে ত নয়ই। তিনি রেগে গিয়েছিলেন। অবশ্য পরে যখন 'দি সেণ্ট লুই ব্লু'র সুরের লেখা পাতা আর রেকর্ডের থেকে হাজার হাজার ডলার রয়াল্‌টি আসতে আরম্ভ ক'রলো তখন ডব্লিউ সি হ্যাণ্ডি এবং তাঁর স্ত্রী দুজনেই অত্যন্ত সুখী হয়েছিলেন। প্রায় সমস্ত ক'জন বিখ্যাত জনপ্রিয় গায়ক এবং ব্যাণ্ডবাদক ওঁর গান রেকর্ড করতে আরম্ভ করলেন।

একদিন ডাক হরকরা এসে হ্যাণ্ডির মেম্ফিসের বাড়িতে ভিক্টর রেকর্ডের সর্বশেষ তালিকার একটি কপি দিয়ে গেল। গীতিকারদের তালিকায় ওপর থেকে নিচের দিকে চোখ বুলিয়ে "এইচ" অক্ষরের তলায় উনি দেখলেন :

হ্যাণ্ডেল

হ্যাণ্ডি

হেডেন

ওঁর নাম রয়েছে দুজন বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞের মাঝখানে। যখন তিনি তাঁর ছেলেপুলেদের দেখালেন, তারা বললে,

"বাপী, ওই দু'জন—ওঁরা কারা ?"

'দি সেণ্ট লুই ব্লুজ'-এর চারশোর ওপর আলাদা রেকর্ডিং হয়েছিল। নতুন নতুন রেকর্ড পর পর তৈরী হয়েও চলেছিল—এবং শুধু ইংরাজিতেই নয়, সারা পৃথিবীর অন্য অনেক ভাষাতেই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ওকিনাওয়া থেকে কয়েকজন সৈন্য ডব্লিউ, সি, হ্যাণ্ডিকে জাপানী ভাষায় গাওয়া 'সেণ্ট লুই ব্লুজ'-এর এক জাপানী রেকর্ড পাঠিয়ে দেন। এটা তাঁরা একটি পরিখার মাঝখান থেকে পেয়েছিলেন। সাধারণ মানুষ থেকে রাজারাজরা পর্যন্ত সবাই সমানভাবেই ভালবাসতো তাঁর এই সুর। ব্যালমোরাল দুর্গে রাজা অষ্টম এডওয়ার্ডের ব্যাগপাইপ বাদকেরা এই 'ব্লুজ' বাজাতো। "লাইফ" পত্রিকার সংবাদে ছিল যে এটি নাচের বাজনা হিসাবে রাণী এলিজাবেথের প্রিয় সুর। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ৩৬৯ নং বাহিনীর ব্যাণ্ড এই সুরটিকে ইউরোপে চালু ক'রে দেবার পর থেকে এই "ব্লুজ" ষ্ট্রাভিনস্কী, হয়েগার এবং মীলহড-এর মত আধুনিক গীতিকারদের ওপরও প্রভাব বিস্তার করেছিল বলে প্রকাশ। এটি জর্জ গারসুইনের

ওপর ত' প্রভাব বিস্তার করেছিল নিশ্চয়ই। গারসুইন স্বয়ং তাঁর বিখ্যাত আমেরিকান গীতিনাট্য "র‍্যাপসোডী ইন ব্লু' এবং 'পরগী এণ্ড বেস'-এ সেকথা স্বীকার করেছেন। জন অ্যালডেন কার্পেনটার 'কাটলীপ ব্লুজ' নামে এক ঐক্যতানিক 'ব্লুজ' লিখে গেছেন। শতশত গীতিকার সাধারণ 'ব্লুজ্' কিংবা 'ব্লুজ'-এর ধরণের জনপ্রিয় সঙ্গীতগুলোকে লেখবার চেষ্টা করেছেন। হোয়াগী কারমাইকেলের 'ওয়াশবোর্ড ব্লুজ,' ক্লারেন্স উইলিয়াম্‌সের 'বেসিন ষ্ট্রীট ব্লুজ,' জনী মারসারের 'ব্লুজ ইন দি নাইট," হ্যারল্ড আর্লেনের 'ষ্টারমী ওয়েদার'—প্রভৃতি এদেরই অন্যতম। ডোরোথী লেমুর "দি সেণ্ট লুই ব্লুজ' নামে এক চলচ্চিত্রে নামেন এবং ওঁর আগে ওই নামেই একটি ছোট্ট ছবিতে নেমেছিলেন বেসী স্মিথ। ছোট্ট নাইট ক্লাব থেকে ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেন পর্যন্ত, নদীর উপরের নৌকা থেকে ব্রডওয়ের রঙ্গমঞ্চ, জিউক বক্স থেকে চলচ্চিত্র, রেডিও থেকে টেলিভিশন সর্বত্রই গীত হোল 'দি সেণ্ট লুই ব্লুজ্'। মনে হয়, শিকাগো ট্রিব্যুন সঙ্গত উৎসবে সোলজার্স ফিল্ডেই সবচেয়ে বেশী সংখ্যায় শ্রোতারা একই সাথে শুনেছিল এই সমবেত সঙ্গীত। সেখানে এই সঙ্গীত গেয়েছিল তিন হাজার লোক আর, শ্রোতার সংখ্যা ছিল এক লক্ষ পঁচিশ হাজার।

ডব্লিউ. সি. হ্যাণ্ডির যখন চল্লিশ বছর বয়স তখন তিনি এই সঙ্গীত লিখেছিলেন এবং এটাই তাঁকে খ্যাতি ও সৌভাগ্যের পথে নিয়ে গিয়েছিল। সেই সময় থেকেই উনি ব্রডওয়ের একজন প্রতিষ্ঠাবান সঙ্গীত প্রকাশক হয়ে ওঠেন—দেশের সবচেয়ে বড় নিগ্রো প্রকাশনী প্রতিষ্ঠানের নেতৃস্থানে আসীন হন তিনি।

আমেরিকার সমস্ত বড় বড় রঙ্গমঞ্চে তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠ শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন—বাজিয়েছিলেন নিউ ইয়র্কের বিশ্বমেলায় এবং

স্যানফ্রান্সিসকোর ট্রেজার আইল্যাণ্ড সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে। রেডিও এবং টেলিভিশনের প্রায় সব কটিতেই তিনি বহুবার গেয়েছেন। ষাট বছর বয়সে তিনি যো লরী জুনিয়রের 'মেমারী লেন' দলে তাঁর নিজের 'ব্লুজ' বাজিয়ে সমগ্র আমেরিকা ভ্রমণ করেছেন। এমন কি তাঁর চোখ নষ্ট হওয়ার পরেও হ্যাণ্ডি নিউ ইয়র্কে বিলি রোজের ডায়মণ্ড হর্সস্যুতে প্রতি রাত্রে কর্ণেটে 'দি সেণ্ট লুই ব্লুজে' একক অংশ বাজাতেন। উনি অনেক গান রচনা করেছিলেন, যন্ত্রসঙ্গীতের অনেক সুর তৈরী করেছিলেন, অন্য সকলের শত শত সুরের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন, সঙ্গীত সংগ্রহমালা সম্পাদনা করেছিলেন এবং এক চমৎকার আত্মজীবনী রচনা করেছিলেন—'ফাদার অফ দি ব্লুজ।' সত্তর বছরেরও বেশী বয়সে যখন তিনি একেবারে অন্ধ, সেই সময় নিউ ইয়র্ক সহরে একটা ভূগর্ভস্থ রেল ষ্টেশনে প্ল্যাটফরমের উপর থেকে রেল লাইনে পড়ে গিয়ে তিনি মাথায় আঘাত পান। কয়েকদিন সকলেই উৎকণ্ঠিত ছিল, তিনি হয়তো মারা যাবেন। তিনি কিন্তু সেরে ওঠেন এবং আবার ফিরে গিয়ে তাঁর ব্রডওয়ে অফিসে, রঙ্গমঞ্চে, রেডিওতে এবং টেলিভিশনে কাজ করে চলেন।

নিগ্রো অ্যাকটর্স গীল্ডের তিনি একজন সংগঠক ছিলেন। অন্ধদের জন্য যে ডব্লিউ. সি. হ্যাণ্ডি ফাউণ্ডেশন—তারও তিনি একতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। প্রতি বছর ধরেই নিউ ইয়র্কের কোন একটি বড় হোটেলে তাঁর বাৎসরিক জন্মদিনের ভোজ উৎসব হয় এবং তাতে এই দাতব্য প্রতিষ্ঠানের জন্য বেশ মোটা রকমের অর্থ সংগৃহীত হয়। এখন মেম্ফিসে তাঁর নামে একটি পার্ক আছে ঠিক যেখানে তিনি তরুণ বয়সে ক্ষুধার্ত, কপর্দকশূন্য অবস্থায় ঘুমিয়েছিলেন, সেণ্ট লুই সহর সেইখানে একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের পরিকল্পনা

ক'রছে। সেই স্মৃতিস্তম্ভে একটি ঘড়ি থাকবে—আর তারই সুর মেলানো ঘণ্টাগুলোয় বাজবে 'দি সেণ্ট লুই ব্লুজ।' আর অ্যালা বামার ফ্লোরেন্সে যেখানে তিনি জন্মেছিলেন সেইখানে রয়েছে নতুন নির্মিত ডব্লিউ. সি. হ্যাণ্ডি স্কুল। এই বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তারই সম্মানার্থে, আমেরিকার আধুনিক সঙ্গীতের উপর যাঁর বিরাট প্রভাব এবং যিনি শৈশব অবস্থাতেই প্রথম আমেরিকার পাথর সংগ্রহের খনি থেকে, তুলোর ক্ষেত থেকে তাঁর জন্মস্থান অ্যালাবামার ছন্দের সৌন্দর্যটুকু গ্রহণ করতে শিখেছিলেন।

চার্লস সি. স্পলডিং

চার্লস সি. স্পলডিং

(বিশ্বের বৃহত্তম নিগ্রো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কর্মনির্বাহী)

জন্ম—১৮৭৪ : মৃত্যু—১৯৫২

নতুন মুক্তিপ্রাপ্ত দুঃস্থ নিগ্রোদের পক্ষে স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরের বছর কটা খুবই অসুবিধাজনক হয়ে উঠেছিল। তাঁরা রুগীদের ওষুধ জুগিয়ে যত্ন নিতে পারতেন না, এমন কি প্রায়ই মৃতদেহের কবর পর্যন্ত দিতে পারতেন না। তাই এই সমস্ত করবার জন্য তাঁদের দলবদ্ধ হ'তে হয়েছিল। এইজন্যে অনেক ভ্রাতৃসম্প্রদায়, পারস্পরিক হিতসাধনী সংস্থা, সৎকার সমিতি গঠিত হোল। এদের অনেকগুলি গীর্জার সঙ্গে যুক্ত ছিল বা গীর্জা থেকেই তাদের উৎপত্তি হয়েছিল। গৃহযুদ্ধের আগেও অবশ্য এই ধরণের কয়েকটি প্রতিষ্ঠান উত্তরদেশের নিগ্রোদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে 'রোগের সময় পরস্পরকে সাহায্য করবার জন্য এবং তাদের বিধবা এবং পিতৃহীন পুত্রকন্যাদের জন্য' ফিলাডেলফিয়ায় ফ্রী আফ্রিকান সোসাইটির প্রতিষ্ঠা হয়। ম্যাশনস্, এল্কস্, অড ফেলোজ্ এবং ইনডিপেন্‌ডেন্ট অর্ডার অফ সেন্ট লিউক প্রভৃতি সমাজ মঙ্গল সমিতিগুলি ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে সদ্যমুক্তিপ্রাপ্তা একজন মহিলার দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হয়। উল্লিখিত উদ্দেশ্য নিয়ে এখনও এগুলো সাফল্যের সঙ্গেই কাজ ক'রে চলেছে। নিগ্রো স্বত্বাধিকারীর প্রথম বীমা সংস্থা—দি আফ্রিকান ইনসিওরেন্স কোম্পানী ১৮১০ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। এর মূলধন ছিল তখন পাঁচ হাজার ডলার।

আজ বীমাই আমেরিকায় নিগ্রোদের সবচেয়ে বড় ব্যবসায়। আজ কৃষ্ণকায়রা দুইশতের ওপর ইনসিওরেন্স সংস্থার স্বত্বাধিকারী, আর সম্পূর্ণরূপে তাদের দ্বারাই এগুলি পরিচালিত। তাদের সমস্ত চল্‌তি বীমা সংস্থাগুলির একত্রে মূল্য দশহাজার কোটি ডলার।

উত্তর ক্যারোলাইনার ডারহামস্থিত 'নর্থ ক্যারোলাইনা মিউচুয়্যাল লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানি'টিই হচ্ছে পৃথিবীর মধ্যে নিগ্রোদের সবচেয়ে বড় বীমা সংস্থা। চার্লস্‌ ক্লিনট্‌ন্‌ স্পলডিং ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে ওঁর মৃত্যুর সময় পর্য্যন্ত এর প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে এর প্রথম ম্যানেজার হিসাবেই ওঁর এই সংস্থাটির সঙ্গে যোগাযোগ; এবং তিনি একে প্রথম অবস্থা থেকেই বড় হতে দেখেছিলেন। স্পলডিং যখন এই সংস্থাটির সংগঠনের নিমিত্ত কাজ আরম্ভ করেন তখন বীমা সম্বন্ধে তাঁর কোন অভিজ্ঞতাই ছিল না। একেবারে প্রথম থেকেই তাঁকে শিখতে হয়েছিল, আর তাঁর অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়া বিদ্যাটুকু ছিল তখনকার একমাত্র পুঁজি। ব্যবসা জগতে প্রতিষ্ঠাবান এবং ধনবান হওয়ার পর তিনি প্রায়ই বলতেন, "কলেজে আমি মাত্র একবারই গিয়েছিলাম—শুধু একটা উদ্বোধনী বক্তৃতা দিতে।"

এব্রাহাম লিঙ্কন যখন নিহত হয়েছিলেন—তার ন' বছর পরে উত্তর ক্যারোলাইনার কলম্বাস অঞ্চলের এক গোলাবাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন স্পলডিং। চোদ্দটি ছেলেমেয়ের মধ্যে তিনি ছিলেন তৃতীয় সন্তান এবং বড়দের মধ্যে একজন হওয়ায় আবাদের প্রচুর কাজ তাঁকে করতে হোত। এর জন্তে তাঁর বিদ্যালয়ে উপস্থিতি নিয়মিতভাবে হোত না; তাই বড় হয়ে উনি ঠিক করলেন যে লাঙ্গলের কাজ ছেড়ে দেবেন এবং ডারহামে গিয়ে গ্রামার স্কুল থেকে উত্তীর্ণ হবার জন্ত দৃঢ়ভাবে চেষ্টা করবেন। সহরে এসে চার্লস এক হোটেলে মাসিক

দশ ডলার মাহিনায় ডিস্ ধোয়ার কাজ পেলেন। কিছুকাল পর তিনি সেখানেই "বেলবয়"এর কাজ পেলেন। সন্ধ্যার সময় তাঁকে এই কাজ করতে হোত। এরই ফলে তিনি দিনে স্কুলে পড়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। ইতোমধ্যে বয়স হয়েছিল একুশ বছর। গ্রামার স্কুলের ছোট ছোট ছেলেদের তুলনায় তিনি ছিলেন খুব বেশী বয়সের। তাও লজ্জার মাথা খেয়ে তিনি পড়াশুনা চালিয়ে গেলেন এবং তেইশ বছর বয়সে অষ্টম শ্রেণীর পড়া শেষ করলেন। ডারহামে নিগ্রো ছেলেদের পক্ষে এই পর্য্যন্ত পড়াই সম্ভব ছিল। সেই সময়ে একদল কৃষ্ণকায় ব্যক্তি মিলেমিশে প্রত্যেকে পঁচিশ ডলার করে দিয়ে একটি মুদিখানা চালু করেন। ওঁরা চার্লস স্পলডিংকে দোকানের বিক্রেতা এবং ম্যানেজার হতে অনুরোধ করলেন। কিন্তু তাদের কারুরই ব্যবসার কোন অভিজ্ঞতা না থাকাতে অচিরেই ব্যবসাটি নষ্ট হ'য়ে গেল, আর স্পলডিং-এর ঘাড়ে তিনশ' ডলারের ওপর ঋণ চাপিয়ে দিয়ে প্রত্যেকেই স'রে পড়লেন। এই দেনা শোধ দিতে তাঁর পাঁচ বছর সময় লেগেছিল, কিন্তু তিনি প্রতিটি সেণ্ট পর্য্যন্ত শোধ দিয়েছিলেন।

তাঁর সততা এবং শ্রমশীলতার জন্য তাঁর প্রতি জন মেরিক নামক একজন সমৃদ্ধ নরসুন্দরের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়। ডারহামে এর পাঁচটি নাপিতের দোকান ছিল—তার মধ্যে তিনটি ছিল শ্বেতকায় পৃষ্ঠপোষকদের জন্য এবং দু'টি নিগ্রোদের জন্য। ইনি আবার আমেরিকান টোব্যাকো কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা ওয়াশিংটন ডিউকের ব্যক্তিগত ক্ষৌরকার ছিলেন। মিষ্টার মেরিক একটি বীমা সংস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য খুব উৎসাহী ছিলেন। স্পলডিংএর এক কাকা ডঃ এ, এম, মুর'ও ছিলেন এ বিষয়ে উৎসাহী। ওঁরা দুজনেই খুব কর্মব্যস্ত থাকায় স্পলডিংকে প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজার হওয়ার জন্য অনুরোধ জানালেন।

তখন থেকেই উনি ছিলেন সংস্থার একমাত্র কর্মী ; ফলে ওকেই হ'তে হোল হিসাব-রক্ষক, টাইপিষ্ট, বাইরের কাজের এজেণ্ট, অফিস-ভৃত্য এবং দরওয়ান। ওঁর কর্মের প্রধান কেন্দ্র হোল—ডঃ মুরের অফিসের একটি পিছনের ঘর। এক সময় তিনি বলেছিলেন, "সকালে যখন আমি অফিসে আসতাম তখন আমি দরওয়ান হিসাবে জামার হাত গুটিয়ে জায়গাগুলো ঝাড়ু দিতাম। তারপর জামার হাত নামিয়ে সাজতাম এজেণ্ট। আরও কিছু পরে আমি আমার কোট গায়ে দিয়ে জেনারেল ম্যানেজার হ'য়ে বসতাম।" সত্যিই তিনি সমস্ত কাজের উপযুক্ত লোক ছিলেন।

এই বীমা সংস্থার যিনি প্রথম খদ্দের তিনি চল্লিশ ডলারের বীমার এক চুক্তি করে প্রথম কিস্তী হিসাবে পঁয়ষট্টি সেণ্ট দেন। এর পরে কয়েক দিনের মধ্যেই তিনি হঠাৎ মারা যান। নতুন সংস্থাটির বাড়তি তহবিল গঠনের আগেই এ ঘটনা ঘটে যায়। যখন তাঁর বিধবা স্ত্রী এসে বীমার অর্থের দাবী জানাল তখন সংস্থার পৃষ্ঠপোষকগণকে তাঁদের নিজেদের পকেট থেকেই চল্লিশটি ডলার মিটাতে হয়। কিন্তু তা তাঁরা দিয়েছিলেন। নতুন সংস্থাটির তৎপরতা এবং আর্থিক স্বচ্ছলতার কথা চারদিকে ছড়িয়ে গেল। এরপর নতুন নতুন বীমা করাতে তরুণ স্পলডিংকে খুব বেশী অসুবিধা ভোগ করতে হোল না। প্রথম সপ্তাহতেই সংগ্রহ হোল ২৯ ডলার ৪০ সেণ্ট। বছরের শেষে তহবিলে জমল ৮৪০ ডলার। এক হাজারও নয়, তবু তিনি হতাশ হয়ে পড়েন নি, কারণ প্রতি সপ্তাহেই অল্প অল্প করে বীমা চুক্তিপত্র গ্রহীতার সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছিল। কাছাকাছি ছোট ছোট শহরে এবং গোলাবাড়িতে গিয়ে উনি বীমা করার সুবিধাগুলি ব্যাখ্যা করতেন। তারা এর আগে কখনও বীমার কথা শোনেনি। কুড়ি বছর পরে

উনি যখন সংস্থার সচিব এবং কোষাধ্যক্ষ হ'লেন সেই সময় ওর বাইরের এজেণ্টরা বছরে দশ লক্ষ বেশী ডলারেরও কাজ দিচ্ছিল।

জন মেরিক, সেই নরসুন্দর, একুশ বছর ধরে এই সংস্থাটির প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। তাঁর মৃত্যু হলে ডঃ মূর ওঁর স্থলাভিষিক্ত হ'লেন। ওঁদের দুজনেই ডারহামের নিগ্রো নাগরিকদের জন্য অনেক ভাল ভাল কাজ করেছিলেন। সাধারণ পাঠাগারে কৃষ্ণকায়রা গিয়ে বই নিতে পেত না। তাই এরা দুজনেই 'কালার্ড পাবলিক্ লাইব্রেরী' গঠনের উদ্দেশ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থ প্রদান করেন এবং ডাঃ মূর লাইব্রেরীর প্রথম পুস্তকের অনেকগুলো নিজেই দেন। সিটি হস্‌পিটালে নিগ্রো ডাক্তার এবং শুশ্রূষাকারীরা কাজ নিয়ে সেবা করার সুযোগ পেত না তাই ওঁরা তরুণ কৃষ্ণকায় চিকিৎসকদের হাতেনাতে শিক্ষার এবং শুশ্রূষা-কারীদের শিক্ষিত হওয়ার সুবিধার্থে লিঙ্কন হাস্‌পাতালের প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করবার জন্য ধনী ডিউক পরিবারকে অনুরোধ করেছিলেন। নিজে গ্রাম্য বিদ্যালয়গুলির খারাপ অবস্থা লক্ষ্য করে ডঃ মূর নিগ্রো বিদ্যালয়গুলির জন্যে একজন পরিদর্শকের মাহিনা নিজের থেকেই জুগিয়েছিলেন, যাতে তিনি আইন-পরিষদে এদের উন্নতির জন্য সুপারিশ ক'রতে পারেন। পরিদর্শকের কাজ এত সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল যে পরের বছরই রাজ্য সরকার পরিদর্শকের পদটি পাকা ক'রে দিয়েছিলেন।

নর্থ ক্যারোলাইনা মিউচ্যুয়াল ইনসিওর‍্যান্স কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা এই দু'জন ভাল লোকই মারা গেলে চার্লস সি স্পলডিং সমাজসেবার মনোভাব নিয়ে তাদের কাজ সমান উৎসাহে চালাতে লাগলেন। তিনি যে শুধু বীমা সংস্থাটিকেই আমেরিকার অন্যতম প্রধান সংগঠনে গড়ে তুলেছিলেন তা নয়, বাহিরের আরও নানান ধরণের কাজে তিনি

ছিলেন লিপ্ত। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে ন্যাশনাল নিগ্রো ইনসিওরেন্স অ্যাসো-সিয়েশন গঠনে তিনি সাহায্য করেছিলেন—এবং এর প্রথম সভাপতি ছিলেন। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে ন্যাশনাল নিগ্রো বিজনেস্ লীগের তিনি প্রেসিডেন্ট হন। তিনি শ, ও হাওয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয়, এবং নর্থ ক্যারোলাইনা ষ্টেট কলেজের অছি নিযুক্ত হয়েছিলেন। ইয়ং মেনস ক্রিশ্চিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের ন্যাশানাল কাউন্সিলের এবং ড'রহ্যাম চেম্বার অফ কমার্সের তিনি সদস্য ছিলেন। অনেকগুলি সম্মানসূচক ডিগ্রীও তাঁকে দেওয়া হয়েছিল। আর বিশিষ্ট কার্য্যসাধনের জন্যে ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে তিনি হারমন গোল্ড পুরস্কার পান।

নর্থ ক্যারোলাইনা মিউচ্যুয়াল কোম্পানীর থেকে ডারহামে আরও দুটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে—মেকানিক্ এ্যাণ্ড ফারমারস্ ব্যাঙ্ক এবং মিউচ্যুয়াল বিল্ডিং এ্যাণ্ড লোন এসোসিয়েশন। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে চার্লস সি স্পলডিং এই দুটি প্রতিষ্ঠানেরই প্রেসিডেণ্ট হয়েছিলেন। বীমা সংস্থা প্রতিষ্ঠার সময়েতেই মেরিক এবং মুরের মনোগত ইচ্ছা ছিল তরুণ নিগ্রোদের ব্যবসায়ের শিক্ষালাভের সুযোগ ক'রে দেওয়া। ওঁরা আরও অনেক রকমের প্রতিষ্ঠান গড়তে চেয়েছিলেন যেখানে তরুণ তরুণীরা কেরানী ধরণের কাজ পান। দক্ষিণে নিগ্রোদের জন্য সাধারণতঃ এ কাজ উন্মুক্ত ছিল না। ওঁরা এটাও জানতেন যে কৃষ্ণকায় লোকদের পক্ষে সম্পত্তি বন্ধক রেখে ঋণ করা বা বাড়ি তৈরীর জন্য আর্থিক সাহায্য পাওয়া খুবই অসুবিধাজনক ছিল। সেই কারণে তাঁরা একটি ব্যাঙ্ক এবং সেই ধরণের একটি আর্থিক সাহায্য সমিতি গঠন করেন।

১৯৫২ খৃষ্টাব্দে যখন চার্লস সি স্পলডিং মারা যান সেই সময় দি নিউ ইয়র্ক হেরাল্ড ট্রিবুন পত্রিকার সংবাদে জানান হয় যে 'নর্থ

ক্যারোলাইনা মিউচুয়াল লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানী তার অন্তর্গত সবগুলি প্রতিষ্ঠান সমেত পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় নিগ্রো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান। এর সম্পত্তির পরিমাণ তিন কোটি ত্রিশ লক্ষ ডলারের ওপর এবং আটটি রাজ্যে সোল কোটি পঞ্চাশ লক্ষ ডলারেরও ওপর বীমা তখন চালু ছিল। স্পলডিং ছিলেন অত্যন্ত শিষ্টাচার বিশিষ্ট ব্যক্তি। বুকার টি ওয়াশিংটনের সেই উপদেশ 'যেখানে তুমি আছ সেইখানেই বালতি নামাও'—এ উপদেশে তিনি ছিলেন দৃঢ় বিশ্বাসী। তিনি সফলতা লাভ করেছিলেন অত্যন্ত শ্রমশীলতার মাঝে। ব্যক্তিগত উদ্যমের পর ওঁর খুব বেশী বিশ্বাস ছিল। তরুণদের উপদেশ দেওয়ার সময় তিনি বলতেন, "পাহাড়ের ওপরের ঝরণার জল তুমি পান করতে পারবে না, যতক্ষণ না তুমি জলের জন্যে পাহাড়ে উঠবে।"

এ. ফিলিপ র‍্যাণ্ডল্ফ

এ. ফিলিপ র‍্যাণ্ডল্‌ফ

(বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা)

জন্ম—১৮৮৯—

আমেরিকার রেলপথে প্রথম যে "পুলম্যান কার"খানি চলেছিল, সেখানার নামকরণ হয়েছিল "পাইওনীয়ার" এবং এই বিলাসবহুল যাত্রীগাড়ীতে প্রথম যে লোকটি পোর্টার (যাত্রীদের পরিচায়ক) নিযুক্ত হয়েছিল, সে ছিল একজন নিগ্রো। ১৮৬৭ সাল থেকে যুক্তরাষ্ট্রের সমস্ত রেলপথেই 'স্লিপিং কার'গুলিতে নিগ্রোরা পোর্টার হিসাবে কাজ করে আসছে। আজ তাদের সংখ্যা কম বেশী আঠারো হাজার। এদের প্রায় সকলেই "ব্রাদারহুড অব স্লিপিং কার পোর্টার্স"-এর (স্লিপিংকার পোর্টার ভ্রাতৃসঙ্ঘ) সদস্য। এই সঙ্ঘটি বিশ্বে নিগ্রোদের বৃহত্তম শ্রমিক ইউনিয়ন এবং এর সংগঠক হচ্ছেন এ্যাসা ফিলিপ র‍্যাণ্ডল্‌ফ।

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের ১৫ই এপ্রিল ফ্লোরিডার ক্রেসেণ্ট সহরে র‍্যাণ্ডল্‌ফের জন্ম হয়। উনি ছিলেন একজন মেথডিষ্ট ধর্মপ্রচারকের পুত্র। অনেকগুলি গ্রাম্য গীর্জায় ঘুরে ঘুরে তিনি ধর্মোপদেশ দিতেন। বাড়িতে ধর্মমূলক সাহিত্যের বেশ ভাল একটি পাঠাগার ছিল। বড় হ'য়ে র‍্যাণ্ডল্‌ফ তাঁর বাবার বইগুলির বিখ্যাত উপদেশগুলি থেকে এবং সেক্স-পীয়ারের নাটকগুলি উচ্চৈঃস্বরে পড়া অভ্যাস করতেন। স্কুলে তিনি ভাল ছেলে ছিলেন, যদিও খুব উৎকৃষ্ট ধরণের নয়। জ্যাকসনভীলের কুক্‌ম্যান

ইনষ্টিটিউট থেকে নিয়মিত ভাবে স্কুলের পড়া শেষ করে উনি হাইস্কুলের ডিপ্লোমা লাভ করেন। পাশ করবার পর তিনি উত্তরদেশে ভাগ্যান্বেষণ করতে মনস্থ করেন। তাই তিনি নিউ ইয়র্কে এসে হোটেলের ছোকরা হিসাবে কাজ নেন, পরে লিফ্‌ট্‌ চালক হন। ইতিমধ্যে তিনি রাত্রে সিটি কলেজে কয়েক দফা পাঠ গ্রহণ করেন। একবার গ্রীষ্মকালে তিনি হাডসন্‌ নদীতে বজরায় ওয়েটারের কাজ পান। কিন্তু মাল্লাদের জন্য নির্দিষ্ট গরম এবং ঠাসাঠাসি বাসস্থান সম্বন্ধে প্রতিবাদের সৃষ্টি করায় তাঁকে কর্মচ্যুত হ'তে হয়। যৌবনের প্রারম্ভ থেকেই তিনি নিগ্রোদের অবস্থার বিশেষতঃ তাদের কাজকর্মের অবস্থার উন্নতিকল্পে আগ্রহশীল ছিলেন। তাই শীঘ্রই তিনি হারলেমের পথের মাঝে সাবানের পেটির ওপর দাঁড়িয়ে বক্তৃতা সুরু করে দিলেন। মাঝে মাঝে চলমান জনতার সামনে তিনি সেক্সপীয়ার থেকেও ছোট ছোট অংশ আবৃত্তি ক'রতেন।

ফ্লোরিডায় ছোটবেলায় মা ওঁকে রাস্তায় শ্বেতাঙ্গদের স্বতন্ত্র গাড়িতে চড়তে সর্বদা নিষেধ ক'রতেন। উনি বলতেন জিম ক্রো'র মত বেঘোরে মরবার চেয়ে হেঁটে যাওয়া অনেক ভাল। তাই ছোটবেলাতেই র‍্যাণ্ডল্‌ফের বর্ণবৈষম্যের প্রতি একটি গভীর ঘৃণা জন্মে গিয়েছিল। নিগ্রোদের গণতান্ত্রিক অধিকার সম্বন্ধে জেহাদ ঘোষণার উদ্দেশ্যে ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে তিনি নিউ ইয়র্কে 'দি মেসেঞ্জার' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করতে সহায়তা করেন। শিরোনামার তলায় ছাপা থাকত,' "আমেরিকার নিগ্রোদের একমাত্র প্রগতিশীল পত্রিকা' এবং এর সম্পাদকীয় ছিল গতানুগতিক অবস্থার প্রতি তীব্র সমালোচনায় পূর্ণ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় একদিকে নিগ্রোদের ভোটের অধিকার না দেওয়া, তাদের আলাদা ক'রে রাখা এবং সমগ্র দক্ষিণ দেশে তাদের বিনাবিচারে হত্যা করা এবং ঠিক সেই সময়েই আর একদিকে সরকারী বুলি

তোলা—"পৃথিবীতে গণতন্ত্রের নিরাপত্তা বিধান"—এযে কত বড় ভণ্ডামী তা "দি মেসেঞ্জার" সমালোচনা করে দেখিয়ে দিয়েছিল। অনেকগুলো সহরে র‍্যাণ্ডল্‌ফ্ উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতাও করেছিলেন। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে কয়েকটি সংবাদ পত্রিকা তাঁকে "আমেরিকার সবচেয়ে সাংঘাতিক নিগ্রো" বলে অভিহিত করেন এবং ক্লীভল্যাণ্ডে একটি বক্তৃতা করার জন্যে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। কিন্তু কয়েকদিন পরেই তাঁকে বিচারের জন্যে না পাঠিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। র‍্যাণ্ডল্‌ফের বক্তৃতা এবং তাঁর সম্পাদকীয়তে তিনি এই অভিমত প্রকাশ করতেন যে, আমেরিকার শাসনতন্ত্রে প্রত্যেকটি নাগরিকের জন্যে যে অধিকার দেওয়া হয়েছে এবং প্রত্যেকের আইনসঙ্গত নিরাপত্তার জন্য যে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে তার যথাযথ প্রতিষ্ঠার জন্যই তিনি এই আন্দোলনের সৃষ্টি ক'রেছেন। তাঁর বক্তৃতার মাঝে একটি কথা ছিল, "অধিকারের কোন অর্থই হয় না, যদি না সেই অধিকার প্রয়োগ করতে না পারা যায়।"

যুদ্ধের পর র‍্যাণ্ডল্‌ফ্ সোস্যালিষ্ট দলের তালিকাভুক্ত হয়ে রাজনীতিতে নামেন এবং নির্বাচনমূলক অনেকগুলি সরকারী পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন, কিন্তু সফল হন না। ইতিমধ্যে নিগ্রোদের মাঝে বক্তা হিসাবে তাঁর চাহিদা অত্যন্ত বেড়ে যায় এবং এই কারণে একদিন রাত্রে তাঁকে 'পুলম্যান পোর্টার এ্যাথ্‌লেটিক এসোসিয়েশন' থেকে নিমন্ত্রিত করা হয়। ওখানে তিনি আমেরিকার জাতীয় জীবনে শ্রমিক সঙ্ঘের ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তাঁর বক্তৃতার ফলে ট্রেণের কর্মী একদল কুলি এবং রমণী একটি সমিতি গঠনে সাহায্যের জন্য তাঁকে অনুরোধ করে। দেশের বিভিন্ন জায়গায় এই শ্রমিকরা চারবার সমিতি গঠনের প্রচেষ্টা করেছিলেন—কিন্তু সফল হননি। সবচেয়ে বেশী তাঁরা যা ক'রতে পেরেছিলেন, তা হচ্ছে

কোম্পানীর কর্তৃত্বাধীন এক সামান্য সুবিধাযুক্ত বীমা সমিতি। কিন্তু তাদের পরিশ্রমের সুদীর্ঘ সময় কমান বা ট্রেনের মধ্যে ঘুমোনোর জন্য তাঁদের জায়গা দেওয়া বা তাঁদের অতি সামান্য মজুরীর বৃদ্ধি— কোনটাই এ সমিতির দ্বারা হয় নি। ঘুমাবার গাড়ির কুলিদের প্রায় সম্পূর্ণভাবে বকশিসের ওপরই নির্ভর ক'রে জীবন ধারণ করতে হোত। বাড়ির থেকে বাইরে থাকার জন্যে তাঁদের খাওয়ার এবং থাকার খরচ' লাগত, এমন কি যাত্রীদের জুতা বুরুশের জন্যে যে পালিশ, তাও তাদের নিজেদের কিনতে হোত।

র্যাণ্ডল্‌ফ্‌ নিজে কখনও পুলম্যান গাড়ীর পোর্টার ছিলেন না, কিন্তু অনেকদিন থেকেই শ্রমিক সমিতির গঠন কার্যে এবং সঙ্ঘবদ্ধ করার প্রচেষ্টামূলক মতবাদে তিনি উৎসাহী ছিলেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, নিগ্রোদের সবচেয়ে বড় একটি শ্রমিকদলের সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার এইটিই প্রকৃষ্ট সময়। তাই যখন নিউ ইয়র্ক অঞ্চলের শ্রমিকরা তাঁকে তাদের সাধারণ সংগঠক হবার জন্য আমন্ত্রণ জানালো তিনি প্রথমে কোন বেতন না নিয়েই কাজে নামলেন। অনুষ্ঠিত ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে হারলেমের এল্কস্‌ হলে এক সভায় স্লিপিং কার পোর্টারস্‌ ভ্রাতৃসঙ্ঘ সংগঠিত হোল। প্রথম দিকে কাজে অগ্রসর হওয়া কঠিন হয়ে উঠেছিল। এই ইউনিয়নের সভ্য হওয়ার জন্য কিছু সংখ্যক লোকের চাকরী গেল। অন্য অনেকেই এতে যোগ দিতে ভয় পেল। অনেকগুলো ইউনিয়নে নিগ্রোদের ঢোকা সম্ভব ছিল না ব'লে অনেকে ভাবতেন কোন ইউনিয়নই কাজের নয়। সংহতি মতবাদের প্রতিষ্ঠায় এবং তার প্রয়োজন বোধ জাগ্রত করবার উদ্দেশ্যে, দেশের এ'প্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত পর্যন্ত বড় বড় নগরগুলোতে শ্রমিক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান সংগঠন করা হোল। সভ্য সংখ্যা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে নতুন ভ্রাতৃসঙ্ঘের প্রতি

সকলের সদিচ্ছা আকর্ষণের নিমিত্ত এবং কৃষ্ণকায়দের কাছে শ্রমিক সঙ্ঘের শক্তিবৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করবার জন্য র‍্যাণ্ডল্‌ফ্ খুব ঘুরে ঘুরে বেড়াতেন। বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে তিনি অনেক কথা বলেন। তিনি বলতেন, "যীশুখৃষ্ট ছিলেন একজন ছুতার, তাঁর শিষ্যেরা ছিলেন সকলেই শ্রমিক, কাজেই ঐতিহ্যকে বজায় রেখেই শ্রমিকদের প্রচেষ্টার প্রাধান্য দিয়ে উদারভাবেই গীর্জাগুলি নিজেদের মহৎ কাজে লাগাতে পারেন।" তাঁর পত্রিকা "দি মেসেঞ্জার" স্লিপিংকার পোর্টার ভ্রাতৃসঙ্ঘের দস্তুরমত মুখপত্র হ'য়ে ওঠে। দু'-বছরের মধ্যেই নতুন ইউনিয়নের সভ্য সংখ্যা ওঠে দুহাজারের ওপর। কিন্তু বেশ কয়েক হাজার পোর্টারকে তখনো পর্যন্ত ভ্রাতৃসঙ্ঘের আয়ত্তে আনতে বাকী থাকে। সামনেই মন্দা আসন্ন এবং অনেক লোক কাজ-ছাড়া, কাজেই ইউনিয়নের কার্যকলাপে কর্মচ্যুত হওয়ার ভয়ে স্লিপিং কারের অনেক কর্মীই ভ্রাতৃসঙ্ঘে যোগদানে বিমুখ হন। যাই হোক, তবু এর সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধি হ'য়েই চলে এবং ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই রেলপথের পোর্টার এবং পরিচারিকাদের অর্ধেকের ওপর লোক সংঘাশ্রিত হ'য়ে যান। এরপর স্লিপিং কার পোর্টার ভ্রাতৃসঙ্ঘকে আমেরিকার ফেডারেশন অফ লেবার সনদ প্রদান করেন—এই প্রথম আমেরিকার সামগ্রিক একটি নিগ্রো সমিতি সনদ পেল। এ. ফিলিপ র‍্যাণ্ডল্‌ফ্ হলেন এঁর সভাপতি।

অর্থনৈতিক মন্দার সময় ট্রেনের কর্মীদের অবস্থা খারাপ হওয়ায় এবং অনেক সভ্য তাঁদের দেয় অর্থ দিতে না পারায় এই নবীন সমিতিটির অবস্থা এমন সঙ্গীন হ'য়ে উঠেছিল যে তাঁরা তাঁদের বৈদ্যুতিক খরচের বিল পর্যন্ত মেটাতে পারেন নি। নিউ ইয়র্কে তাঁদের প্রধান কার্যালয়ের উচ্চপদস্থ কর্মীদেরও অন্ধকারে কাজ করতে হতো। কিন্তু তাঁরা

কর্মীদের অবস্থার উন্নতির জন্য কথাবার্তা চালিয়ে যান এবং শেষে ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে পুলম্যান কোম্পানী ভ্রাতৃসঙ্ঘের সঙ্গে চুক্তি করেন। এই চুক্তিপত্রের ফলে পোর্টার এবং পরিচারিকাদের বাৎসরিক মাহিনা দশলক্ষ ডলার বেড়ে যায়, কাজের জন্য নির্দিষ্ট সময় যায় কমে, মাইল হিসাবে কাজ কমে যায় এবং অতিরিক্ত খাটুনীর জন্য প্রাপ্য বাড়ে। ধর্মঘট ব্যাতিরেকেই এই জিনিষ লাভ হয়—এবং এটি সাতিশয় লাভ। আজ স্লিপিং কার পোর্টার ভ্রাতৃসঙ্ঘ দেশের মধ্যে অন্যতম বলিষ্ঠ শ্রমিক সংগঠন হিসাবে গণ্য। এর সম্বন্ধে কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থশাস্ত্রের অধ্যাপক লিও অলম্যান লিখেছেন, "একটি সমিতি গণতান্ত্রিক মতে পরিচালনা করায় এবং সাধারণ বুদ্ধির মধ্য দিয়ে মালিকদের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রেখে চলায় নিগ্রোদের যে ক্ষমতা, তার যদি কোন প্রমাণের প্রয়োজন হয়, তবে তা সে এই সমিতির দলিল দস্তাবেজ থেকেই মিলবে।"

শ্রমিক নেতা হিসাবে এ. ফিলিপ্ র‍্যাণ্ডল্ফ্ আমেরিকান্ ফেডারেশন্ অফ লেবার সম্বন্ধে তাঁর বিস্তারিত কার্যকলাপের জন্য ক্রমশ একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি হয়ে ওঠেন। ফেডারেশনের অন্তর্ভূক্ত যে সমস্ত শ্রমিক ইউনিয়নে তখন কৃষ্ণাঙ্গদের সদস্য করা হতো না, সেগুলি যাতে সেই বর্ণবিভেদ প্রথা তুলে দেয়, তজ্জন্য র‍্যাণ্ডল্ফ্ ফেডারেশনের বাৎসরিক সম্মেলনগুলিতে বিশেষ চেষ্টা করতেন। তিনি পরিষ্কারভাবে বলতেন, "সব রকম কর্মীদের জন্য সম্পূর্ণভাবে এবং পূর্ণভাবে দ্বার উন্মুক্ত না রাখতে পারলে শ্রমিকরা কখনও সম্পূর্ণভাবে জয়লাভ করতে পারবে না।" কিন্তু তবুও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পর্যন্ত এ বিষয়ে বিশেষ কিছুই হয়নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকেই যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার এতে হাত দেন এবং অনেকখানি সফলতা আসে। যুদ্ধের

আগেতেও অনেকগুলো প্রতিরক্ষামূলক শিল্পে কৃষ্ণকায় নরনারীদের নিয়োগ করা হত না এবং কয়েকটি সংঘ কলকারখানায় নিগ্রোদের কাজ দেওয়ার বিরোধিতা করত। র‍্যাণ্ডল্‌ফ্ তখন থেকেই বুঝেছিলেন যে বেশ একটা জোরালো ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। এই অভি-প্রায়েই তিনি আমেরিকার সনাতন অধিকার মত সেই "উৎপীড়নের প্রতিবিধানের" জন্য আবেদন কর্‌তে মনস্থ করেন। প্রতিবাদ জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে তিনি নিগ্রোদের নিয়ে একটি বিক্ষোভ প্রদর্শনকারী দল সংগঠিত করেন। এই দলটি ওয়াশিংটনে গিয়ে প্রেসিডেন্ট এবং কংগ্রেসের কাছে আবেদন করবে যাতে নিগ্রোকর্মীরা প্রতিরক্ষামূলক কারখানাগুলোয় অপরাপরের সঙ্গে সমপর্যায়ে চাক্‌রী পায়।

অনেকগুলি সংস্থা, গীর্জা, সঙ্ঘ এবং সংবাদপত্রিকা ওঁর এই সংকল্পকে সমর্থন জানান এবং দেশের সর্বত্র বড় বড় জনসভায় এই বিষয়ের সমর্থন জানানো হয়—এবং এর নাম হয় 'ওয়াশিংটন অভিযান আন্দোলন।" শত শত দল ওয়াশিংটনে প্রতিনিধি পাঠাবার প্রস্তাব করে। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে দেখা যায় প্রায় পঞ্চাশ হাজার কৃষ্ণকায় নাগরিক তাদের আবেদন নিয়ে হোয়াইট্ হাউসে যাবার জন্য প্রস্তুত। তাদের আবেদন—"জাতীয় প্রতিরক্ষার কাজে তাদের নিয়োগ এবং সমসহযোগিতার সুবিধা দান।" সরকারী উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা ক্রমশঃ বুঝতে পারলেন যে গণতন্ত্রের প্রতিরক্ষার জন্য সংস্থাপিত অনেক-গুলি উড়োজাহাজের কারখানা এবং যুদ্ধোপকরণের যন্ত্র সংস্থা নিগ্রো নাগরিকদের তখনও পর্য্যন্ত নিয়োগ করছে না। তাই ওরা সাতিশয় ব্যগ্র এবং উদ্বিগ্ন হ'য়ে পড়েছে। ওয়াশিংটন্ অভিযান আন্দোলন যেদিন হওয়ার কথা ছিল, তার ঠিক কয়েকদিন আগেই প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট্ বার করে দিলেন তাঁর নির্বাহিকা ফরমান ৮৮০২। যে সমস্ত সংস্থা

প্রতিরক্ষার কাজে চুক্তিবদ্ধ তাদের কর্মচারী নিয়োগ বিভেদ সৃষ্টির বিরুদ্ধেই এই ফরমান। এই ইতিহাস প্রসিদ্ধ ফরমানে পরিস্কার ভাষায় লিখিত ছিল, "মালিক এবং শ্রমিক সমিতির এটি হচ্ছে কর্তব্য……… যে জাতিগত, নীতিগত, বর্ণগত বা জন্মগত কোনও বিভেদ না রেখেই প্রতিরক্ষামূলক শ্রমশিল্পে সমগ্র শ্রমিকবৃন্দের সহযোগিতাকে পূর্ণভাবে এবং সমপর্যায়ে গ্রহণ করা হবে।" আমেরিকার জাতীয় প্রতিরক্ষামূলক কার্যক্রমে যাতে সমস্ত নাগরিকগণেরই কাজ নেবার অধিকার অক্ষুণ্ণ থাকে তার জন্য ওয়াশিংটনে একটি 'ফেয়ার এম্প্লয়মেণ্ট প্র্যাক্‌টিসেস' কমিটি গঠিত হয় এবং চাকরীর ক্ষেত্রে বর্ণবৈষম্য নিরোধকল্পে সরকারী প্রতিরক্ষা চুক্তিপত্রে আর একটি দফা যোগ করা হয়।

ঐতিহাসিক জন হোপ ফ্র্যাঙ্কলিন তাঁর "ফ্রম স্লেভারী টু ফ্রীডম" বইটিতে লিখেছেন, "স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র প্রকাশিত হওয়ার পরে এই ফরমানটিকেই নিগ্রোরা তাদের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় দলিল হিসাবে অভিনন্দন জানান।" কিন্তু তিনি আরও লেখেন যে কয়েকটি প্রতিষ্ঠান এই হুকুমনামাটিকে অগ্রাহ্য করে। যাই হোক, সরকারী অনুমোদনের ফলে এবং নিগ্রোকর্মিগণের বহুদিনকার দুঃখকষ্টপূর্ণ এই অসুবিধা সম্বন্ধে উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা নিন্দাবাদ করায় ওয়াশিংটন অভিযান আর ঘটে না। এর বদলে র‍্যাণ্ডলফকে অভিনন্দন জানাবার জন্য এবং বর্ণবিভেদ লোপ দ্বারা সর্বত্র নিয়োগকার্যে তাঁর প্রচেষ্টার প্রতি সমর্থন জানানোর উদ্দেশ্যে নিউ ইয়র্কের ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেনে বিশ হাজার লোক সমবেত হন। সত্য সত্যই, আগের চেয়ে আরও বেশী সংখ্যায় কৃষ্ণকায় কর্মীদের জন্য শ্রমশিল্পের দুয়ার উন্মুক্ত হ'য়ে গিয়েছিল। আর নিগ্রো মানুষদের চোখে এ, ফিলিপ' র‍্যাণ্ডল্‌ফ শ্রমিক নেতা থেকে জাতীয় নেতা পর্যায়ে উন্নীত হলেন।

র‍্যালফ্ বাঞ্চ

রালফ্ বাঞ্চ

(রাষ্ট্রনায়ক, রাষ্ট্রবিজ্ঞানবিদ্)

জন্ম—১৯০৪—

অতীতকালে, ডেভিড কর্তৃক বিজিত হবার আগে ইস্‌রায়েলকে বলা হোত ক্যানআনের দেশ। সেই সময় বাইবেলের ভাষা অনুসারে, "যখন ডেভিড বৃদ্ধ হলেন এবং তাঁর বয়স পূর্ণ হ'য়ে এলো, তিনি তাঁর পুত্র সলোমনকে ইস্‌রায়েলের রাজা করে দিলেন।" এরপরে দেশটি ব্যাবিলন কর্তৃক বিজিত হয়। তারও পরে পারস্যবাসী এবং ম্যাসিডনবাসীরা পদদলিত করে দেশটিকে। আবার যখন যীশু জন্মগ্রহণ করেন সেই সময়ে প্যালেষ্টাইন যায় রোমানদের হাতে। কালক্রমে জায়গাটির নাম হয় পবিত্রভূমি (Holyland) এবং রোমক-সাম্রাজ্যের পতনে মুসলমানদের করতলগত হওয়ার পরও সেই নাম থেকে যায়। ধর্মযুদ্ধের (Crusades) সময় ইস্‌লাম ধর্মাবলম্বী শাসন-কর্তারা বিতাড়িত হন। কিন্তু তাঁরা আবার পরে ফিরে আসেন এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তুর্কীদের হাত থেকে বৃটিশের 'পবিত্রভূমি (Holyland)' কেড়ে নেওয়ার দিন পর্যন্ত এখানেই অবস্থান করেন। বিংশ শতাব্দীতে ইহুদীরা তাদের বিরুদ্ধে দাঙ্গা-হাঙ্গামা এবং নাৎসী ইউরোপের তপ্ত কটাহ থেকে পালিয়ে গিয়ে প্যালেষ্টাইনে ঘর বাঁধতে সংকল্প করেন। মুসলমানরা এতে বিরক্তি প্রকাশ করেন। তাই ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে এর মিশ্রিত অধিবাসী সেই ইহুদি এবং আরবদের মধ্যে

ঘোরতর দাঙ্গাহাঙ্গামা বেধে ওঠে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যখন শেষ হয়ে গেল, সেই সময় গ্রেটবৃটেন প্যালেষ্টাইনের সমস্যাগুলিকে নবজাত রাষ্ট্রসঙ্ঘের আওতাভুক্ত করেন এবং এর ফলস্বরূপ এটি রাষ্ট্রসঙ্ঘের এক আমেরিকাবাসী নিগ্রোরাজনীতিবিদের হাতে এসে পড়ে। ইনিই ডঃ রাল্‌ফ্‌ বাঞ্চ। ডাঃ বাঞ্চই আনলেন সাময়িক যুদ্ধ বিরতি, তারপর সন্ধি এবং ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে এলো আরব-ইস্‌রায়েল বিরোধিতার পরিসমাপ্তি।

১৯০৪ খৃষ্টাব্দের ৭ই আগষ্ট তারিখে মিশিগানের ডেট্রয়েটে জন্ম-গ্রহণ করেন, রাল্‌ফ্‌ জনসন বাঞ্চ। উনি ছিলেন এক নরসুন্দরের ছেলে। নাপিতের দোকানের ওপরেই একখানা ঘরে ও'র জন্ম হয়। সেই ঘরেই বাস করতেন ওঁর বাপ-মা, দুই পিসী আর ঠাকমা। বড়রা সবাই কাজকর্ম ক'রতেন এবং রাল্‌ফ্‌ তাঁদের পারিবারিক আয়বৃদ্ধির সাহায্যার্থে শৈশব থেকেই খবরের কাগজ বেচতে আরম্ভ করেন। ঠাকুমা জনসন্‌ শুধু যে বাইরেই কাজকর্ম করেন তা নয়, তিনিই ছিলেন বলতে গেলে, তাঁর তিন মেয়ে, দুই নাতি-নাতনী, জামাই, এঁদের প্রত্যেকেরই জীবনধারণের প্রধান অবলম্বন। বাড়ী-খানাকেও তিনিই রাখতেন ঝকঝকে, তকতকে এবং পরিষ্কার ক'রে। সংসারে ঠাকুমাই ছিলেন একমাত্র মানুষ, দুর্দিনে যাঁর মোজার মধ্যে থেকেই বাড়তি ডলার সব সময়েই মিলত'। রাল্‌ফের বাবা-মা দুজনেই যখন অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং ডাক্তারেরা যখন তাঁদের পশ্চিমের শুষ্ক আবহাওয়ার মধ্যে গিয়ে বাস ক'রলে সুস্থ হয়ে উঠবেন ব'লে অভিমত প্রকাশ করলেন, সেই সময় ঠাকুমাই সমস্ত ভার নিলেন।

সমস্ত পরিবারটি—বাবা, মা, রাল্‌ফ্‌, ছোট্ট বোনটি, দুই পিসী এবং ঠাকুমা রোদের আলো আর শুষ্ক বাতাসের জন্যে সবাই মিলে

প্রায় সমগ্র দেশটি অতিক্রম করে এসে পৌঁছলেন নিউমেক্সিকোর মরুনগর—আল্‌বুকার্কে। ট্রেণ যেখান থেকে দক্ষিণ দিকে চলতে আরম্ভ করলো, সেই সেণ্ট লুইসেই ছোট্ট রাল্‌ফ্ নিগ্রোদের জন্য আলাদা ক'রে রাখা জিম্ ক্রো গাড়ীতে সর্বপ্রথম ওঠেন। নিগ্রোদের জন্য নির্দিষ্ট এই বগীখানাকে আলাদা করে ইঞ্জিনের কাছে দেওয়া হোত। বগীখানার অর্ধেকটা মালপত্র রাখার জন্য এবং বাকি অর্ধেকটা ছিল নিগ্রোদের জন্য। এই প্রথম রাল্‌ফ্ আইনসিদ্ধ বর্ণবৈষম্যের সম্মুখীন হ'লেন। তাই ট্রেণটি টেক্সাস্ পার হয়ে নিউ মেক্সিকোর মধ্যে ঢুকলে, বালক রাল্‌ফ্ আনন্দিত হলেন, কারণ ওখানে কোনও বর্ণ-বৈষম্যমূলক আইন ছিল না। ওখানকার সেই দক্ষিণ-পূর্বের পাহাড়, মরুভূমি এবং রেড ইণ্ডিয়ানরা একাদশবর্ষীয় রাল্‌ফের মনে রোমাঞ্চ জাগিয়েছিল। তাঁর ভাল লেগেছিল রোদে ভরা সহরটি, আর সেই নতুন স্কুলটি যেখানে উনি ভর্তি হলেন। কিন্তু বেশীদিন পার হলো না—ও'র মা বাতজ্বরে মারা গেলেন। রোদের আলোয় তিনি সেরে উঠবেন এই আশাই তাঁরা নিয়ে এসেছিলেন। এর কয়েক মাস পরেই তাঁর বাবা যক্ষ্মারোগে ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়তে লাগলেন। তাঁরও মৃত্যু হোল। ঠাকুমা তাঁর দুই নাতি-নাতনীকে মানুষ করার ভার নিলেন। প্রথমেই তিনি স্থির করলেন, যাই ঘটুক না কেন, রাল্‌ফ্ স্কুলে পড়বে এবং শিক্ষিত হবে। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে ঠাকুমা জনসন্ পশ্চিমদিকের সমুদ্রের ধারে চলে যান এবং এর দুবছর পরেই রাল্‌ফ্ লস্ এঞ্জেল্‌সের প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে স্নাতক হন। ও'র ঠাকুমা নিজে অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে রাল্‌ফ্‌কে দুটি পুরস্কার নিতে দেখে এলেন—একটি ইতিহাসে এবং আর একটি ইংরাজিতে।

জেফারসন উচ্চ বিদ্যালয়ে তরুণ রাল্‌ফ্ বিতর্কদলে যোগ দেন

এবং ফুটবল, বাস্কেটবল, বেসবল ও দৌড় প্রতিযোগিতায়ও এগিয়ে যান। উনি বেশ একজন চৌকশ খেলোয়াড় এবং ভাল ছাত্র ছিলেন। ঠাকুমা সেলাই ক'রে আর বাড়ীর কাজ করে যা রোজগার করতেন তাই দিয়ে তিনি রাল্‌ফ্ যাতে খেলাধুলা এবং পড়াশুনা দুটোতেই সময় দিতে পারে তার দিকে লক্ষ্য রাখতেন। উচ্চ বিদ্যালয়ে রাল্‌ফের কৃতিত্বে তিনি অত্যন্ত গর্ব অনুভব করতেন। গ্রীষ্মের সময় রাল্‌ফ্ কঠোর পরিশ্রম ক'রে স্কুলের জন্য অর্থ জমাতেন। একবার গ্রীষ্মের সময় তিনি কার্পেট রংকরা এক কলে কাজ নিলেন; আর একবার হলি-উডের এক তারকার বাড়ীতে পরিচারকের কাজে যোগ দিলেন; এবং তারপর তিনি এক সংবাদপত্র কার্যালয়ে সংবাদবাহীর কাজ করলেন। এক সময়ে সংবাদপত্রটি তার কর্মচারীদের বাহিরে প্রমোদ-ভবনে পাঠিয়েছিল এবং রাল্‌ফ্ও এদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁকে সাঁতারের পুকুরে যেতে দেওয়া হয়নি—কারণ তিনি ছিলেন কৃষ্ণকায়। এই ধরণের বৈষম্য সব সময়েই তাঁকে খুব একটা অস্বস্তিকর অবস্থায় ফেলত এবং এর জন্যেই তাঁর প্রথম ঝোঁক গিয়ে পড়ে সমাজবিজ্ঞান, পৌরবিজ্ঞান, ইতিহাস এবং অন্যান্য বিষয় শিক্ষার ওপর, যাতে গণতন্ত্র কেন তার নিগ্রো নাগরিকদের সামনে এত বাধাবিঘ্নের সৃষ্টি করেছে, সে বিষয়ে ভাল করে জানা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়। রাল্‌ফ্ যখন উচ্চ বিদ্যালয় থেকে বার হন, সেই সময় তিনি স্নাতক পরীক্ষায় দুটি পদক লাভ করেন—একটি পৌরবিদ্যায় এবং আর একটি বিতর্কে।

রাল্‌ফ্ ভাবতে থাকেন যে, এইবার তাঁকে পুর্ণ সময়ের জন্য একটি চাকরী গ্রহণ করতে হবে এবং কাজে নামতে হবে। কিন্তু তাঁর ঠাকুমা জানিয়ে দিলেন, "ওহে ছোকরা, তোমাকে এবার কলেজে পড়তে হবে।" তাঁর বলার ভঙ্গীতেই কথাগুলি পরিস্ফুট হয়।

সুতরাং উনি লস এঞ্জেলসের ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে নাম লেখান। উচ্চবিদ্যালয়ে থাকাকালীন তাঁর ক্রীড়া নৈপুণ্যে ওখানে তিনি চার বছরের জন্যে বৃত্তি লাভ করেন। কিন্তু পাঠ্যপুস্তক কেনার জন্য এবং হাতখরচের জন্য তিনি কলেজের প্রাঙ্গণস্থিত ব্যায়ামাগারের দরওয়ানের কাজ জোগাড় ক'রে নেন। ভোর পাঁচটায় তিনি উঠে মেঝেগুলো মোম দিয়ে মুছতেন এবং মাদুর, বার, রিং ও পথগুলো পরিষ্কার করতেন। মাসকয়েক বেশ ভালই চললো, কিন্তু তারপর এক বনভোজনে গিয়ে ওঁর কানের মধ্যে একটা খড়ের টুকরো ঢুকে সেখানটা ক্রমশ সাংঘাতিক হ'য়ে উঠলো। এর ফলে হোল দুবার অস্ত্রোপচার, একটা কান হোল কালা, আর কলেজের একটা সম্পূর্ণ বছর নষ্ট। যাই হোক, তবুও ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে তিনি স্নাতক হলেন—সর্বোচ্চ এবং সর্বপ্রশংসিতভাবে। স্নাতক হয়ে শ্রেষ্ঠ ছাত্রহিসাবে পেলেন বিদায় অভিনন্দন, আর সভ্য হ'লেন 'ফাই বেটা কাপপা'র। বিভিন্ন পরীক্ষায় শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে এইভাবে স্নাতক হওয়ায় তিনি পাঁচটি পদক লাভ করেন এবং সেই সঙ্গে হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিকতর শিক্ষালাভের জন্য একটি বৃত্তি পান। লস এঞ্জেলসের নিগ্রো-সম্প্রদায় এই উজ্জ্বল রত্নটির জন্য গর্ব অনুভব করেন এবং তাঁর হারভার্ডে যাওয়ার আগেই তাঁর সেখানকার ব্যয় নির্বাহের সাহায্যকল্পে ওঁরা ওঁকে এক হাজার ডলারের একটি তোড়া উপহার দেন। যাঁর প্রীতি, বিশ্বাস এবং পরিশ্রমের ফলেই উনি স্কুলের পড়া শেষ করেন, সেই ঠাকুমাই মারা যান তাঁর পূর্বের সেই বিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করার কয়েকদিন আগে।

কেম্ব্রিজে রাষ্ট্রবিজ্ঞান পড়বার সময় রালফ্ বাঞ্চ একটা ছোট্ট বইয়ের দোকানে কেরাণীর কাজ ও সমস্ত কিছু দেখাশোনা করবার চাকরী

পান—দোকানের মালিকের অনেক বয়স হয়েছিল এবং তিনি চোখে ভাল করে দেখতে পেতেন না। যাই হোক তিনি এই তরুণ কর্মচারীর জ্ঞান এবং অমায়িক ব্যবহার খুব পছন্দ করেছিলেন। কিন্তু একদিন নিশ্চয়ই কোন কোন খদ্দের কৃষ্ণকায় ব্যক্তির কাজ করা নিয়ে আপত্তি জানিয়েছিল। বৃদ্ধ মালিক রাল্‌ফের সোনালী গাত্রচর্মের দিকে আড় চোখে তাকিয়ে অবশেষে জিজ্ঞাসা ক'রলেন, তিনি নিগ্রো কিনা। রাল্‌ফ্ যখন জানালেন—তিনি তাই, বৃদ্ধ উত্তর দিলেন যে, যেদিক দিয়েই হোক না কেন, জাতের পটভূমিকায় কোনওদিন কোনভাবেই তিনি চিন্তা করেননি, আর তাছাড়া এসব তিনি গ্রাহ্যও করেন না, কাজেই উনি যেন কাজ ক'রেই চলেন। নিউ ইংলণ্ডের এই বৃদ্ধলোকটি তাঁর একজন শ্রেষ্ঠ বন্ধু হয়ে উঠলেন। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে রাল্‌ফ্ বাঞ্চ হারভার্ড থেকে মাষ্টার অফ আর্টস ডিগ্রী লাভ করেন এবং তাঁর কাছে শিক্ষকতার জন্য প্রস্তাবিত অনেকগুলি চাকরীর মধ্যে উনি ওয়াশিংটন ডি, সি,র হাওয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সংগঠনের কাজে একটি পদগ্রহণ করতে মনস্থ করেন।

র‍্যাল্‌ফ্ বাঞ্চ দেখতে পেলেন তাঁর জানা যে কোন সহরের চেয়ে বর্ণবৈষম্যের ব্যাপারে ওয়াশিংটন আরও পক্ষপাতপূর্ণ। উনি পরে বলেছিলেন যে, তাঁর বেশীর ভাগ অবসর সময় তিনি কাটাতেন কংগ্রেসের লাইব্রেরীতে, কারণ ওয়াশিংটনের সামান্য কয়েকটি জায়গার মত এখানটিতেও নিগ্রোদের পৃথক করে রাখা হোত না। তাছাড়া সহরের আর সমস্ত রঙ্গমঞ্চ, চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠান, রেষ্টুরেণ্ট, হোটেল সবজায়গাতেই কৃষ্ণকায়দের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। রাষ্ট্রবিজ্ঞানবিদ হিসাবে বাঞ্চ আমেরিকার এই জাতি সমস্যার মূল কারণ নির্ধারণ করবার জন্য উৎসুক হয়ে উঠেছিলেন এবং তিনি দেখলেন জাতীয়

রাজধানীই তথ্য সংগ্রহ করার উপযুক্ত জায়গা। তাই চব্বিশ বছর বয়সের শিক্ষকটি ওইখানেই কাজে লেগে যান। ব্যস্ততার মধ্যেও নিজেরই ক্লাসের একটি সুন্দরী মেয়ের প্রেমে পড়লেন তিনি। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের জুনমাসে বিবাহ কার্য সম্পাদন হোল এবং বাঞ্চরা ওয়াশিংটনেই একটি বাড়ি করতে মনস্থ করলেন। হারভার্ডে স্নাতকোত্তর পড়াশোনায় আর একটা বছর কাটে। তারপর শিক্ষা বিভাগে তাঁর পদমর্যাদার উন্নতি হওয়াতে বাঞ্চ একজন সহকারী অধ্যাপক হলেন। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে রোজেনওয়াল্ড বৃত্তিলাভ করায় ডক্টরেট হওয়ার জন্য সামাজিক সমস্যাসমূহের সম্বন্ধে সরাসরি যে সকল উপাদান পাওয়ার প্রয়োজন, তারই উদ্দেশ্যে তিনি ইউরোপ এবং আফ্রিকা যাওয়ার সুযোগ লাভ করেন এবং ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উনি রাষ্ট্রবিজ্ঞানে পি, এইচ, ডি, হন। দু'বছর পরে উনি হাওয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরোপুরি একজন অধ্যাপক হন। র‍্যাল্ফের দুটি মেয়ে হয় এবং তিনি ওয়াশিংটনেই পাকাপাকিভাবে শিক্ষকতার কার্য করতে থাকেন। কিন্তু বেশী দিনের জন্য তা হয় না। এর মধ্যেই তিনি জাতি সম্পর্ক তথ্যে বিশেষ পারদর্শী বলে খ্যাত হয়ে উঠেছিলেন এবং তাঁর দক্ষতা ও কার্যক্ষমতা কাজে লাগাবার উদ্দেশ্যে এবং নানারকম খবরাখবর জানবার জন্যে তাঁর কাছে বহু অনুরোধ আসতে লাগলো।

১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে ডাঃ বাঞ্চ সোয়ার্থমোর কলেজের জাতিসম্পর্ক তথ্যের শিক্ষায়তনে কো ডাইরেক্টর হন। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে সুইডেনের বিখ্যাত সমাজবিজ্ঞানবিদ্ গালার মার্ডাল, কার্নেগী ফাউন্ডেশানের পৃষ্ঠপোষকতায় আমেরিকার নিগ্রো-শ্বেতকায় সম্পর্ক পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্যবেক্ষণ করবার জন্য আহুত হন। প্রথম যাঁকে তিনি তাঁর প্রধান

সহকারীরূপে নিয়োগ করতে মনস্থ করেন, তিনি হলেন রাল্‌ফ্ বাঞ্চ। হাওয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর এই অনুপস্থিতি ছুটি হিসাবে মঞ্জুর করে এবং উনি মার্‌ডাল ও তাঁর কর্মচারীবর্গের সঙ্গে দক্ষিণে বিস্তৃতভাবে সরজমীনে তদন্ত আরম্ভ করেন—সেখানকার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেন এবং নিগ্রো ও শ্বেতকায়দের হাজার হাজার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। মার্‌ডাল এবং তাঁর কর্মচারীবৃন্দকে বহুবার একাধিক অনুন্নতসম্প্রদায় শারীরিক ভীতি প্রদর্শন করেছিল—তারা আপন আপন নিগ্রোবিদ্বেষী ব্যবহারগুলো লিপিবদ্ধ করাতে রাজি ছিল না। কিন্তু শেষকালে, তাঁদের এই বিরাট পরিশ্রমের ফল 'এ্যান আমেরিকান ডায়েলামা' রূপে প্রকাশিত হোল। এর জন্যে বাঞ্চ তিন হাজার পাতার ওপর তাঁর মন্তব্য লিখেছিলেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হলে, বাঞ্চকে যুদ্ধে যোগ দিতে দেওয়া হয়নি—কারণ তিনি এক কানে কালা ছিলেন। সরকার অবশ্য তাঁকে যুদ্ধ পরিচালনা কার্য সংস্থায় যোগ দিতে আহ্বান জানান এবং তিনি সেখানে মিত্রশক্তির সামরিক গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলো, আফ্রিকা ও অন্যান্য উপনিবেশ অঞ্চল সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধানের ভার পান। জেনারেল বিল ডোনোভান বাঞ্চকে বলতেন "চলমান ঔপনিবেশিক শিক্ষনালয়"—কারণ হিটলারের ইউরোপে অভিযান চালানোর উদ্দেশ্যে আফ্রিকায় ঘাঁটি স্থাপন করার পরিকল্পনায় তাঁর জ্ঞান অত্যন্ত কার্যকারী হয়েছিল। যুদ্ধ সম্বন্ধে আফ্রিকার উপজাতিদের মনোভাব কি রকম তা তিনি সেনা-বিভাগকে জানাতেন—জানাতেন তাদের স্থানীয় সামাজিক প্রথা, শ্বেতকায়দের সম্বন্ধে দেশীয় লোকেদের মনোভাব, তাদের বাড়ীঘরের মাঝে বিমানঘাঁটি করলে তার প্রতিক্রিয়া এবং আরও অনেক কিছু—সামরিক ক্ষেত্রে যে সমস্ত জিনিষের প্রয়োজনীয়তা বিশেষ মূল্যবান।

এই কাজে রালফ্ বাঞ্চ এত বেশী সফলতা লাভ করেছিলেন যে ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে পররাষ্ট্র বিভাগ তাঁকেই অধীন রাজ্যবিভাগের এসোসিয়েট চীফ মনোনীত করেন। পররাষ্ট্র বিভাগের কোন কোন সভ্য একজন নিগ্রোকে এই রকম গুরুত্বপূর্ণ পদ দেওয়ার জন্য আপত্তি জানান। কিন্তু পররাষ্ট্রসচিব কর্ডেল হাল এর জন্য লড়েন এবং তিনি নিজেই ডঃ বাঞ্চকে ফোন করে তাঁর নিযুক্তি পাকা হওয়ার খবর জানিয়ে দেন। আমেরিকার ইতিহাসে ডঃ বাঞ্চই প্রথম পররাষ্ট্র বিভাগে কোনও একটি দপ্তরের পূর্ণ কার্যভার প্রাপ্ত হন।

যুদ্ধের শেষে, যুদ্ধ বিধ্বস্ত পৃথিবীর অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে ডাম্বারটন ওক্স্ প্রাসাদে যে সম্মেলন হয়, রাল্ফ্ বাঞ্চ সরকার থেকে তারই একজন উপদেষ্টা নিযুক্ত হন। স্যানফ্রান্সিস্কোতে জাতি-সঙ্ঘের সংগঠনের উদ্দেশ্যে সনদের খসড়া তৈরীর জন্য প্রথম যে সমস্ত সভা হয়, সেইখানে রাল্ফ্ বাঞ্চ উপস্থিত ছিলেন কমাণ্ডার হ্যারল্ড ষ্ট্যাসেনের উপদেষ্টারূপে। বাঞ্চ এই সম্মেলনের এবং বিশেষ ক'রে, দক্ষিণপূর্ব ইউরোপের দেশসমূহে, আফ্রিকায় এবং প্রশান্ত মহাসাগরে আমেরিকার শত্রুপক্ষের যে সমস্ত পূর্বতন উপনিবেশ ছিল তারই প্রস্তাবিত তত্ত্বাবধান সম্বন্ধে এক দীর্ঘ স্মারকলিপি তৈরী করেন। বাঞ্চের অনেকগুলি সুপারিশ রাষ্ট্রসঙ্ঘের এই সনদের অংশ হয়ে দাঁড়ায় এবং পৃথিবীর সমস্ত রাষ্ট্রের, রাষ্ট্রনায়কদের কাছে ওয়াশিংটনের এই বুদ্ধিদীপ্ত তরুণ নিগ্রোটি পরিচিত হয়ে পড়েন।

অতি দ্রুত এবং পরপর নানা ধরণের কাজের ভার তাঁর ওপর এসে পড়ে। অনেকের সঙ্গে সাক্ষাৎও তাঁকে করতে হয়। ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে প্যারিসের আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্মেলনে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি-দলের সঙ্গেও বাঞ্চ ছিলেন। ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের ক্যারিবিয়ান কমিশনে

বাঞ্চ ছিলেন সভাপতির নিযুক্ত ব্যক্তি। ভার্জিন দ্বীপের ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়ান সম্মেলনে উনি ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী। লণ্ডন এবং প্যারিসে অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রসঙ্ঘের বিভিন্ন অধিবেশনেও তিনি যোগ দিয়েছিলেন এবং ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে রাষ্ট্রসঙ্ঘের তদানীন্তন সাধারণ সম্পাদক ট্রিগ্‌ভী লাই, আরব এবং ইহুদীদের মধ্যে শান্তি স্থাপন কল্পে কথাবার্তা চালিয়ে রাষ্ট্রসঙ্ঘের বিশেষ সমিতিকে সাহায্য করবার জন্যে, ওঁকে উড়োজাহাজে করে প্যালেষ্টাইন যেতে অনুরোধ করেন। কাউণ্ট ফোক বার্ণাডট যখন মধ্যস্থতা করার জন্য সরকারীভাবে নিযুক্ত হন, সেই সময় রাল্‌ফ বাঞ্চ বার্ণাডটের প্রধান সাহায্যকারী হন এবং তাঁর দপ্তরের প্রধান পদ লাভ করেন। সুইডেনবাসী রাজনীতিবিদের সঙ্গে তিনি 'পুণ্যভূমির' (হোলি ল্যাণ্ডের) যুদ্ধক্ষেত্রগুলি পরিদর্শন করে বেড়ান—তাঁদের গাড়ীর মাথায় থাকত রাষ্ট্রসঙ্ঘের শান্তি পতাকা। তাঁরা দুপক্ষের লোকেদের সঙ্গেই অসংখ্য সভা সমিতি করেন। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে যে দুটি ধর্মপ্রধান জাত এই একই রাজ্য অধিকার করেছিল, তাদের পরস্পরের মধ্যে রক্তপাত এবং বদ্ধমূল বিদ্বেষের উচ্ছেদকল্পে এঁরা উভয়পক্ষকে নিয়ে অসংখ্য পরামর্শ সভা করেন। লুকানো জায়গা থেকে প্রায়ই এঁদের রাষ্ট্রসঙ্ঘের গাড়ী লক্ষ্য ক'রে গুলি ছোড়া হয়েছিল। একবার বাঞ্চের মোটরগাড়ীর ড্রাইভার গাড়ী চালানো অবস্থায় মারা পড়ে এবং বাঞ্চের ক্ষিপ্রতার ফলেই কেবল গাড়ীটা খাদে পড়ে উল্টে যাওয়ার হাত থেকে বাঁচে। সত্যিই প্যালেষ্টাইনে তাঁর কর্তব্য ছিল অত্যন্ত বিপজ্জনক এবং হতাশাময়। ওখানকার রাষ্ট্রীয়, জাতীয় এবং ধর্মসম্বন্ধীয় সমস্যাগুলো ছিল অত্যন্ত জটিল। তারপর অবস্থা আরও শোচনীয় হ'য়ে উঠলো যখন, একদিন তাঁদের মোটর-গাড়ীখানি পথের ওপরই গুপ্তভাবে অবস্থিত সন্ত্রাশবাদীদের দ্বারা আক্রান্ত

হয়ে কাউণ্ট বার্ণাডট হত হলেন এবং তাঁর কর্মচারীদের অনেকেই হতাহত হলেন। সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রসঙ্ঘ রাল্‌ফ্ বাঞ্চকে ভার ক'রে হত কাউণ্টের জায়গায় অস্থায়ী-মীমাংসকের পদে নিযুক্ত করেন।

এই ধরণের ভীতিপ্রদ অবস্থার মধ্যে থেকেই ডাঃ বাঞ্চ গোলাবারুদ বাদ দিয়ে সভাসমিতির আপোষ আলোচনার মাধ্যমেই ইহুদী ও আরবদের নিজেদের মধ্যেকার বিবাদ বিসম্বাদগুলো মেটাবার জন্য ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা চালাতে থাকেন। প্রায় কেহই বিশ্বাস করতে পারেনি যে তিনি সফল হতে পারবেন। কিন্তু তিনি আরব ও ইহুদীদের উভয়কেই গ্রীসের রোডস্ দ্বীপের 'হোটেল ডি রোসেসে' ডেকে নিয়ে গিয়ে সমানে কথাবার্তা চালান। প্রথমে যুধ্যমান জাতিদ্বয় পরস্পরের সঙ্গে কথাই বলতে চান না। কিন্তু শুভেচ্ছা, ব্যবহার নৈপুণ্য ও অসীম ধৈর্যের ফলে বাঞ্চ অবশেষে ওদের সাধারণ কথাবার্তায় প্রবৃত্ত করাতে সক্ষম হলেন। মাঝে মাঝে এদের কয়েকজন লোককে একসঙ্গে তিনি তাঁর হোটেলের কামরায় রাতে খাওয়ার নেমন্তন্ন করতেন, সেইসঙ্গে কথাবার্তা চলতো। অবশেষে তিনি সাময়িক যুদ্ধবিরতির কথা বিবেচনার জন্য আইন মাফিক সভা করতে সমর্থ হলেন। বিয়াল্লিশ দিন ধরে তাঁরা সমবেত হয়েছিলেন এবং প্রতিদিনই একটা না একটা করে সঙ্কটজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হোত। মাঝে মাঝে মাত্র তিন চার ঘণ্টা ক'রে রাত্রে ওঁরা ঘুমোতে পেতেন এবং এইভাবে রালফ্ বাঞ্চ তাঁর সুবৃহৎ উপদেষ্টামণ্ডলী এবং সচিবগণকে প্রায় অবসন্ন ক'রে ফেললেন। কিন্তু পরিশেষে তিনি আংশিক যুদ্ধবিরতি ঘটাতে সক্ষম হয়েছিলেন। এর প্রায় এক মাস পরে যুদ্ধবিরতির সিদ্ধ চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। কিন্তু রীতিমত স্বাক্ষরিত সন্ধি হতে আরও একমাস লেগে যায়। আগের দিন বাঞ্চ ও তাঁর সঙ্গে কর্মরত রাষ্ট্রসংঘের অন্যান্য সাহায্যকারীগণ

এবং ইহুদী ও আরবেরা সারারাত ধরে সম্মেলনে উপস্থিত থাকেন। সারা দুনিয়ায় অভিনন্দিত এই শান্তিপত্রে স্বাক্ষর সংগ্রহের জন্য এই শেষ অধিবেশনটি চলে প্রায় চব্বিশ ঘণ্টাব্যাপী। সেইদিন সকালবেলায় ইসরেলীয় দলের নেতা বলেন যে, বাঞ্চ সমগ্র মানবজাতির কৃতজ্ঞতা অর্জন করলেন এবং আরবদের দলপতি শেক, তাঁকে পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বলে অভিহিত করেন। প্রত্যক্ষভাবে পৃথিবীর বিশিষ্টতম পুরস্কার বিতরণের ভারপ্রাপ্ত সমিতিও একথা স্বীকার ক'রে নেন এবং ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে তাঁকেই নোবেল শান্তি পুরস্কার দেন।

বর্তমানে রাষ্ট্রসঙ্ঘের অছি দপ্তরের পরিচালক হওয়ায় রাল্‌ফ্ বাঞ্চে এক বৃহত্তর ক্ষেত্রে তাঁর ধীশক্তির দক্ষতাকে এবং প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যকে কার্যকরী করাতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর প্রচেষ্টা, পৃথিবীর নানান জায়গায় সেই সমস্ত লক্ষ লক্ষ মানুষকে নিয়ে, যাঁদের দেশ এখনও পর্যন্ত স্বায়ত্বশাসনের অধিকার পায়নি। ডঃ বাঞ্চ বিশ্বাস করেন যে তাঁদের সমস্যার সমাধান সম্ভব এবং তিনি লিখেছেন যে তাঁর খুব বেশী বিশ্বাস আছে "সেই ধরণের পৃথিবীতে যা গড়বার জন্য রাষ্ট্রসঙ্ঘ অনবরত কাজ করে চলেছে—সেই শান্তিময় পৃথিবী, সেই পৃথিবী যেখানে জাতি, ভাষা, ধর্ম বা স্ত্রীপুরুষের মধ্যে কোনও বৈষম্য না রেখেই মানুষের অধিকারের এবং তার বুনেদী ও পূর্ণ স্বাধীনতার মর্যাদা দেওয়া হয়, সেই পৃথিবী যেখানে সমস্ত মানুষই সমান ভালে, সমান মর্যাদায় এগিয়ে যেতে পারবে।"

ম্যারিয়ান এ্যাণ্ডারসন

ম্যারিয়ান এ্যাণ্ডারসন

(বিখ্যাত ঐকতান গায়িকা)

ম্যারিয়ান এ্যাণ্ডারসন যখন ফিলাডেলফিয়ায় ছোট্ট রাঙ্গা ইঁটের বাড়িটায় জন্মগ্রহণ করেন, সেই সময় ফিস্ক জুবিলি সিঙ্গারস্ নামে একটি বিখ্যাত নিগ্রো গাইয়ের দল সারা ইউরোপে পবিত্রনাম কীর্তন করে বেড়াতেন এবং 'ব্ল্যাক প্যাট্টি' নামে প্রচারিত এক কৃষ্ণকায় মহিলা পল্লীগীতি ও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত উভয়েরই গায়িকা হিসাবে বিচিত্রানুষ্ঠানগুলিতে খ্যাতিলাভ করতে আরম্ভ করেন। নিগ্রো এবং শ্বেতাঙ্গ গায়কের দল উভয়েই আমেরিকার সঙ্গীতগুলিকে জনপ্রিয় করে তোলেন। ব্রডওয়েতে বার্ট উইলিয়ম্স্ এবং জর্জ ওয়াকারের শুধু নিগ্রোদের নিয়েই রচিত মিলনাত্মক সঙ্গীতানুষ্ঠানগুলি বেশ সাফল্য লাভ করে। কিন্তু শুবার্ট, হ্যাণ্ডেল এবং ঐ ধরণের কোন ওস্তাদের গানে বা কোনও বিখ্যাত অপেরার অংশ বিশেষে কোনও সুশিক্ষিত কৃষ্ণকায় গায়ক ঐকতান মঞ্চে সাফল্য লাভ করেনি এবং প্রায় সবাই মনে করত যে নিগ্রোদের কণ্ঠনিসৃত সঙ্গীত শুধু পরমার্থিক বিষয়ক। রোলাণ্ড হেস এবং ম্যারিয়ান এ্যাণ্ডারসনই প্রথম খ্যাতিলাভ করলেন এই গতানুগতিকতা ভঙ্গ ক'রে।

ম্যারিয়ান এ্যাণ্ডারসনের মা ছিলেন গীর্জার একজন অনুগত কর্মী। তিনি ম্যারিয়ানের পিসীর মতই তাঁর ধর্মসঙ্গীতগুলি বাড়ীতে গুণগুণ করে গাইতেন। ম্যারিয়ানের বাবা মারা যাওয়ার পরই ওঁর পিসী

এসেছিলেন ওঁদের সঙ্গে বসবাস করবার জন্য। ম্যারিয়ানের বাপ-মা দুজনেই এসেছিলেন ভার্জিনিয়া থেকে। ওখানে ম্যারিয়ানের মা ছিলেন একটি স্কুলের শিক্ষয়িত্রী এবং বাবা এক খামারের পরিচারক। কিছুদিন পরেই ওঁরা ফিলাডেলফিয়াতে উঠে আসেন। এইখানে ওঁদের তিনটি মেয়ে হয় এবং বাবা মারা যান। মা যান ওয়ানামেকারের বিভাগীয় দোকানে কাজ করবার জন্যে। কিন্তু তিনি তাঁর মেয়েদের নিয়মমত পড়াশুনা এবং গীর্জায় যাওয়ার উপর নজর রাখতেন। ম্যারিয়ানের বাবা জীবিতকালে ইউনিয়ন ব্যাপ্টিষ্ট গীর্জায় অভ্যর্থনাকারীর কাজ করতেন। কাজেই চার্চের সভায় যাঁরা যোগ দিতেন তাঁদের সবাই এই তিনটি মেয়ের সম্বন্ধে আগ্রহশীল ছিলেন। ম্যারিয়ানই ছিল সবচেয়ে বড়। ওঁর আট বছর বয়স হওয়ার আগেই রবিবারে স্কুলের গাইয়েদের সঙ্গে গান গেয়ে গেয়ে ইতিমধ্যেই বহুরকমের ধর্মসঙ্গীত এবং আধ্যাত্মিক স্তোত্র বেশ আয়ত্ত করে ফেলেছিলেন।

একদিন এক বন্ধকী দোকানের জানালায় ম্যারিয়ান একটা পুরানো বেহালা রয়েছে দেখতে পেলেন—দাম লেখা রয়েছে ৩'৪৫ ডলার। উনি সেই বেহালাটি পছন্দ ক'রে ফেললেন এবং প্রতিবেশীদের বাড়ীর সামনের সাদা পৈঁঠেগুলো ঘসে মেজে পরিষ্কার করে কিছু খুচরা পয়সা রোজগার করে সেগুলো সঞ্চয় করতে আরম্ভ করলেন। ফিলাডেলফিয়া ও বালটিমোরের বাড়ীগুলোর পাথরের পৈঁঠেই ছিল তাদের বৈশিষ্ট। তিন ডলার রোজগার পর্যন্ত উনি এইভাবেই কাজ ক'রে চললেন। বন্ধকী দোকানের মালিক ওঁকে কিছু কমদামেই বেহালাটা দিয়ে দিলেন। ম্যারিয়ানের কিন্তু বেহালায় কোনদিনই হাত খুললো না। এর কয়েকবছর পর ওঁর মা একটি পিয়ানো কিনে নিয়ে এলেন, কাজেই নতুন বাদ্যযন্ত্র পেয়ে ছোট্ট বেহালাটার সম্বন্ধে ভুলেই গেলেন। ইতিমধ্যে

তাঁর অসাধারণ কণ্ঠসঙ্গীত সঙ্গীতাধ্যক্ষের মনোযোগ আকর্ষণ করে এবং চোদ্দ বছর বয়সেই উনি গীর্জার প্রধান গায়কদের দলে উন্নীত হন। ওইখানে ধর্মসঙ্গীত ও ভজনের চারটি অংশই উনি শিখে ফেলেন এবং উদারা থেকে তারা পর্যন্ত যে কোনও জায়গায় সহজেই নিজেকে খাপ খাওয়াতে সক্ষম হন।

ওঁর অসামান্য সঙ্গীত প্রতিভা লক্ষ্য করে গীর্জার কয়েকজন সভ্য ওঁর সঙ্গীত শিক্ষার জন্য চাঁদা তুলতে আরম্ভ করেন। তাঁর প্রথম শিক্ষয়িত্রী ছিলেন একজন কৃষ্ণকায় মহিলা। তিনি কিন্তু ওঁর মত মেধাবী ছাত্রীকে শিক্ষাদান ক'রে অর্থগ্রহণে অসম্মত হন। তাই গীর্জার সভ্যেরা তাঁদের সংগৃহীত অর্থ নিয়ে একটি অছি-তহবিল তৈরী করেন এবং তার নাম দেন "ম্যারিয়ান এ্যাণ্ডারসনের ভবিষ্যৎ।" ওঁর অধিকতর শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যেই এই অর্থ ব্যাঙ্কে জমা হতে থাকে। ইতিমধ্যে ম্যারিয়ান দক্ষিণ ফিলাডেলফিয়ার মহিলা উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হন, এবং বিভিন্ন দলের সঙ্গীতানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন—সাধারণতঃ তিনি একক-সঙ্গীতই করতেন। ওঁর যখন পনের বছর বয়স সেই সময় উনি হেরিসবার্গে অনুষ্ঠিত রবিবারের স্কুল সম্মেলনে একাই অনেকগুলি গান করেন। আর এই গানেই তাঁর প্রতিভার কথা সারা রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ে। তিনি যখন উচ্চ বিদ্যালয় থেকে স্নাতক হন, সেই সময় 'ফিলাডেলফিয়া কোরাল সোসাইটি' নামে নিগ্রোদের একটি সঙ্ঘ ওঁর অধিকতর শিক্ষালাভের সুবিধা করে দেন এবং ওঁর জন্য স্থানীয় একজন শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের বন্দোবস্ত করেন। এরপরে ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে উনি আরও তিনশ' তরুণ গায়ক গায়িকাদের সঙ্গে নিউইয়র্ক ফিল-হার্মনিক প্রতিযোগিতায় যোগ দেবার জন্য নিউইয়র্ক যাত্রা করেন। ওখানে উনি প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং লিউইসন ষ্টেডিয়ামস্থ

ঐকতানের সঙ্গে গাইবার জন্য উপস্থাপিত হন।

ওঁর এই আত্মপ্রকাশের বহুল প্রচার হয়েছিল, কিন্তু কর্মচুক্তির অর্থকরী আমন্ত্রণ এসেছিল খুব কমই। কাজেই ম্যারিয়ান তাঁর পড়াশোনাতেই ব্যাপৃত রইলেন। তাঁর জন্য নিউ ইয়র্কের টাউন হলে একটি সঙ্গীতানুষ্টানের ব্যবস্থা করা হয়, কিন্তু সেটিও সাফল্যলাভ করে নি। ইতিমধ্যে তিনি নানা ধরণের গায়কদলে গান করেন এবং গীর্জায় গীর্জায় ও নিগ্রো কলেজগুলোয় নিজেই সঙ্গতের ব্যবস্থা করেন। অবশেষে ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে রোজেন্‌ওয়াল্ড ফেলোশিপ বৃত্তিই তাঁর ইউরোপে গিয়ে শিক্ষালাভ সম্ভব করে তোলে। সাগরপারের প্রথম বছরেই উনি প্রারম্ভিক সঙ্গীত করেন বার্লিনে। একজন স্কাণ্ডিনেভিয়াবাসী বিখ্যাত সঙ্গীত পরিচালক এই সঙ্গীতানুষ্ঠানের খবর কাগজে পড়েন। তিনি তাঁর গলার স্বরের সম্বন্ধে সমালোচকদের মতামতের চেয়ে এ্যাণ্ডারসন নাম দেখেই বেশী আকৃষ্ট হন। তিনি বলেন, "আরে, একে একজন নিগ্রো গাইয়ের সুইডেন দেশীয় নাম। স্কাণ্ডিনেভিয়ায় এর সাফল্য অনিবার্য।" উনি ওঁর দুই বন্ধুকে বার্লিনে পাঠালেন তাঁর গান শোনাবার জন্য। এঁদের মধ্যে একজনের নাম কষ্টি ভেহানেন— উনি অচিরেই ম্যারিয়ানের সঙ্গী হয়ে পড়লেন এবং বহুবছর পর্যন্ত ওঁর সঙ্গী ছিলেন।

সত্যি সত্যিই, স্কাণ্ডিনেভিয়ার দেশগুলিতে ম্যারিয়ান এ্যাণ্ডারসন যথেষ্ট সাফল্য লাভ করেন। ওইখানেই উনি ফিনল্যাণ্ড এবং সুইডেন দেশীয় সঙ্গীত শিক্ষা করেন এবং সঙ্গীতানুষ্ঠানের নিমিত্ত তাঁর প্রথম ইউরোপ ভ্রমণ বলতে গেলে, সফলতাই লাভ করে। আমেরিকায় ফিরে এসে তিনি বিখ্যাত হল জনসন গায়কদলের সঙ্গে কয়েকটি কর্মসূচী গ্রহণ করে একক সঙ্গীতে অবতীর্ণ হন। কিন্তু রোজগারের তেমন

সুরাহা হোল না। যাই হোক, স্কাণ্ডিনেভিয়াবাসীরা তাঁকে ভালবেসে ফেলেছিলেন ব'লে ওখানে ফিরে যাবার জন্য তাঁরা তাঁকে অনুরোধ করতে থাকেন। তাই ১৯৩৩ সালে উনি নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্ক এবং ফিনল্যাণ্ডে ১৪২টি সঙ্গীতানুষ্ঠানে গাইবার জন্য ইউরোপে যান। ডেনমার্ক ও সুইডেনের রাজারা ওঁকে সম্মানজনক চিহ্নে বিভূষিত করেন। সেবিলিয়াস ওঁরই উদ্দেশ্যে রচনা করেন সঙ্গীত এবং পরের বসন্তের প্রারম্ভিক গান তিনি আরম্ভ করেন প্যারিসে। ওখানে তিনি এত সমাদরে গৃহীতা হন যে তাঁকে সেইবারেই স্থালে গ্যাভেতে তিনটি সঙ্গীতানুষ্ঠানে যোগ দিতে হয়। ইউরোপের সবকটি রাজধানীতেই বিরাট সফলতা লাভ হতে থাকে। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত পরিচালক অর্টুরো টস্‌ক্যানিনি সালজ্‌বার্গে তাঁর গান শোনেন। উনি বলেছিলেন, "আজ যা আমি শুনলাম, তা একশ' বছরে একবারই মাত্র লোকের শোনবার সৌভাগ্য হয়।" ইউরোপের সমালোচকেরা ম্যারিয়ান এ্যাণ্ডারসনকেই "পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম গায়িকা" বলে অভিনন্দিত করেন।

এরপর ম্যারিয়ান এ্যাণ্ডারসন যখন আমেরিকায় ফিরে আসেন, তখন তিনি পাকা শিল্পী। আমেরিকায় তখন এসে পৌঁছে গেছে ইউরোপের সেই বিরাট সাফল্যের খবর—নিউ ইয়র্কে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে একটি মস্তবড় সঙ্গীতানুষ্ঠানের। কিন্তু ওদিকে নিউ ইয়র্কে পৌঁছানোর কয়েকদিন আগেই আটলান্টিক মহাসাগর অতিক্রমকালে জাহাজটি ঝড়ের মুখে পড়ে এবং ম্যারিয়ান জাহাজের ওপর পড়ে যাওয়ায় ওঁর পায়ের গোড়ালী ভেঙ্গে যায়। কিন্তু সঙ্গীতানুষ্ঠানের ব্যাপারে এসব বাধা তিনি গ্রাহ্য করেন না এবং লোকে এ ব্যাপার জানুক তাও তিনি চান না। সেই রাত্রে উনি বেশ লম্বা একটা সান্ধ্য পোষাক পরিধান করেন যাতে তাঁর পায়ের প্লাষ্টার কারুর চোখে না

পড়ে। যবনিকা সরে যাওয়ার আগে উনি পিয়ানোর খাঁজে নিজেকে আড়াল করে নেন এবং এক পায়ের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে নিউ ইয়র্ক সঙ্গীতানুষ্ঠানে অবতীর্ণা হন। পরের দিন হাওয়ার্ড টাবম্যান 'নিউ ইয়র্ক টাইমসে' উৎসাহের সঙ্গে লেখেন :

"আমাদের সময়কার একজন বিখ্যাত গায়িকা হিসাবেই ম্যারিয়ান এ্যাণ্ডারসন তাঁর স্বদেশে ফিরে এসেছেন।...এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই যে যেখানেই তিনি গেছেন সেইখানেই তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত হয়েছে।...ওঁর সঙ্গীত এত গভীরভাবে হৃদয়গ্রাহী যে তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।"

এরপরই আমেরিকার এক উপকূল থেকে অন্য উপকূল পর্যন্ত পর্যটন আরম্ভ হোল এবং সেই সময় থেকেই ম্যারিয়ান এ্যাণ্ডারসন্ দেশের একজন প্রিয় গায়িকা হয়ে উঠলেন। 'ভ্যারাইটি'র মতে সঙ্গীতানুষ্ঠান-মঞ্চের যে দশজন, বছরে একলক্ষ ডলারের ওপর আয় করেন, ম্যারিয়ান তাঁদের পুরোভাগেই গণ্য। কুমারী এ্যাণ্ডারসন বিখ্যাত সুরেলা ঐকতান সঙ্গতগুলির সাথে গান গাইতেন এবং ফোর্ড অনুষ্ঠানসূচীর (Ford Hour) লক্ষ লক্ষ শ্রোতার কাছে বিশেষভাবে সমাদৃত হওয়ায় তিনি সবকটি বেতার ও টেলিভিশন কেন্দ্রে বারবার উপনীত হয়েছেন। এই ক'বছরের মধ্যে তিনি সঙ্গীতানুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্য প্রায়ই ইউরোপে যেতেন এবং সাগরপারে তাঁর পাওয়া অসংখ্য সম্মানের মধ্যে ইংলণ্ডের রাজা ও রাণীর সামনে গাইবার ফরমাস ও ফিনল্যাণ্ড সরকার প্রদত্ত সম্মানচিহ্ন উল্লেখযোগ্য। অন্য সমস্ত জায়গার মতই তাঁর সঙ্গীতানুষ্ঠান দক্ষিণ আমেরিকা ও এশিয়াতেও সাফল্য লাভ করেছিল। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দ থেকে বছরে গড়ে তাঁর কর্মসূচী ছিল একশর ওপর ; এবং এ কর্মসূচি তাঁর ছড়িয়ে ছিল ভিয়েনা, বুইনস্ এয়ার্স,

মস্কো ও টোকিও শহরগুলোর মত দূর দূরান্তে। তাঁর গানের রেকর্ডের লক্ষ লক্ষ কপি সারা পৃথিবীতে বিক্রী হয়েছে। হোয়াইট হাউসে গান গাইবার জন্য একাধিকবার তিনি নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। নিউইয়র্কের প্যারিস অপেরা এবং মেট্রোপলিটন অপেরাগৃহে তিনি সঙ্গীতানুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন। অনেকগুলি কলেজ তাঁকে সম্মানীয় ডিগ্রী প্রদান করেছে এবং ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে স্মীথ্ কলেজ ওঁকে "ডক্টর অফ মিউসিক" সম্মান প্রদান করে। এই সমস্ত-কিছু সত্ত্বেও, শুধু নিগ্রো হওয়ার ফলেই যুক্তরাষ্ট্রের বর্ণবৈষম্যে কৃষ্ণকায় ভ্রাম্যমান শিল্পীমাত্রকেই যে অসুবিধা ভোগ করতে হয়, ম্যারিয়ান এ্যাণ্ডারসনও তার হাত থেকে রক্ষা পাননি। ম্যারিয়ানের দীর্ঘদিনের সঙ্গী ভেহানেন তাঁর বই "ম্যারিয়ান এ্যাণ্ডারসন"য়ে ম্যারিয়ানকে হোটেলে জায়গা না দেওয়ার উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন খাবার ঘরে তাঁর খাবার পরিবেশনেও অনেক সময় আপত্তি জানানো হোত। ভেহানেন লিখেছেন যে একবার দক্ষিণের এক সহরে গান বাজনা হওয়ার পর কয়েকজন শ্বেতকায় বন্ধু ম্যারিয়ানকে মোটরে করে রেলষ্টেশনে নিয়ে আসেন এবং তাঁকে সঙ্গে করে প্রধান ওয়েটিং রুমে নিয়ে যান। কিন্তু একজন পুলিশ তাঁদের বার ক'রে দেয়, কারণ ষ্টেশনের ঐ অংশে নিগ্রোদের প্রবেশাধিকার ছিল না। এরপর তাঁরা "কৃষ্ণকায়" চিহ্নিত একটি অপেক্ষাকৃত ছোট ওয়েটিং রুমে ঢোকেন। কিন্তু আবার তাঁদের বার করে দেওয়া হয়—কারণ নিগ্রোদের জন্য নির্দিষ্ট ওই ছোট্ট গর্তের মধ্যে শ্বেতকায়দের প্রবেশ নিষেধ। সুতরাং ওদের সবাইকেই ট্রেনের আগমন পর্যন্ত প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে হয়।

ম্যারিয়ান এ্যাণ্ডারসনের জীবনে সবচেয়ে নাটকীয় ঘটনা ঘটে ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে যখন আমেরিকার সেই বিপ্লববাদী তনয়ারা যাঁরা ওয়াশিংটনের

কনষ্টিটিউশন হল দখল করেছিলেন, তাঁরাই তাঁকে ওখানে গাইতে দিতে আপত্তি জানালেন। সংবাদপত্রের শিরোনামায় এ খবর বার হোল এবং বহু আমেরিকাবাসী এতে অপমানিত বোধ করলেন। এর প্রতিবাদে কয়েকজন বিখ্যাত শিল্পী এবং শাসনতন্ত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তি সমেত নামকরা লোকেদের নিয়ে একটি সমিতি গঠিত হয়। এই সমিতির প্রচেষ্টায়, ঐ ওয়াশিংটনেই ম্যারিয়ান এ্যাণ্ডারসন এব্রাহাম লিঙ্কন্-এর মূর্তির তলায় এক বৃহত্তম সংখ্যক লোকের সামনে গান করেন—পৃথিবীর ইতিহাসে একই সময়ে এত বেশী লোকের সামনে আর কোন গায়ক কখনও গান গাননি। খোলা জায়গা, ইষ্টার রবিবারের শীতল সন্ধ্যা, তবু পঁচাত্তর হাজার লোক তাঁর গান শোনবার জন্য দাঁড়িয়ে এবং বেতার মারফৎ অথবা নিউজ্‌রীলে তোলা ম্যারিয়ান এ্যাণ্ডারসনের সেই দিনকার গান আরও লক্ষ লক্ষ লোকে শুনতে পেয়েছিল। তদানন্তীন স্বরাষ্ট্র সচিব হ্যারল্ড আইক্‌স প্লাজায় উপস্থিত সেই বিশাল জনতার সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে কুমারী এ্যাণ্ডারসনের পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, "সকলের এই শ্রদ্ধা নিবেদন শুধু বিখ্যাত গায়িকার প্রতি নয়, গণতন্ত্র ও সাম্যবাদের প্রাথমিক আদর্শের প্রতিও।"

১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে ম্যারিয়ান এ্যাণ্ডারসন স্থপতি অরফিউস্ এইচ ফিশারকে বিবাহ করেন এবং তাঁর পর্যটনের মাঝে মাঝে কন্নেক্টি-কাটের সুন্দর পল্লীভবনে ঘর সংসার করেন। ওইখানেই উনি তাঁর বিশাল সঙ্গীত ভাণ্ডার আরও সমৃদ্ধ করার উদ্দেশ্যে নতুন গানের মহড়া দিতেন। মাঝে মাঝে মাঠের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময় তাঁর প্রতি-বেশীরা শুনতে পেতেন এক সমৃদ্ধ স্নিগ্ধ সুর—ইংরাজি, ফরাসী, ফিনদেশীয় এবং জার্মানী ভাষায় তিনটি স্বরঅষ্টকেই পূর্ণভাবে ভেসে

চলেছে এবং মাঝে মাঝে তাঁরা নিউ ইংলণ্ডের আকাশে বাতাসে শুনতে পেতেন নিগ্রোদের পুরাতন সেই ধর্মসংগীত, "মৃত্যুমুখী মেষ-শাবকে নোয়াও তোমার মাথা……।"

বন্ধুরা বলেন যে ম্যারিয়ান এ্যাণ্ডারসন তাঁর সঞ্চিত অর্থ সম্পত্তি ক্রয় এবং সরকারী তমসুকে বিনিয়োগ করেছেন। সত্যিই তিনি তাঁর সারা জীবন অত্যন্ত সাদাসিধাভাবেই কাটিয়েছেন। কোথাও যাওয়ার সময় তিনি কোনও দাসী বা সচিব ব্যতিরেকেই বার হন এবং ট্রেণ, জাহাজ, বা এ্যারোপ্লেন যেখানেই হোক তিনি তাঁর পোষাক শেলাইয়ের জন্য সঙ্গে নিতেন তাঁর সেলাইয়ের কল। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে যখন ফিলাডেলফিয়াতে উনি অসাধারণ লোকহিতকর কার্যের জন্ত লোভনীয় 'বক' পুরস্কার পেলেন, তখন সেই সুবৃহৎ পদকের সাথে যে দশ হাজার ডলার তিনি পেয়েছিলেন, তাই দিয়ে তিনি "জাতিবর্ণ নির্বিশেষে আমেরিকার প্রতিভাসম্পন্ন শিল্পীদের জন্ম" একটি অছি তহবিল স্থাপন করেন। এখনও এই তহবিল থেকে প্রতিবৎসর উন্নতিশীল তরুণ গায়কদের বৃত্তি দেওয়া হয়।

জ্যাকী রবিনসন

জ্যাকী রবিনসন

(বড় বেসবল লীগ প্রতিযোগিতায় প্রথম নিগ্রো)

জন্ম—১৯১৯—

ফ্লোরিডা রাজ্যসীমারেখার অনতিদূরে দক্ষিণ জর্জিয়ায় কায়রো একটি গ্রাম। ওইখানেই এক গরীব ভাগচাষী পরিবারে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ৩১শে জানুয়ারী জন্মগ্রহণ করেন জন রুজভেল্ট রবিনসন। পাঁচটি সন্তানের মধ্যে উনিই ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ। বাবাকে মনে করে রাখার মত বয়সে পৌঁছানোর আগেই ওঁর বাবা মারা যান এবং ছেলেমেয়েদের ভার পড়ে একা মায়ের ওপর। তাই, বাচ্চা রুজভেল্ট যখন মাত্র চোদ্দমাসের এবং অন্যান্য ছেলেমেয়েদের বয়স যখন আড়াই থেকে দশ বছরের মধ্যে, সেই সময় শ্রীমতী মলি রবিনসন তাঁর ছেলে-মেয়েদের নিয়ে ক্যালিফোর্ণিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। উনি শুনেছিলেন ওখানে দিনকাল ভালই, আর ছেলেমেয়েদের জন্য ভাল স্কুলও আছে এবং নিগ্রোদের জন্য সেইসব স্কুলে স্বতন্ত্রীকরণ নেই। প্যাসাডেনায় শ্রীমতী রবিনসনের একজন বৈমাত্রেয় ভাই বাস করতেন। উনি সেখানে ওদের থাকতে দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। ছেলেমেয়েরা তাঁকে বার্টনমামা বলে ডাকতো এবং তিনিও ওই চারটি ছেলে এবং একটি মেয়ের সঙ্গে বাপের মতই ব্যবহার করতেন। ওঁর দুখানা ঘরে তিনি ওদের সঙ্গে ভাগাভাগি করেই বাস করতে আরম্ভ করলেন।

ছোট্ট শিশুটিকে ওঁরা জ্যাকী বলেই ডাকতেন। ক্যালিফোর্ণিয়ার রৌদ্রতাপে শিশুটি ক্রমশঃ স্বাস্থ্যবান ও সবল হয়ে ওঠে। শ্রীমতী রবিনসন মাঝে মাঝে গৃহস্থালীর কাজ ক'রে এবং মাঝে মাঝে ধোলাই-এর কাজ ক'রে তাঁর ছেলেমেয়েদের পরিচ্ছন্ন রাখবার এবং স্কুলে পাঠাবার যথাসাধ্য চেষ্টা ক'রতেন। এত ক'রেও, সময় সময় ওদের উপযুক্ত খাবার মিলত' না। তাই ছোট্ট জ্যাকীর মনের মাঝে বিশেষ দরদের সঙ্গে গাঁথা হয়েছিল—সেই এক দয়ালু শিক্ষিকার কথা যিনি প্রায়ই দুপুরের খাবার ওঁর সঙ্গে ভাগ করে খেতেন। মাঝে মাঝে উনি পাঁচ সেণ্ট দিয়ে একটি চীনাবাদামের প্যাকেট কিনে নিয়ে আসতেন এবং উদরপুর্তির জন্য শুধু বাদাম নয় খোলা শুদ্ধ খেয়ে ফেলতেন। ওঁর মা ছিলেন এক আশ্চর্যময়ী মহিলা। তিনি প্রতি শনিবার রাত্রে ওঁদের পোষাক পরিচ্ছদ ধুয়ে ইস্ত্রি করে রেখে দিতেন, যাতে রবিবারের স্কুলে ওঁরা বেশ ধোপদুরস্ত হয়ে যেতে পারেন। প্রত্যেকটি ব্যাপারেই, উনি যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন যাতে ওঁরা বেশ ভদ্রভাবে মানুষ হতে পারেন। কিন্তু ওঁদের কাপড় জামা ও আহার সামগ্রী কেনার খরচ জোগাবার জন্যে এবং যে বড় বাড়ীটাতে ওঁরা উঠে গিয়েছিলেন, তার ভাড়া জোটাবার জন্য বেশীরভাগ সময়েতেই ওঁকে বাড়ী ছেড়ে বাইরে গিয়ে কাজকর্ম ক'রতে হোত। কিন্তু একা একজন মহিলার পক্ষে এই দশটি ক্ষুদে পায়ের জুতো কেনার টাকা জোগাড় করা এবং তাঁরই সঙ্গে রান্নার হাঁড়ি ভর্তি রাখাত' খুব সহজসাধ্য ছিল না। ওঁর স্নেহ ভালবাসার মত ওঁর আয় যে প্রশস্ত ছিল না—এটাও ওঁর ক্রটি নয়।

১৯৩০ খৃষ্টাব্দের পরের দশবছরের মন্দা সত্যসত্যই খুব কষ্টকর হয়ে ওঠে। তবু মলি রবিনসনের পাঁচটি ছেলেমেয়েই স্কুলে যেতে থাকে। ওরা হয় যেত ক্লীভল্যাণ্ড এলিমেণ্টারী স্কুলে আর না হয় মুর টেকনিক্যাল

হাইস্কুলে—ওখানে জ্যাকীর ভাই ম্যাক দৌড় প্রতিযোগিতায় এবং প্রস্থ লম্ফনে চ্যাম্পিয়ন হন। ছোট্ট সবল জ্যাকী নিজেও গ্রামার স্কুলের ফুটবল খেলোয়াড়দলের একজন ছিলেন। ওঁদের দল আগন্তুক দল-গুলোকে হারিয়ে দিত। রবিনসন পরিবারের এই দুটি ছেলে ছোটবেলা থেকেই সুন্দর তরুণ খেলোয়াড় বলেই পরিচিত ছিলেন।

চোদ্দ বছর বয়সে জ্যাকী উচ্চ বিদ্যালয়ে ঢোকেন এবং সেখানে ওঁর দাদার পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। ওখানে খেলাধুলায় উনি শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেন—ফুটবল, বাস্কেটবল, বেসবল এবং দৌড় প্রতিযোগিতা সবটাতেই তিনি যোগ দিতেন। মুর থেকে তিনি চারটি বিষয়ে কৃতিত্বলাভ ক'রে স্নাতক হ'ন। তখন তাঁর দৈর্ঘ্য প্রায় ছ'ফুট, ওজন ১৭৫ পাউণ্ড—এবং এ ওজন আরও বেড়ে চলেছিল। প্যাসাডেনা জুনিয়র কলেজের অধ্যাপকেরা ওঁকে প্রসারিত হস্তে আলিঙ্গন ক'রে নিলেন এবং ওখানে উনি খেলাধূলায় বিশেষ রকম কৃতিত্ব লাভ ক'রতে থাকলেন। প্রতিযোগিতায় উনি জুনিয়র কলেজের মধ্যে প্রস্থ লম্ফনে ২৫ ফুট ৬$\frac{1}{2}$ ইঞ্চি লাফিয়ে রেকর্ড স্থাপন করেন। বেসবলে উনি দলের সেরা—ওঁর ব্যাট্ করার গড় ছিল '৪৬০ এবং বাস্কেটবলের একটি খেলায় একেবারেই তিনি ২৮ পয়েণ্ট পেয়ে প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্র রেকর্ড ভঙ্গ করেন। ছাত্র হিসাবে উনি ছিলেন জনপ্রিয়, আমুদে, ভাল খেলোয়াড় হিসাবে সুপ্রসংশিত, কিন্তু তবু ওঁর অহঙ্কার ছিল না। তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ার সময় থেকেই এলিমেণ্টারী স্কুলে তিনি এত ভাল ফুটবল খেলতেন যে, পাশ থেকে ক্লাশের বন্ধুদের উৎসাহবর্ধক ধ্বনিতে তিনি অভ্যস্ত হয়েই পড়েছিলেন, তাই জুনিয়র কলেজের সাফল্যকে তিনি সহজভাবেই নিতে পেরেছিলেন—যেন অসাধারণ কিছুই নয়।

১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে যখন জুনিয়ার কলেজের দুটি বছর পার হয়ে গেল,

দৈহিক শিক্ষা সম্বন্ধে অধিকতর শিক্ষালাভের জন্য জ্যাকী গেলেন লস্ এঞ্জেলেসের ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে। প্রতিদিন সকালে বাসে চড়ে ওঁর একঘণ্টার ওপর সময় লাগত' প্যাসাডেনা থেকে কলেজ পর্যন্ত যেতে। ইতিমধ্যে ওঁর দাদা ম্যাক ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে বার্লিনে অনুষ্ঠিত অলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন। ওখানে উনি ২০০ মিটার দৌড় প্রতিযোগিতায় জেসি ওয়েনসের পর দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন এবং কয়েক সপ্তাহ পরেই উনি প্যারিসে আবার ঐ দূরত্বেই নতুন রেকর্ড স্থাপন করেন। জ্যাকী ওঁর বড় ভাই ম্যাকের ভক্ত ছিলেন এবং তার সমকক্ষ হবার চেষ্টা করতেন। তিনি সোজা ইউ. সি. এল, এ'র হয়ে ফুটবল খেলতে নেমে পড়েন এবং ঐ দলে তাঁর প্রথমবারকার খেলাতেই তিনি বিখ্যাত হয়ে ওঠেন। সেবারকার প্রথম বড় খেলা—ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে জ্যাকী নামেন কোয়ার্টারব্যাক হ'য়ে এবং সেখানে উনি একটি গোল দিয়ে সমতাভঙ্গ করে' ইউ. সি. এল. এ'র পক্ষকে জয়ী করতে সমর্থ হন। সেবারকার খেলার শেষের দিকে ওঁর একটা পায়ের গোড়ালীর ব্যথা ওঁর অগ্রগতির প্রতিবন্ধক হয়; কিন্তু তার আগেই উনি চারটি গোল দেন এবং তারপর দুটো গোল দিয়ে ওঁদের দলের মোট ১২৭টি পয়েন্টের মধ্যে নিজেই ২৬টি পয়েন্ট করেন। বল পেলে প্রতিবারই গড়ে তিনি বারো গজ বলটিকে ক্যারী করে নিয়ে যেতেন। চোদ্দবার বল ক্যারীর মধ্যে গড়ে তিনি প্রতিবারই কুড়ি গজের ওপর নিয়ে যেতেন এবং এর জন্য কলেজের ফুটবল খেলায় তিনি এক নতুন রেকর্ডের সৃষ্টি করেছিলেন। তাই জ্যাকীর নাম একজন অসাধারণ ফুটবল খেলোয়াড় হিসাবেই বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃতভাবে পরিচিত হয়।

একই ঘটনা ঘটে বাস্কেটবল খেলাতেও। জ্যাকী তাঁর বারোটি

খেলাতেই যথেষ্ট নাম করেন এবং সেবারের প্যাসিফিক কোষ্ট সম্মেলনে সর্বোচ্চ সংখ্যার গোল দিয়ে ১৪৮ পয়েণ্ট লাভ করেন। প্রতিযোগিতায় উনি সম্মেলনের প্রস্থ-লম্ফনের রেকর্ড ভঙ্গ করেন এবং তিনি যে ওয়েষ্ট কোষ্ট দলের হয়ে নেমেছিলেন, সেই দলটি উত্তর-পশ্চিমের দশটি বড় দলকেই হারিয়ে দেয়। এরপর তিনি কলেজের একটি মেয়ের প্রেমে পড়লেন এবং বিবাহের কথা ভাবতে থাকলেন। এই সময় বার্টন মামা হলেন অসুস্থ, কাজেই জ্যাকীর মনে হোল যে, সমস্ত পরিবারের ব্যয়ের বোঝা একা মায়ের ঘাড়ে আর চাপানো ঠিক নয়। তাই ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের বসন্তকালে, লস-এঞ্জেলেসের ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ওঁর দ্বিতীয় এবং শেষ বছর পাঠকালীনই উনি কলেজ ছেড়ে দিলেন এবং খেলাধুলার পরিচালক হিসাবে যোগ দিলেন সরকারের সিভিলিয়ন কন্‌জারভেশন কোর ক্যাম্পের কাজে।

সরকার যখন ক্যাম্পটি বন্ধ করে দিলেন, সেই সময় শিকাগো'র 'সোলজার্স ফীল্ডে' অনুষ্ঠিত "শিকাগো-ট্রাইব্যুন অল-ষ্টার" চ্যারিটি ফুটবল খেলায় অংশ গ্রহণের জন্য জ্যাকীর কাছে আমন্ত্রণ আসে। এর থেকেই, ভাল মাহিনায় লস্ এঞ্জেল্‌স বুলডগ্‌স্-এ পেশাদার খেলোয়াড় হিসাবে চুক্তিতে আবদ্ধ হবার জন্য আমন্ত্রিত হন। কিন্তু হনলুলুতে পরপর কয়েকটি খেলা অনুষ্ঠিত হওয়ার পর যখন জ্যাকী জাহাজে ক'রে ফিরে আসছেন, সেই সময় পার্ল হারবারে বোমা পড়ে এবং আমেরিকা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যোগ দেয়। জ্যাকী সৈন্যদলে ঢোকেন। উনি ক্যানসাসের ফোর্ট রীলিতে যান। জো লুইও ওইখানেই নিযুক্ত হয়েছিলেন—ওঁদের দুজনের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। অশ্বারোহী সৈন্যদলে যুক্ত হওয়ায়, ঘোড়াগুলোকে টিকে দিয়েই জ্যাকীর সময় কাটত' কিন্তু তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তির পর উনি অফিসারদের

স্কুলে ভর্তি হওয়ার জন্য আবেদন করেন। ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে উনি সেকেণ্ড লেফ্‌ট্‌ন্যাণ্ট হিসাবে নিযুক্ত হন এবং টেক্সাসের ক্যাম্পহুডে অবস্থিত ৭৬১তম ট্যাঙ্ক ব্যাটেলিয়নে তাঁকে পাঠানো হয়। কয়েক মাসের মধ্যেই ওখানকার ক্ষমতাপ্রাপ্ত অফিসার লোকেদের শিক্ষাদানের ব্যাপারে রবিনসনের চমৎকার ক্ষমতার প্রশংসা করেন। কিন্তু ফুটবল খেলাজনিত ওঁর পূর্বতন আঘাত,—সেই ভাঙ্গা গোড়ালী, ওঁকে অস্বস্তিকর অবস্থায় ফেলে এবং চাকরীর একত্রিশ মাস পরে জ্যাকীকে সম্মানের সঙ্গেই সৈন্যদল থেকে অবসর দেওয়া হয়।

প্যাসাডেনায় ওঁর মায়ের গীর্জার ধর্মযাজক টেক্সাসের অষ্টিনস্থ এক নিগ্রো কলেজ—স্যামুয়েল হাউষ্টনের সভাপতি হন। তাই সৈন্যদল ছেড়ে বাড়ী পেঁ ৗছে তিনি একখানা চিঠি পান। চিঠিটিতে ওঁকে কলেজের খেলাধূলার পরিচালকের পদ নেবার জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে। সি. সি. সি. ক্যাম্পে থাকাকালীন তরুণদের নিয়ে কাজ করায় উনি আনন্দ পেয়েছিলেন ব'লে, এ চাকরী উনি সাগ্রহে এবং সানন্দে গ্রহণ করলেন। কিন্তু মাহিনা কম হওয়ায় উনি ওখানে বেশীদিন থাকেন নি এবং এই সময় বার্টনমামা শয্যাশায়ী হওয়ায় ও'র মায়ের পক্ষে বাইরে গিয়ে কাজ করা কঠিন হয়ে ওঠে। 'নিগ্রো আমেরিকান বেসবল' প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী একটি দল 'ক্যানসাস সিটি মনার্কস' ওকে অস্থায়ীভাবে মাসিক চারশ' ডলার মাহিনার একটি চাকরী দিতে প্রস্তাব করলে জ্যাকী রাজি হন এবং ওদের সঙ্গে দক্ষিণ থেকে উত্তর পর্যন্ত, অতিদ্রুত, ঘুরে ঘুরে খেলা দেখিয়ে বেড়ান। তার মানেই খারাপ হোটেলে থাকা, নিগ্রোদের জন্য স্বতন্ত্র করে রাখা 'জীম ক্রো' খাদ্য খাওয়া, ধুলাবালির মধ্য দিয়ে বাসে করে যাওয়া এবং মাঝে মাঝে সপ্তাহে ছ'সাতটা করে খেলা। তবুও জ্যাকী বাড়ীতে টাকা পাঠিয়েও

বিয়ের জন্যেও টাকা জমাতে সক্ষম হয়েছিলেন। ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে উনি এবং ওঁর সেই কলেজের বান্ধবী মেয়েটি—র‍্যাচেল ইসুম, দুজনে আনন্দিত হৃদয়ে গীর্জার বেদীর সামনে উপনীত হন।

ব্রুকলিন ডজার্স্ বেসবল টীমের একজন সহচর ক্লাইড সিউক-ফোর্থ, একদিন বিকেলে শিকাগোর একটি খেলা শেষ হবার পর জ্যাকীকে অনুরোধ করলেন নিউইয়র্কে গিয়ে ডজারসের সভাপতি ব্র্যাঞ্চ রীকির সঙ্গে দেখা ক'রতে। ওঁর কথা শুনে জ্যাকী চটে গেলেন। সিউকফোর্থের মুখের ওপর তিনি ভ্রুকুটি করেছিলেন, কি হেসেছিলেন সেটা ঠিক পরিকার জানা যায়নি। যাই হোক, বেশীরভাগ নিগ্রো খেলোয়াড়দের মতই, তিনিও বড় বড় প্রতিযোগিতায় খেলার লোভ দেখিয়ে 'ছেলে ভুলোনো' পছন্দ করতেন না। নিগ্রোদের কাছে সে সময় "আমেরিকার বিরাট খেলাধূলা" ছিল "আমেরিকার শ্বেতকায়দের বিরাট খেলা," কারণ বড় বড় প্রতিযোগিতায় ওঁদের দলে নেওয়া হোত না। এমন কি স্যাচেল পেগীর মত বা যোশগীবসনের মত সত্যিকার অসাধারণ খেলোয়াড়রাও খ্যাতনামা বড় বড় প্রতিযোগিতাগুলোয় খেলবার সুযোগ পান নি। তাই জ্যাকী ভেবেছিলেন, সেদিন বুঝি ওঁকে ট্রেনে ক'রে পূর্বদেশে গিয়ে ব্রুকলিন ডজারসের নেতার সঙ্গে কথা বলতে বলে, ক্লাইড সিউকফোর্থ ঠাট্টাই করেছিলেন। অবশেষে অনুচরটি রবিনসনকে বোঝাতে সমর্থ হন যে তিনি ঐ দলের উপযুক্তই হয়ে উঠেছেন এবং কিছুদিন ধরে সিউকফোর্থ রবিনসনের খেলার প্রতি তিনি লক্ষ্য রেখেছেন। কাঁধে আঘাত পাওয়ায় জ্যাকী খেসারৎ না দিয়েই কয়েকদিনের ছুটি পান এবং ব্রুকলিনের সঙ্গে দেখা করতে যান। বাকীটা তো ইতিহাস।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আমেরিকার জাতিবৈষম্যের আবহাওয়ার

উন্নতিসাধনে অনেক পরিবর্তন আনে। এ. ফিলিপ র‍্যাণ্ডল্‌ফের ওয়াশিংটন অভিযানের হুমকীর পর সরকার যুদ্ধশিল্পগুলিকে নিপুণ নিগ্রো কর্মীদের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন। কৃষ্ণকায় লোকদের উন্নতিকল্পে জাতীয় সংঘ (National Association for the Advancement of coloured people) এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে নিগ্রো ও অন্যান্য উদার পন্থীদের চাপের ফলে নৌবিভাগে, বিমান বাহিনীতে এবং অন্যান্য জায়গায় স্বাতন্ত্রীকরণের উচ্ছেদ হোল। ঐ সব জায়গায় আগে নিগ্রোরা চাকরীতে ঢোকার অনুমতি পেতেন না। জগতের সমস্ত কৃষ্ণকায় লোকেদেরও সম-অধিকারদানের ন্যায়নীতির প্রবাহ সমস্ত পৃথিবীকে প্লাবিত ক'রে ছুটে এলো ভারতবর্ষ এবং সুদূর প্রাচ্য থেকে যুক্তরাষ্ট্র পর্যন্ত। আমেরিকার শাসনবিভাগের ভেতরের এবং বাহিরের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের উদার মনোভাবের পৃষ্ঠপোষকতায় আমেরিকার নিগ্রোগণও ভোটদানে, গৃহশিল্পে, শিক্ষায়, বেসবলে বর্ণবৈষম্যনীতির উচ্ছেদের দাবী জানান। তাই বড় বড় খেলার জন্য নিগ্রোদের গ্রহণ করার তখনই আসে উপযুক্ত সময়। ঐ সময় আবার যুদ্ধ লীগের অনেকগুলি ভাল ভাল খেলোয়াড়কে কেড়ে নিয়েছে। তাদের প্রয়োজন তখন ভাল খেলুড়ের। তরুণ নিগ্রো খেলোয়াড়দের মধ্যে জ্যাকী সেই সময় সব দিক দিয়ে একজন ভাল বল খেলোয়াড়, কলেজে শিক্ষিত এবং রীতিমত ভদ্রলোক। ব্রাঞ্চ রীকি ব্রুকলিন ডজারসের ইণ্টারন্যাশানাল লীগের মনট্রিল রয়্যাল্‌স্ নামক একটি ছোট্ট দলে জ্যাকীর যোগ দেবার সমস্ত ব্যবস্থা ক'রে দিলেন।

ওঁর প্রথম দফার খেলায়, মনট্রিলে দ্বিতীয় বেসম্যান হিসাবে জ্যাকী বলখেলায় আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। নিউআর্ক বীয়ার্সের বিরুদ্ধে তাঁর প্রথম খেলায় উনি তিন রাণের হোমার, তিনটি সিঙ্গলস্, দুটো বেস,

চারটি রাণ এবং চারবার স্কোর করেন। সেবারকার খেলার শেষে মনট্রিল ইণ্টারন্যাশানাল লীগের পদক লাভ করে এবং লিট্‌ল্ ওয়ার্ল্ড সীরিজে লুইস্‌ভীল কর্ণেল্‌স্‌কেও হারিয়ে দেন। প্রতিযোগিতায় জ্যাকীর ব্যাট করার গড় হোল '৩৪৯ এবং ফীল্ড করার গড় হোল '৯৮৫। হিট এবং রাণেও তিনি ১২৪টি খেলায় যথাক্রমে ১৫৫ এবং ১১৩ এ এগিয়ে যান। এই ধরণের রেকর্ড সত্ত্বেও তাঁকে ডজার্সের অন্তর্ভুক্ত করায় বেসবল গণ্ডীর ভেতর এবং বার থেকে অত্যন্ত প্রতিবাদ ওঠে। কেউ কেউ বলেন, কোন খেলোয়াড় বা কোন ক্রীড়ামোদীই ওঁকে বরদাস্ত করবেননা এবং জ্যাকী যদি ডায়মণ্ডে অবতীর্ণ হন, তা হলে হয়ত সেণ্ট লুইতে দাঙ্গা হাঙ্গামাই বেধে যাবে।

প্রথম নিগ্রো খেলোয়াড়কে বিরাট প্রতিযোগিতায় নামাবার আগে ব্র্যাঞ্চ রীকিকে এই সমস্ত ব্যাপারে তাঁর মনস্থির করার জন্যে অনেক চিন্তা ক'রতে হয়েছিল। কিন্তু ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ১০ই এপ্রিল রীকি রবিনসনকে ডজার্সের সভ্যতালিকাভুক্ত ক'রে স্বাক্ষর করেন। স্থির হয় প্রতিবার খেলার সীজ্‌নে উনি পাঁচহাজার ডলার ক'রে পাবেন।

কোন দাঙ্গা হাঙ্গামাই হোল না। ক্রীড়ামোদীরা ডজার্সের খেলা দেখবার জন্য ষ্ট্যাণ্ডের প্রতিটি জায়গায় দারুণ ভীড়—টিকিট বিক্রী হোল দুর্দান্ত। জ্যাকী খেলেছিলেনও চমৎকার। রীকি ওঁকে বলেদিয়েছিলেন যতকিছু নিন্দাবাদের, জাতিগত বিদ্রূপের এবং আর আর অন্যায় যা কিছু ঘটবে—সবকিছুর উত্তরই যেন হয় তাঁর পয়লা নম্বরের খেলা। ক্রীড়ামোদীদের মধ্যে প্রায় সকলেই এবং তাঁর নিজেরও বিরুদ্ধদলের বেশীরভাগ খেলোয়াড়েরাই জ্যাকীর প্রতি ভদ্র ব্যবহার করেছিলেন। যখন তাঁরা তা করেন নি, এমনকি যখন কেউ তাঁকে বিদ্রূপ করার উদ্দেশ্যে মাঠের ওপর কালো বেড়াল ছুঁড়ে দিত,' তখনও প্রথম দু'সীজন

রবিনসন মাথা ঠাণ্ডা রেখে খুব ভালভাবেই বল খেলে গিয়েছিলেন এবং খুব ধীরভাবে খেলে ন্যাশানাল লীগের একজন অমূল্য খেলোয়াড় বলেই উনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তিনি ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে ন্যাশানাল লীগের ব্যাটিং চাম্পীয়ন হন। ওঁর খেলার প্রথম সীজনেই ডজার্স'রা পদক লাভ করে এবং রবিনসনের নাম হয় "দি রুকী অফ দি ইয়ার।" কিছুদিন ধরে সংবাদপত্রগুলি যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য নামকরা খেলোয়াড়দের চেয়ে জ্যাকী রবিনসনের জন্যেই বেশী জায়গা দিতে আরম্ভ করেন। মুষ্টিযুদ্ধে যেমন জো লুই তেমনি জ্যাকী রবিনসনও যুদ্ধোত্তর বিশ্বে আমেরিকার লক্ষ লক্ষ লোকের কাছে তরুণ নিগ্রোদের সম্ভাব্য প্রগতির প্রতীক হ'য়ে ওঠেন। বিরাট প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে উপস্থিত লক্ষ লক্ষ ক্রীড়ামোদীদের সামনে খেলার জন্য ডজার্স রবিনসনকে সুযোগ দিয়েছিলেন। একসময় বর্ণবৈষম্যের জমাট বরফ ভেঙ্গে যায়—অপর দলগুলিও ডজার্সের অনুকরণে নিগ্রো খেলোয়াড় নিযুক্ত করতে থাকেন। অচিরেই ডজার্স নিজেরাই ডন নিউকম্ব, রয় ক্যাম্পানেলা এবং ড্যান ব্যাঙ্কহেডে'র নিযুক্তি স্বাক্ষর করেন এবং "আমেরিকার বিরাট খেলা" সত্যসত্যই "আমেরিকার" খেলায় পর্যবসিত হয়। এবেটস্ ফীল্ডে প্রথম ব্যাট ক'রতে নেমে জ্যাকী রবিনসন গণতন্ত্রে পৌছবার পথটুকু আলোকিত ক'রে তোলেন।